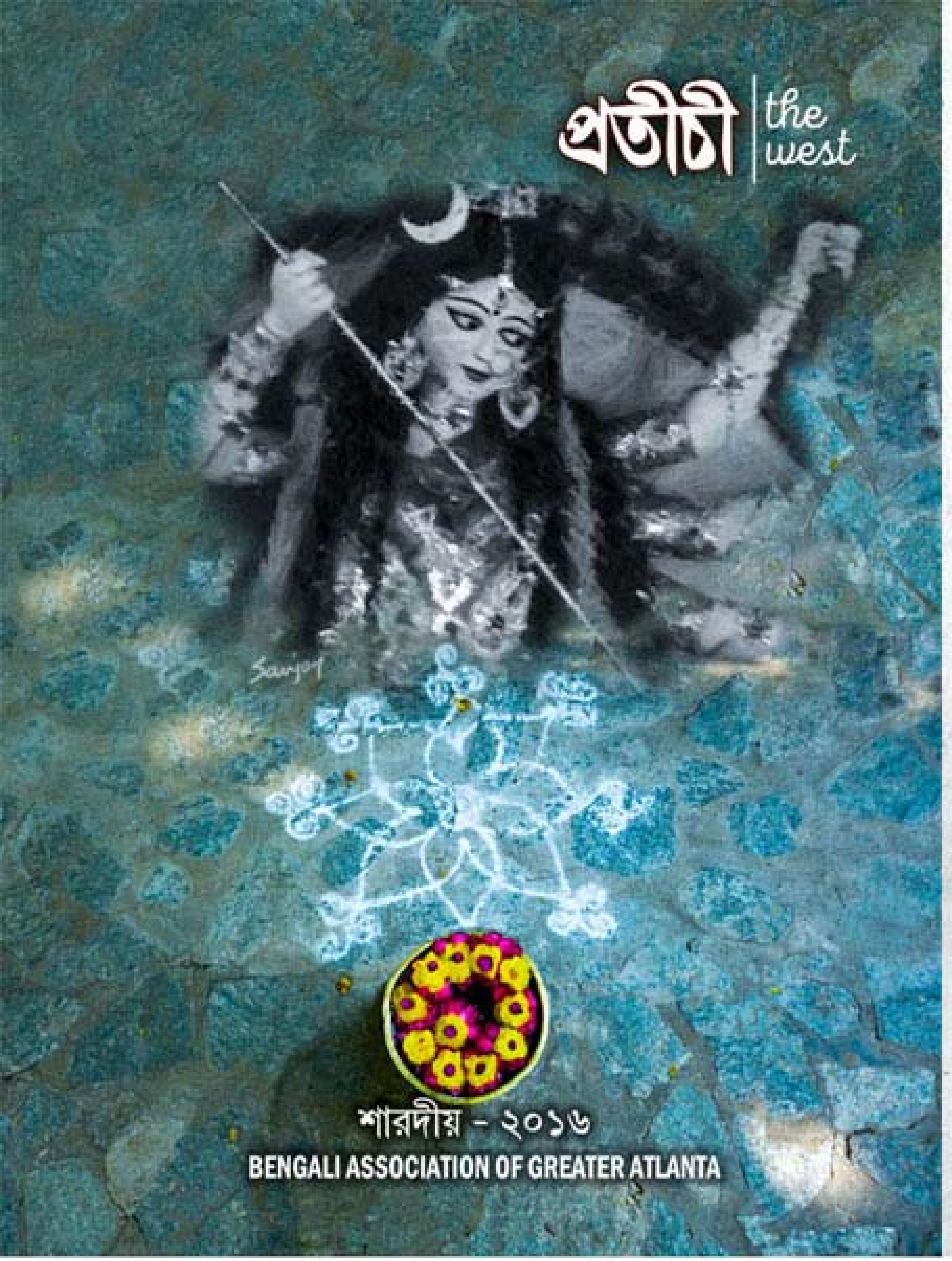

First Cover Page

First Cover Inside Page

Contents

Pratichi The West Credits 5

Editorial 6

President's Message 7

Executive Committee (2016) 9

Board of Directors 9

Executive Committees (Previous Years) 10

Extended Committee (2016) 11

Durga Puja Cultural Programs 12

Alzheimer's 13
Raka Chakraborty

Hyperbolist's Bliss of the Kiss Abyss 13
Purnajyoti "Joe" Bhaumik

অমর সৈনিক 14
Chaitali Guha

Flight of Imagination 14
Radhika Chatterjee, 11th Grade

যদি আমায় বদলে ফেল 15
Rudra Sankar

রান্না শেখা 15
দীপক বাগচী

মাথা নিচু 16
রবীন্দ্র চক্রবর্তী

মেলার স্মৃতি 16
দীপশ্রী সেন

President Carter 19
Pranab Lahiri

শব্দকল্পদ্রুম 26
অনিল চক্রবর্তী

The Workaholic Soul 29
Tapan Das

উত্তমকুমার 35
Ranjit Mallick

উত্তমকুমার 40
শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

Ping Pong Wish 43
Sheel Chakraborty

ফিরে দেখা 49
প্রভাত ঘোষ হাজরা

দেবী 57
অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরি, কলকাতা

Relocation 68
D.J. Chakraborty

দুখীরাম 71
পরাশর শর্মা

Kailasher Korcha 78
Swapna Gangopadhyay

প্রতিযোগিতা 85
কল্লোল নন্দী

Donors/Sponsors 94

Volunteers 95

করালীর পুনরাবির্ভাব 96
আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

Glimpses (2016) 100

Advertiser's Index 103

Scicom Infrastructure Services

Providing Industry Leading Technology Services to major commercial /private sector organizations including telecommunications, systems integrators and heavy industry for over 15 years

Application Performance Services
Infrastructure and Operations
Enterprise Resource Planning
Enterprise Software and Solutions

Best Wishes to all Baga members from the Scicom Team!

Atlanta - Singapore - Philadelphia
member of the Khattar Holding Group

Scicom
Infrastructure Services

MGM RESORTS INTERNATIONAL

ORACLE

Capgemini

NOVELIS

BROWARD COUNTY FLORIDA

SIEMENS

HUGHES

VWR INTERNATIONAL

SUNOCO

TCS TeleCommunication Systems
Enabling Convergent Technologies

NAPA

DeKalb County Georgia

MIAMI DADE COUNTY

ADVANCE ACCOUNTING
& TAX SERVICES

Following Services Are Provided Here

Personal And Business Tax return
Business Incorporation, LLC, Licenses, Registration

IMMIGRATION SUPPORT CENTER

Immigration Processing, Family Petition
Affidavit of Support, Visa Extention, Citizenship,
Category Change etc.

Ahmed Shameem Huq

4897 Buford Hwy, Suite 229, Orient Plaza, Chamblee, GA 30341
(Next Door to Sonali Exchange)

Email: advanceaccounting1@hotmail.com
onestopgo@hotmail.com

Tel: 404 784 2030
FAX: 770 807 3029

BILAL HALAL MEAT & GROCERY

Hours-10:00 AM-10:30 PM   Tel: 404 477 2955

We are Specialized in Fresh Beef, Lamb,
Goat, Chicken, Shrimp, Vegetables,
Frozen Fish & All Kinds of Indian Spices

3408 CLAIRMONT RD NE, ATLANTA, GA 30319
(Corner of Clairmont & Buford Hwy)
Please Call and Place Your Order for Faster Service

Patel Plaza

Your One Stop Shopping and Dining Destination For Everything Indian

HUM EK...HUMARA PLAZA EK...

PATEL BROTHERS

"Celebrating Our Food...Our Culture"

1711 Church Street, Decatur, GA 30033 | 404-296-2696

A TO Z ELECTRONICS & GIFTS 220V/110V Appliances 404-299-9196	**ALOHA OF DECATUR** Mind Math, English, Reading/Writing 678-554-7800	**ASOPALAV USA** Latest Indian Fashions 678-907-8400	**CHATPATTI VEG. RESTAURANT** North, South, Gujarati, Chinese & Chaat 404-633-5595	**CHINESE DHABA** Chinese Food, Indian Twist 404-730-6453
CHOPAATI Veg. Cuisine, North, South Indian & Chaat 404-296-2965	**CSI LED LIGHTNING** Save Energy, Energy efficient LED Lighting 404-500-5791	**DC'S NAILS' N BEAUTY** Full Service Salon 404-299-5886	**GEORGIA HALAL MEAT** Halal Meat & Catering 404-254-4651	**GOKUL SWEETS & VEG. RESTAURANT** Snacks, Sweets, North & South Indian, Chinese 404-299-9196
H & K ACCOUNTING Accountant & Tax Preparation 678-701-5554	**HIGHGLOW JEWELERS** 22K Gold & Diamond Jewelry 404-296-2714	**INARA WHOLESALE** Phone Cards, Gift Novelties, C-Store Items 404-499-0066	**KUMKUM SARI** Saris, Salwar Kameez, Wedding Dresses, More 404-296-1001	**MASALA** Indian Cuisines, Banquet, Catering 404-296-9999
MEENA JEWELERS 22K Gold, Diamond & Gemstone Jewelry 404-477-1004	**MIRAGE SARI CENTER** House of Indian Fashion 404-292-8065	**MR. BAKER** Bakery, the Sign of Good taste 678-515-8203	**MY CHOICE** Tobacco, Paan Masala Hookah 470-225-6619	**NATURAL IDENTITY OF NEW YORK** Beauty Architects 404-292-6230
NATURAL IDENTITY OF NEW YORK Spa, Salon & Bridal 404-292-6230	**PARAS GOLD** 24K Gold, Silver, Platinum Coins & Bars 678-895-4444	**PATEL BROTHERS** One stop shop for all Indian grocery needs. 404-296-2696	**RAJPAN IMPORTS** Imported Arts & Crafts 404-297-0200	**RIYA'S EXCLUSIVE** Designer Fashions & Bridal Wear 404-819-4114
ROYAL SWEETS Snacks, Sweets & other Indian Dishes 404-464-5427	**SONA VIDEO** Latest Indian Music and Movies 404-292-7979	**TAVA INDIAN BISTRO** Tava Indian street Food 404-343-2710	**THALI RESTAURANT** Celebrate True flavors of Vegetarian Cuisine 678-705-1290	**WEIGHT LOSS CLINIC** Pain center & weight loss specialists 404-254-2048
ZAHRA'S Pakistani, Indian Fashion, Jewelry, Bridal 404-512-0364	**ZAVERI BAZAAR JEWELERS** 22K Gold, Diamond & Gemstone Jewelry 404-284-1330	**Z-CELL SALES** Gift Novelties & Wholesale for C-stores 404-298-1181	**So Many Options For Delightful Experience**	

SHARADIYA DURGA PUJA 2016

Pratichi
The West
2016

Editor
Soumitra Chattopadhyay

Editorial Board
Anil Chakraberti
Manas Chatterjee
Parimal Majumder
Rina Datta Chakravorty
Rudrasankar
Somesh Karanjee
Swapan Mondal

Cover Design
Sanjoy Maity

Typesetting
Anil Chakraberti
Soumitra Chattopadhyay
Somesh Karanjee
Swapan Mandal

Planning & Design
Parimal Majumder
Manas Chatterjee

Layout Design
Parimal Majumder

Published by:
Bengali Association of Greater Atlanta

BAGA

Disclaimer:
The views expressed in the writings that appear in this publication are the views of the respective authors and advertisers and not necessarily represent those of BAGA (Bengali Association of Greater Atlanta) committee or the publication's editor.

সে অনেকদিন আগের কথা। তখনও শব্দদূষণের জন্যে পুজো প্যান্ডেলে মাইক চালান বারণ হয় নি। সে নচিকেতা সুমনের "নীলাঞ্জনা"/"তোমাকে চাই"-য়েরও আগে। সে সময় পুজোর দিনগুলোতে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে একটা গান খুব বাজত, পান্নালাল ভট্টাচার্যের "আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি নে মা, শুধু যা জেনেছি সেটুকু হল এই/তোরে ডাকার মতো ডাকতে যদি পারি, তবে আসবি না তোর এমন সাধ্য নেই," প্রতিবার পুজোর সময় এই গানটা খুব মনে পড়ে। শুধু গানটার কথা বা সুরের জন্যে নয়, কোন না কোন কারণে গানটির প্রাসঙ্গিকতা চলে আসে চোখের সামনে। যেমন এই বছরের কথাই ধরুন। সারা পৃথিবী উত্তপ্ত। যেন টগবগ করে ফুটছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে আগুন জ্বলছে। ওদিকে চীন সাগরে নৌবহরের বহর। ভারতের উত্তর, উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গোলযোগের আভাষ। আর কোথাও কিছু নেই, সন্ত্রাসবাদীরা আপাত নিরীহ দেশগুলিকেও আক্রমণ করে চলেছে। কখনও জনাকীর্ণ মল-এ, কখনও বাসে-ট্রেনে, কখনও বা প্লেনে, কোথাও শান্তি নেই। এই সময় মাকে ডাকার মত ডাকতে যদি পারি, তবে মনে হয় তিনি নিশ্চয় আসবেন। তবে আমার উদ্দেশ্য কিন্তু খারাপ খবরের খতিয়ান দেওয়া নয়। এবার কিছু অন্য কথা বলি, তারপর বলব এই শারদ সংখ্যা সম্পর্কে।

এই বছরে পশ্চিম বাংলায় (কিছুদিন বাদে যার নাম হতে পারে শুধুই "বাংলা") রাজ্য নির্বাচন হল। তাতে রাজ্যবাসী মমতা বন্দ্যোপাধ্যের পক্ষেই ব্যাপক রায় দিয়েছেন। আমাদের "মা টেরিসা" এ বছর "সন্ত" স্বীকৃতি পেয়েছেন ভ্যাটিকান থেকে। দেশের সাহিত্য জগতের এক বড় ক্ষতি, স্বনামধন্যা মহাশ্বেতা দেবীর প্রয়াণ। আবার এ দেশে এখন চলছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আয়োজন। অনেক বিষয়ে এই নির্বাচন অন্যান্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের থেকে স্বতন্ত্র। এই প্রথম, প্রায় আড়াইশো বছরের ইতিহাসে এ দেশে এক মহিলা প্রার্থী হয়েছেন এক মুখ্য দলের; তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বহুল এবং বিশ্ব জুড়ে স্বীকৃত। প্রতিদ্বন্দী দলের প্রার্থী এক ধনকুবের ব্যবসায়ী, যাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ঝুলি শূন্য । এ লড়াইয়ে আরও একজন আসতে চাইছেন, যিনি তাঁর "হোয়াট ইজ আলেপো?" উক্তির জেরে খ্যাতি (না কুখ্যাতি?) কুড়িয়েছেন। আর কয়েকটা সপ্তাহ, তারপরই উত্তর পাওয়া যাবে কার হাতে শাসনভার তুলে দেবেন দেশবাসী। যিনিই শাসনভার পান না কেন, সামনের দিনগুলি সুখের, শান্তির বার্তা নিয়ে আসুক, এই প্রার্থনা। এই কারণে মায়ের আশীর্বাদ খুবই জরুরী এখন।

বাগার কার্য বিবরণী আপনারা প্রেসিডেন্টের চিঠিতে পাবেন, তাই এবার আমি যাই এই "প্রতীচী" সম্পর্কে বলতে।

পুরোনো দিনের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, তাই আবার একটু পুরোনো দিনেই ফিরে যাচ্ছি। আশির দশকের শুরুতে কলকাতায় ছিলাম, একটি ঘটনা মনে পড়ছে সেই সময় থেকে। আশি সালে এক জুলাই এর সকালে (তারিখটা ছিল ২৫-এ), ভোর বেলা খবরের কাগজ খুলে এক সংবাদ পেলাম যেটা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই আকস্মিক এবং দু:খজনক। সেটা হল মহানায়ক উত্তম কুমারের মহাপ্রয়াণ। আপনারা হয়ত ভাবতে পারেন এর সঙ্গে এই পত্রিকার সম্পর্ক কি? সেটাই বলছি। উত্তম কুমার থাকলে এই বছর তাঁর বয়স হত নব্বই। তাই আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। শুধু নিজেরা নই, তাঁকে নিয়ে এখানে লিখেছেন দুই প্রখ্যাত অভিনেতা, প্রথমজন রঞ্জিত মল্লিক - যিনি তাঁর সঙ্গে নিজে কাজ করেছেন; অন্যজন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, যাঁর বাবা শুভেন্দু বাবু ছিলেন উত্তম কুমারের সহকর্মী ও স্নেহধন্য। এ ছাড়া উল্লেখ্য রচনা রয়েছে প্রথিতযশা সাহিত্যিকা আলোলিকা মুখোপাধ্যায়ের - যিনি বেশ কিছুদিন বাদে আবার আমাদের জন্যে কলম ধরেছেন এবার। এছাড়া রয়েছে প্রখ্যাত পরিচালক অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরীর (বেশ ক'বার জাতীয় পুরস্কার পাওয়া, তাঁর অন্তহীন, অনুরণন, ইত্যাদি ছবির জন্যে), তাঁর গত বছরের পুজোর সময় মুক্তি পাওয়া স্বল্প দৈর্ঘের ছবি, "দেবী"-র সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য। স্থানীয় লেখক-লেখিকাদের লেখা তো থাকছেই| এ ছাড়াও ছোট ও বড়দের নানা রকমের রচনা ও আর্ট নিয়ে উপস্থিত এবারের প্রতীচী। আশা করি আপনাদের উপভোগ্য লাগবে এই পত্রিকা।

আপনাদের সকলের পুজোর দিনগুলি এবং সামনের বছর খুব ভাল যাক, এই কামনা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি এখনকার মতো। সবাই সুখে থাকুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মা আমাদের ডাকে সাড়া দেবেনই।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
ম্যারিয়েটা, জর্জিয়া, ২৫শে সেপ্টেম্বর

PRESIDENT'S DESK

Parimal Majumder

Dear Friends & Family,

It is my pleasure and honor to **welcome** you all to BAGA's 39th annual Durga puja festival. Over the last six months, BAGA's executive committee (EC) and extended committee were working hard to arrange this festival. This festival started today and will last for the next two days. Not only this festival marks a time to get together with friends and family to celebrate life, but also to celebrate various art forms. This year, four local talented groups and three guest artists will perform. The guest artists are Band Kaya (Oct 7th), Lopamudra (Oct 8th), and Rupankar (Oct 9th).

This year's EC took official responsibility on January 1st. Our first major event, Saraswati puja, took place two months afterwards, resulting in a new member's welcome party where forty three families became new members. To keep expanding BAGA, we integrated a number of new things this year. We were serving *ilish* for lunch and chicken biryani for dinner in Swaraswati puja. Our quality cultural program and home-made traditional Bengali food bring an authentic vibe to BAGA's festivals, resulting in lots of fun and a successful festival. We have again incorporated the Holi festival this year to BAGA's traditions. With Holi, spring felt fuller and more vibrant. Additionally, this year, we held a huge multicultural event "Milan Mela" on June 11th. Almost all metro Atlanta Bengali associations participated, with a total of 22 performances in the day-long program. More than 20 stalls and promotional advertisers showcased themselves at Milan Mela. This summer, we had our annual picnic at Buford Dam park. Barbeque chicken and mutton were prepared and cooked fresh, the day was beautiful and warm, and the atmosphere was friendly and welcoming.

Without the involvement of many wonderful people, these events would not have been possible. I would like to give my utmost appreciation and thanks to our cultural team, decoration, logistic, food, puja, pratichi, and fundraising committees and associated volunteers for all your help and support to make the various programs throughout the year such a major success. I would also like to thank all the advertisers, vendors, and donors for your generous support. I offer my sincere gratitude and respect to all of BAGA's senior members, past Executive Committee members, past/current BOD, and BYC members who contributed enormously to make BAGA what it is today. I would also like to thank my wife for all of her encouragement and advice.

The experience I had with my team was terrific. Ayan Banerjee, Arindam Tapaswi, Kishore Chakrabarty and Manas Chatterjee – words cannot emphasize how great you all are. You are all extremely talented leaders. Thank you!

Parimal Majumder
Oct 07, 2016

Batic print on fabric by an Artist from Santiniketan Bolpur
Contributed by Asit Sengupta

EXECUTIVE COMMITTEE-2016, BAGA

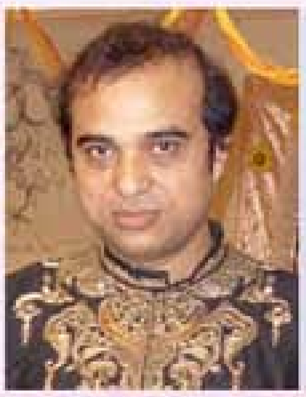

Ayan Banerjee (Vice President)

This is Ayan and I am relatively new to BAGA and Atlanta. I always wanted to serve the community and BAGA gave me this opportunity. While working with the EC 2016, I have made up good friends with all of them. All the EC members did an excellent job and this made our journey enjoyable and memorable for years to come.

Arindam Tapaswi (Vice President)

I am Arindam, a fun loving, happy-go-lucky person who is 100% "bheto Bangali." BAGA gave me a great opportunity to mingle with the Bengalis in Atlanta who are at different points in their lives. I was lucky to work in group where every member did an awesome job and treated each other with respect. Long live BAGA!

Kishore Chakraborty (Vice President)

My name is Kishore Chakraborty and I am an Indian by nationality and a Bengali by heart. I came to Atlanta in 2012 and ever since then I have been active in all BAGA activities. I enjoy socializing and working as a team for good causes. I found a family away from home at BAGA and it is sheer pleasure to be associated with so many "Bangla Bhashis" from different parts of the world and being constantly in touch with our own culture, some things that our kids had lost touch with. Thank You BAGA for having me in the Executive Committee this year.

Manas Chatterjee (Treasurer)

My name is Manas. I came to Atlanta in 2006 and since then I liked the abundance of natural resources and socio cultural combinations. I was fortunate enough to be chosen to serve the community by joining the executive team. I enjoyed every bit of this journey and learned many different aspects of serving a community. My personal interests include travel and tourism, sports and games, food and social interactions.

Parimal Majumder (President)

My name is Parimal. I have been residing Atlanta with my family since 2003. Personally, I like people, my **Bangali** culture, and to get involved in society. Beside, BAGA I am involved in different socio-political-cultural-economic organizations. I gained different experience by publishing a bi-weekly Bengali newspaper (*Manchitra*) from Atlanta as a managing editor (2004-2006). I am a firm believer in the virtue of hard work. I enjoy serving BAGA under the strong executive committee (2016). My personal interest includes sports & games (chess, badminton and volleyball), travel, fishing and food. Thank you!

BOD

Dharmajyoti Bhaumik (Chair person)
Partha Banerjee
Sonjukta Halder (Treasurer)
Reshmi Mukkherjee
Sabitry Paul
Ananda Rakhit (Treasurer)

PREVIOUS EC MEMBERS

Year	President / Vice President	Secretary/Jt. Secretary	Treasurer
2015	Sutapa Sen, Parimal Majumder (VP), Arup Dhar (VP), Mala Basu	Anshuman Guin	Dipankar Roy
2014	Sonjukta Halder, Mousumi Karenjee (VP), Mousumi Basu (VP)	Reshmi Mukherjee	Sudipta Das
2013	Sumit Dutta/Monamee Adhikari, Partha Banerjee (VP), Krishnendu	Mausumi Basu	Sudeep Kundu
2012	Abir Guha Thakurta, Avro Deb (VP), Shankar Sengupta (VP)	Ashoke Sarker	Subroto Majumdar
2011	Joy Bhattacharjee, Dharmajyoti Bhaumik (VP), Krishnendu Das (VP)	Monamee Ghosal	Bhaskar Mitra
2010	Achintya De, Sumit Dutta (VP), Ashima Das (VP)	Kaushik Basu	Debatirtha Basu
2009	Priyabrata Dutta, Debasree Chatterjee-Dawn (VP), Saswati	Joyita (Bagchi) Hegde	Subhankar Mukherjee
2008	Rabindra Chakraborty, Papiya Dutta	Mousumi Karanjee	Shubu Mitra
2007	Dibyendu De, Mrs. Shanta Gupta (VP), Mr. Achintya Dey (VP), Mr. Santanu Sinharoy (VP)	Dr. Ranjita Betarbet	Mr. Umashankar Mondal
2006	Kiriti Gupta, Abir Mullick (VP), Anil Chakraberti (VP)	Dibyendu De	Raktim Sen
2005	Mamata Paul, Premanand Goswami (VP), Sabari Roy (VP)	Santanu Sinharoy	Soumen Ghosh
2004	Partho Mukherjee, Mamata Paul (VP)	Moitri Sarker	Sandip Dutta
2003	Shankar Sengupta, Amalendu Sarkar (VP)	Raja Gautam Kar	Sanghamitra Saha
2002	Raktim Sen, Soumitra Chattopadhyay (VP)	Sabari Roy	Arunava Saha
2001	Amiya Ray Chaudhuri, Mridul Kumar Paul (VP)	Amlan Mojumdar	Surajit Roy
2000	Debashis Bhattacharya, (partial term served)	Working Committee: Sumitra Bhattacharya, Shubhra Nag	Timir Pandit
1999	Nita Bose, Shubhra Nag (VP), Maya Biswas (VP)	Ashoke Sarkar, Madhumita Chatteree, Chaitali Chatterjee, Anjali Roy	Sharmila Chatterjee Sathi Karan
1998	Sreeparna Roy, Sanjukta Haldar (VP)	Lekha Mukherjee, Sabitri Pal	Rajashree Jena
1997	Shailendra Banerjee	Rajashree Jena, Saibal Ghosal, Gouri Banerjee	Timir Pandit
1996	Ashoke Bhattacharya	Sanjoy Maity	Joydip
1995	Manoj Chakraborty		Ashoke Sarkar
1994	Monica Mukherjee	Anjali Roy	Alpana Poddar
1993	Shrimita Ray Chaudhuri	Sumitra Bhattacharya	Manoj Chakraborty
1992	Shubhra Nag	Kasturi Talukdar	Nirmal Das
1991	Kaberi Basu	Partha Bhattacharya	Gautam Goswami
1990	Sumitra Bhattacharya	Uma Mukherjee	Anik Chakraborty
1989	Dipak Bagchi	Dipankar Sarkar	Anita Chakraborty
1988	Niranjan Talukdar	Sujan Mukherjee	Anjan Duttagupta
1987	Alak Biswas	Shrimita Ray Chaudhuri	Dipak Bagchi
1986	Ashim Dutta	Monica Mukherjee	Barun De
1985	Ranjan Duttagupta	Bula Gupta	Soumya Das
1984	Partha Mukherjee	Rabi Basu	Lali Derrick
1983	Samarendra Mitra	Niranjan Talukdar	Samir Mitra
1982	Sabyasachi Gupta, Alak Biswas	Ashim Roy	Priya Das
1981	Bijan Das	Samarendra Mitra	Partha Mukherjee,
1980	Mohit Sen, Sumitra Bhattacharya	Jayanta Bhattacharya	Ashim Dutta
1979	Jayanta Bhattacharya	Partha Mukherjee	

EXTENDED COMMITTEE

Saraswati Puja: Feb 13 at Norcross High School
Purohit: Sailendra Banerjee
Puja Assistant: Gauri Banerjee, Sucheta Chakraborty, Soma De
Thakur Decoration: Subarna Chanda & Arpita Gupta
Puja Sponsors: Nita & Sujit Bose, Shanta & Kiriti Gupta, Parimal & Dimple Majumder,
Invitation Card: Ayan Banerjee
Quiz & Art Competition Prize Sponsors: Rina Chakravorty, Arindam Tapaswi
Cultural Progam Committee: Nita Bose, Papiya Dutta, Geetanjali Talukdar, Sanjukta Halder, Rupa Mukherjee
Food Coordinator: Ayan Banerjee
Vendor Coordinator: Mamata Paul, Parimal Majumder
Photography: Sujit Bose & Girish Modi

Welcome Ceremony: March 05 at Pinckneyville Rec. Ctr.
Food Coordinator: Chaitali Nath, Subarna Chandra, Debi Banerjee, Nabanita Tapswi
Food Preparation: Prepared by BAGA's members
Photography: Girish Modi

Holi Ceremony: April 02 at Pinckneyville Rec. Ctr.
Food Coordinator: Ayan Banerjee
Food Preparation: EC members
Sound & Music: Arindam Tapaswi

Milan Mela: June 04 - Berkmar High School
Food Coordinator: Ayan Banerjee & Kishore Chakrabarty
Food Preperation: BAGA members
Cultural Program Coordinators: Nita Bose, Papiya Dutta, Sanjukta Halder, Dimple Majumder
Sound System Coordinator: Arindam Tapaswi
Fundraising & Vendor Coordinator: Parimal Majumder & Manas Chatterjee
Photography: Girish Modi, Sujit Bose, Somesh Karenjee

Picnic: July 30 – Buford Dam Park
Food: Prepared by EC team, Subhadra Gupta, Angshuman Guin, Dipankar Roy
Kid Games: BAGA Youth Committee (BYC)
Adult Sports: Dipankar Roy, Kaushik Basu and friends

Mahalaya: : Oct 01 - Pinckneyville Rec. Ctr.
Purohit: Anil Chakraberti
Puja Assistants: Mala Basu, Soma De
Chandi Path: Niranjan Talukdar
Food Coordinators: Nita Bose, Mamata Paul , Papiya Dutta, Soma De, Saswati Mkukherjee, Ayan Banerjee & Kishore Chakrabarty

Durga Puja: Oct 07-09 at Mountain View High School
Purohit: Sailendra Banerjee
Puja Assistants: Gauri Banerjee, Sucheta Chakraborty, Raja Gautam Kar
Puja Committee: Mala Basu, Soma De, Devjani Purkayastha, Anuva Goswami, Parnika Chakraberti, Chandra Roy, Sharon Roy
Mandap Design & Decoration: Bharat Baruah, Subarna Chandra, Arpita Deb Gupta & Swapnali Das
Vendors: Mamata Paul
Marketing & Promotion: Abir Thakurta, Parimal Majumder, Manas Chatterjee
Invitation Card: Ayan Banerjee
Pratichi Cover Page Design: Sanjay Maiti
Pratichi Team: Soumitra Chattopadhyay, Anil Chakraberti, Somesh Karanjee, Rina Datta Chakravorty, Swapan Mandal, Rudrasankar, Parimal Majumder, Manas Chatterjee
Food Committee: Nita Bose, Mamata Paul, Soma De, Jayita Deb, Saswati Mukherjee, Papiya Datta, Ayan Banerjee & Kishore Chakrabarty
Fundraising Team: Sujit Bose, Mamata Paul, Shanta Gupta, Kiriti Gupta, Ananda Rakhit, Rabi Chakraborty, Dharmajjyoti Bhaumik, Partho Mukherjee, Abir Thakurta, Parimal Majumder, Umashankar Mandal, Anil Chakraberti, Arindam Tapaswi, Ayan Banerjee, Dibbendu De, Dimple Majumder, Kishore Chakrabarty, Manas Chatterjee. Mita Banerjee & Ruchira Basu Roy
Cutural Program Coordinators: Nita Bose, Papiya Datta, Sonjukta Halder, Geetanjali Talukdar, Mausumi Basu, Ria Rakhit, Anupa Thakurta, Apala Sen, Sagnika Paul, Payel Choudhuri, Shreedebi & Dimple Majumder
Photography & Videography: Girish Modi, Sujit Bose, & Somesh Karenjee

2016
DURGA PUJA CULTURAL PROGRAM

Invited Guest Artists

Band Kaya   Oct 7, Fri @9PM

Lopamudra Mitra
Oct 8, Sat @9PM

Rupankar Bagchi
Oct 9, Sun @ 2PM

Our Own Productions

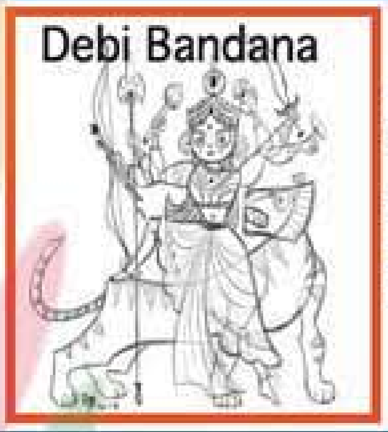

Music Director: Apala Sen
Dance Choreography: Sridevi

BAGA's young girls invoking Maa Durga, with stotra and rendering melodious Devi Vandana songs. Devi Vandana will continue through their semi-classical style dances

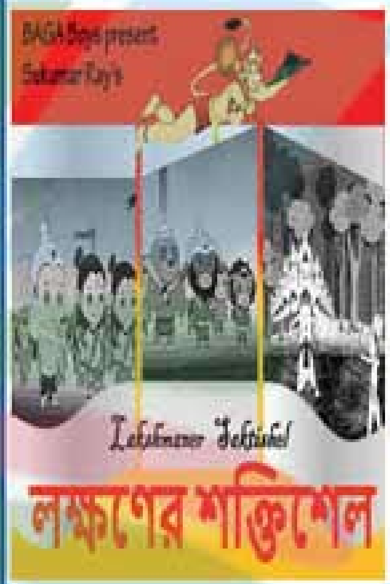

Script and Direction:
Mausumi Basu

BAGA;s Boys will entertain you with their energetic and captivating performance in the classic humorous drama Lakshmaner Shaktishel by Sukumar Ray, the renowned Bengali humorous poet, story writer and playwright.

BAGA Cultural Team
Fusion and contemporary dance styles from the very best in BAGA as they all come together to portray the various emotions symbolizing the color red. As the color of blood, Red has historically been associated with sacrifice, danger and courage. Modern expressions show red as the color most commonly associated with heat, activity, passion, sexuality, anger, love and joy.

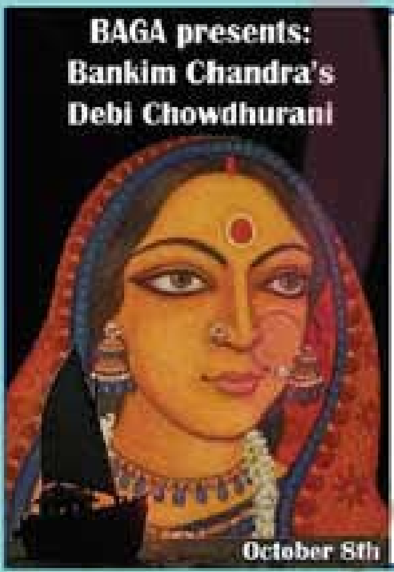

Program Coordinator:
Ria Rakhit

BAGA presents an exclusive showcase Debi Chowdhurani, based on Bankim Chandra's epic 1884 novel. Set in the late 1700's, Bankim Chandra, through a love story, highlighted the struggle l ed by a woman, the protagonist, in a time when most women remained behind purdah. The novel was an inspiration to many women who came out of their homes and actively joined the independence struggle in the decades to come.

Alzheimer's

Raka Chakraborty
Eighth Grade, River Trail Middle School,
Johns Creek, GA

Distraught, pained tears prick his eyes
his delicate face masking sorrow
and he prays for vivid memories to arise
he thinks of nothing but tomorrow.

Mercy he screams, mercy
with all the might he contains
but not a word leaves his mouth
much to his disdain -

Yet nobody could help him
because nobody knew
why his sharp screams of terror
came out of the blue!

Hope was his flashlight
through his perilous nights of dark
He tried to obtain memories
from the smallest spark.

He tried with all his might
to remember his old thoughts
nonetheless he couldn't find
the solution he had sought.

But still he would persevere
rediscovering the depths of his mind
searching every corner
cherishing anything he would find!

Hyperbolist's Bliss of the Kiss Abyss

Purnajyoti "Joe" Bhaumik
Eighth Grade, River Trail Middle School,
Johns Creek, GA

I hate this

I hate this
Whom should I kiss?
I haven't seen you in a while
I miss the way you made me smile
Just a month or so
feels like ten years ago.

Just waiting on the phone to ring
There was a time when I meant everything
It'll take me a second to speak
The tears in my eyes ready to streak
Knowing all I have been is wrong
Made you move on.

If you're there, I'll just sit and stare...

www.baga.net

Flight of Imagination

Radhika Chatterjee, 11th Grade
(Parkview High School)

The walls caved in to raise a platform
That pushed the ceiling to the sky.
World on the ground took a surreal form—
As with floppety wings, I glided by.

Atlanta houses in verdurous green
With snail-like streets wrapped around,
Needed a mélange of paints to be seen;
That's what I felt when outer-bound.

I soaked a sponge in a pastel of colors
And splashed it in the canvas below.
Not to be outdone by my valors,
The rickety winds began to flow.

Soon, in the banks of a harrowing night,
Images stood still in silhouetted dark,
Which gave a reason to my celestial flight
To speed up, not to stop or disembark.

Alaska was my first frontier
Where the glaciers were feasting beside the lakes,
And the beary salmon fought with a fishy bear
While the hunter was busy roasting snowflakes.

Then, I passed over the tip of an ocean,
Where I found the waves rippling with bliss,
Touching the coy beaches with deep emotion
And hurling them a galore of divine kiss.

Next, I skirted Paris in France
With crisscrossed boulevards and Eiffel tower,
Reverberating with song and dance.
But why was London's Big Ben in its bower!

In no time, I traveled to Madrid,
But first I had to fend off a sea urchin.
My greatest surprise was to see the pyramid
Welcoming me there with a widespread grin.

Before I knew, I was flying in a misted drapery,
With pebbles of rain trapped in the cloud storage.
Accompanying the flamingoes atop the African safari,
A caravan of tigers raced for a meaty forage!

Next, I glimpsed the minaret in India—
The Taj Mahal cycling on majestic wheels.
A wonder of the world that brought hysteria—
Handing the lovelorn some bargain ride deals!

Why are the places in the earth
Behaving so strangely, and causing confusion?
They seem to have a touch of rebirth
In a home better described as imagination!

With a mix of inspiration and drive
I tried to set my own genius in motion,
But it proved to be a futile strive
Being intercepted by a deep commotion.

People gathering near my bed
Spoke in whispers and worrisome tones.
"Let's call the doctor," someone said
As I burst into some uncontrollable groans.

Dribs and drabs, false starts and rough sketches—
Spreading arms and legs, imagination stretches.
I woke up and turned around to straighten a squinty eye,
But I could still hear a voice inside: "Let your imagination fly!"

অমর সৈনিক

Chaitali Guha

ভারতের ভূস্বর্গ, যারা ছিনিয়ে নিতে এসেছিল,
গোপন থাবায়, কামান গোলায়, সে
পার্শ্ব হানাদার শত্রুসেনার মনোরথ,
তুমি বিফল করেছ, হে বীর,
তোমার বলিদানও জয়ের গৌরবে।

দেশের সীমান্ত রক্ষার বজ্রশপথে
তোমার চোখে জ্বলছে বারুদ
রণাঙ্গনে পরাস্ত হয়েছে বৈরীকূল
বীরদর্পে শহীদ হয়েছ তুমি।

তোমার লেলিহান চিতা ঘিরে
যে অগ্নিশিখা ধূমায়িত,
তার স্ফুলিঙ্গে দেখি
তোমার অমরত্ব বানী।
তার অগ্নিকনায়
জনমনে, উদীপ্ত দেশভক্তি
হে বীর, লহ হে প্রণাম

www.baga.net

যদি আমায় বদলে ফেল

রুদ্রশংকর

বদলে গেছে রাস্তাগুলো
সস্তা কোন নিয়ম মেনে
কেউ রাখেনি কারোর কথা
উড়ছে কথা লোকের কানে

লোক বলেছে বদলে যেতে
ঠিক তখনই সন্ধ্যা এল
হাড়পাঁজরায় তীর্থ করে
ঝাল-নোনতা আদরগুলো

রাস্তা থেকে প্রেম তুলে নিই
ভাগের নীচে ভাগ বসিয়ে
ঘুমের জলে সে ভেসে যায়
জাপটে ধরি স্বপ্ন দিয়ে

যেই ধরেছি শক্ত করে
সব পাখিরা মুক্তি পেল
আবার কবে দেখব আকাশ
যদি আমায় বদলে ফেল !

রান্না শেখা

দীপক বাগচী
অন্টারিও ক্যালিফর্ণিয়া

অনেক দিন আগের এসব গল্প,
পড়ছে মনে, রান্না যখন অল্প
কয়টা মাত্র রাঁধতে গোল,
ডাল, ভাত, আর চিকেনের ঝোল,
মনে হতো অনেক, নয়কো স্বল্প।

বিনিমাসিকে তখন থেকেই ধরি,
রান্না শিখতে ফোন তো কেবল করি;
রেসিপি সব পেয়েই করি চেষ্টা,
কিন্তু তা আর খাবার মত শেষটা
হয় না বলে গারবেজে রয় পড়ি।

তাই একদিন বলি মাসিকে ফোনে,
"রান্না আনে কান্না চোখের কোণে,"
শুনে মাসি কন, "যে খেয়েছে ভাল,
সময়ে সেই শিখবে রান্নাটা লো,
এই কথাটা সদাই রাখিস মনে।"

"তোর মায়ের হাতের রান্না তো খেয়ে,
সবাই কত সুখ্যাতি যেত গেয়ে,
সেই মায়ের তুই মেয়ে, ওরে মিনি,
কালেতে তুই সব্বারে নিবি জিনি,
রাঁধবি ভাল, দেখিস সবার চেয়ে।"

"গরিবের কথা," আবার বলেন মাসি,
"সত্যি হয় যে যখন হয় তা বাসি;
হবি পারদর্শী রন্ধন কর্মতে,
মিলিয়ে দেখিস এ কথা ভবিষ্যতে,
সত্যি কিনা, বলিস তখন আসি।

"রান্না যদি কান্না আনে চোখে,
অকস্মা যে বলবে তোকে লোকে।
এখন থেকে রান্না শিখে নিলে,
ঝামেলাটা বিদেয় করে দিলে,

www.baga.net

মেলার স্মৃতি

দীপশ্রী সেন, হান্টসভিল, এলাবামা

কোন দিন গেছ কি হারিয়ে
হাজার লোকের ভীড়ে দাঁড়িয়ে ?
অজানা, অচেনা মুখের পাশে,
কত মুখ ভেসে আসে,
স্মৃতির কুয়াশাটুকু সরিয়ে -
হাজার লোকের ভীড়ে দাঁড়িয়ে ।
"তুমি" ?
"আপনি" ? "....... " ।
"মনে নেই বৃষ্টিতে ভিজেছি কত তোমার ..... " ।
ব্যবধান বহু বছর ।
প্রজাপতির পাখা চোখের পাতায়,
আবার মন হারায় -
সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে,
হাজার লোকের ভীড়ে দাঁড়িয়ে ।
একদিন যেও না হারিয়ে -
জীবন যেখানে হাত বাড়িয়ে।
যে জীবনস্বপ্নের ছবি আঁকি,
যে জীবনস্বপ্নের সুগন্ধি মাখি,
তারি সীমানাটুকু ছাড়িয়ে -
হাজার লোকের ভীড়ে দাঁড়িয়ে ।।

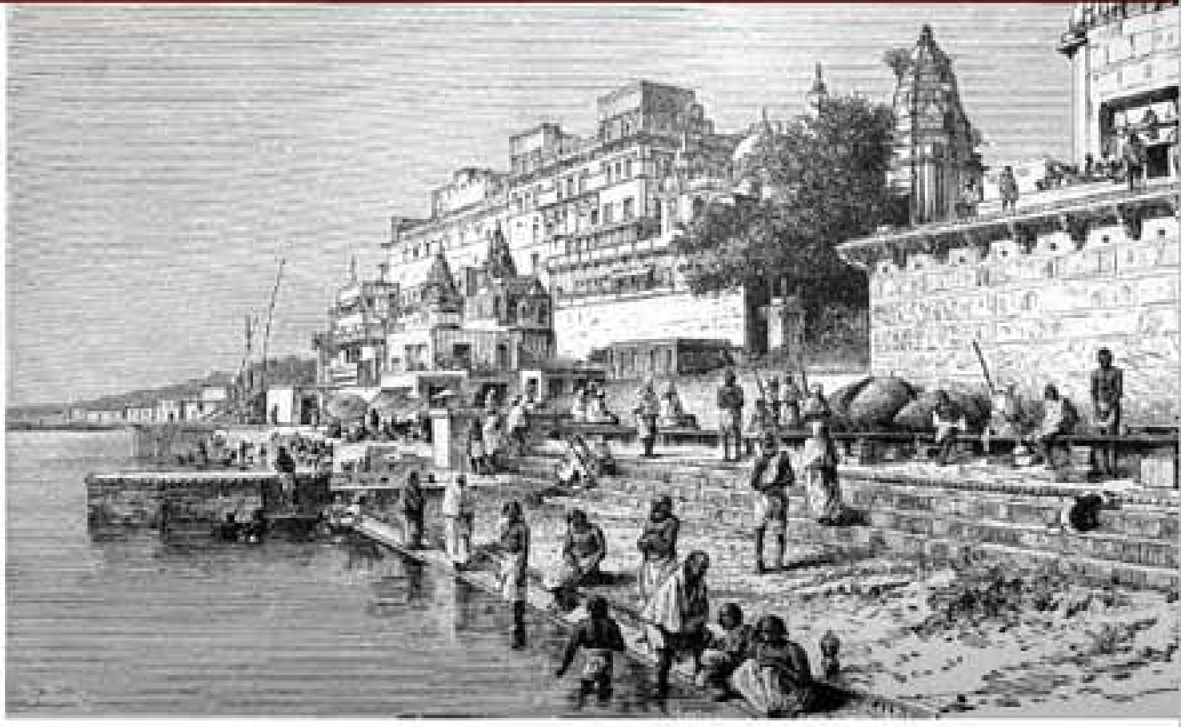

মাথা নিচু

রবীন্দ্র চক্রবর্তী, আটলান্টা

গঙ্গার তীর, কাঠের কুটির সুন্দরানন্দ স্বামী -
গঙ্গোত্রীর বহু যাত্রীর কেউ কেউ আসে থামি।
দুয়ার কপাট, নয়কো বিরাট, একটু ঝুঁকিয়ে মাথা
প্রবেশের পরে, বসবার তরে আসন রয়েছে পাতা।
স্নিগ্ধ নয়ন, শুভ্র বসন, আশ্বাস ভরা হাসি,
অবারিত দ্বার, আসবার যার, প্রণাম করে সে আসি -
তটিনী গঙ্গা, নটিনি রঙ্গা, দুরন্ত বেগে ধায়
জলের শব্দ, করেছে জব্দ, কথা শোনা সেখা দায়।
কেউ করে গান, কেউ করে দান, কেউ চায় উত্তর,
সাধুবাবা কয়, "শোন মহাশয়, ঠিকে লেগে আছে তোর?
এসেছিস একা, যাবি চলে একা, এই কথা মনে রাখ -
যে আনন্দরবে, এসেছিলি ভবে, সে আনন্দে তুই থাক।"
আজ এসেছেন, ধনপতি সেন, আদপে আমেরিকান -
বিজনেস ডিল, হয়েছে জটিল, বাবার আশিস চান।
প্রণামের পরে, পায়ের ওপরে রাখলেন চেকখানা,
এক লাখ টাকা, নেই আঁকা ব্যাঁকা, নিচে তাঁর সই টানা।
চেকখানা মুড়ে, সাধু দেন ছুঁড়ে, দূরে গঙ্গার জলে,
রাগে রক্তিম, স্পর্ধা অসীম, সেন মহাশয় বলে।
অপমানে সেন, উঠতে যাবেন, সাধু কন "সাবধান,
মাথা কর নিচু, রবে মাথা উঁচু, নইলে অসম্মান।

www.baga.net

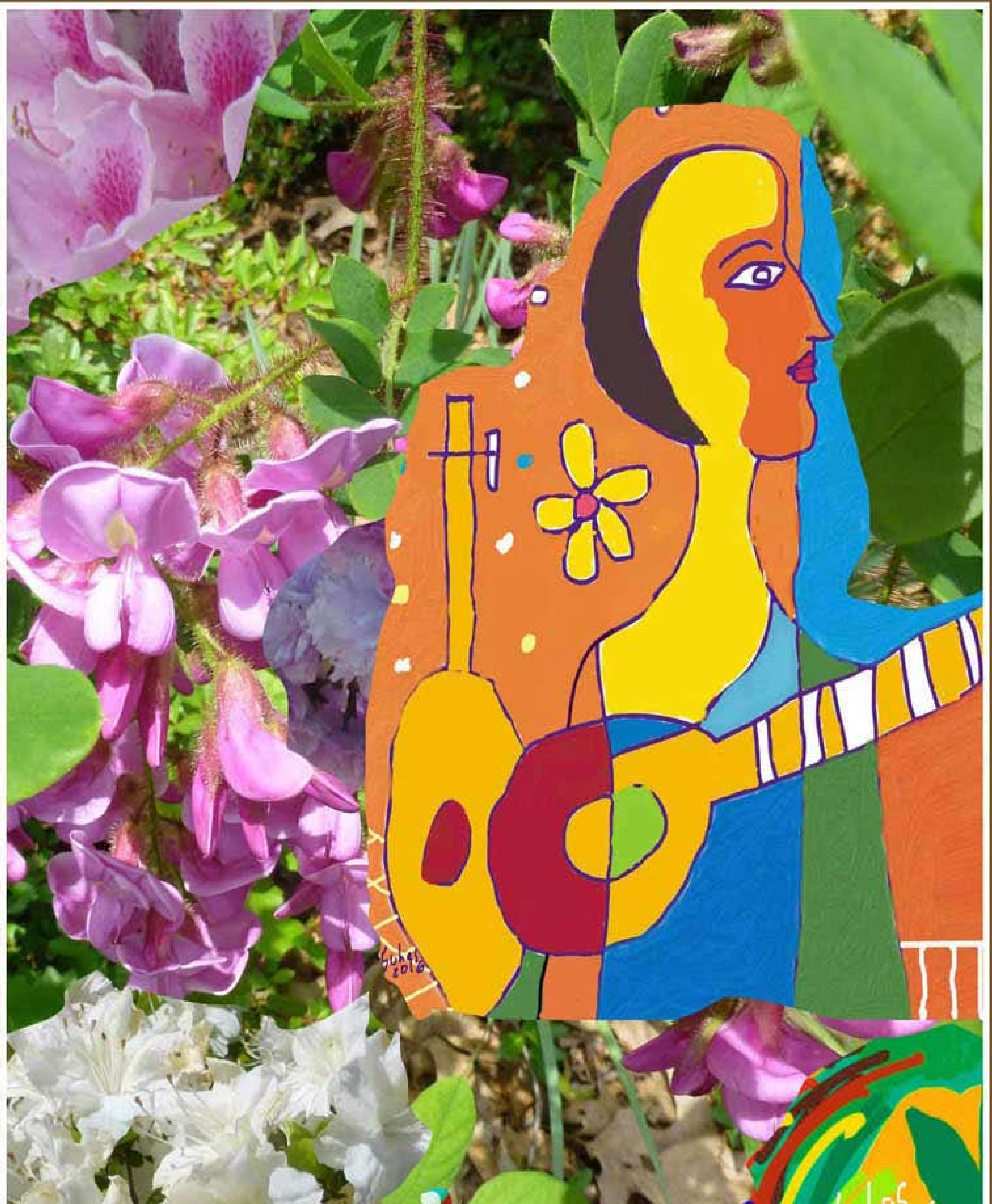

Suhas Sengupta

STARBUCKS COFFEE
Sharadiya Shubhechha to BAGA Community
Starbucks
2135 Briarcliff Rd NE, Atlanta, GA 30329
(404) 320-0248

#1 Indian Vegetarian Restaurant in Atlanta!
Chat Patti
Indian Vegetarian Restaurant
Celebrating 23 years!
New Location,
Expanded Menu,
Sparkling Facility!
New Dishes Every Week!
1707 Church Street Ste C-7 (Patel Plaza)
Decatur, GA 30033
Tues-Thurs: 11.30 am to 9.30 pm
Fri-Sun: 11.30 am to 10.00 pm (Monday Closed)
404-633-5595
Chinese Dosa
All Sweets
$4.99/lb

PURNIMA
Bangladeshi Cuisine
www.purnimabangladeshi.com
We Deliver Up to 12 miles
• Bangladesh Macher Jhol • Goat Halim
• Quail Meet
Mon -Tue: 4PM-11PM
Wed: Closed
Thu: 4PM-11Pm
Fri: 5PM-11PM
Sat-Sun: 1PM-11Pm
Last Order 11:30PM
4646-A Buford Hwy, NE, Atlanta, GA 30341
purnimabangla@yahoo.com
770-609-8587

Pranab Lahiri

President Carter
Plains-GA

We had visited Plains, Georgia – the hometown of President Jimmy Carter shortly after he left office in 1981.It was a very brief visit and the memory had faded. My admiration and respect had grown immensely over the years for all he had done for humanity since leaving office.

Recently he survived brain cancer and is still very active at the age of 91. Quite often he teaches Sunday school at his church in Plains. From the website of the Maranatha Baptist Church, Plains. I found that he is scheduled to teach Sunday school on July 10, 2016 which was a convenient date for a couple of our friends and us to visit Plains. We were excited to see and listen to the great man from close quarters.

Plains is a very small town in Sumter County in south Georgia and according to the latest census of 2010 has a population of 776. President Carter was born there and his family were Peanut farmers. He went to school there and met his wife Rosalynn there. President and Mrs. Carter have been married for 70 years. They still live most of the time in Plains.

On Saturday July 9, we drove to Americus, Georgia, which is the nearest town to Plains with several motels and restaurants. We checked into the motel we had booked. After a short rest, a ten-minute drive took us to Plains and we drove round to familiarize ourselves with the locations of the historical sights. We particularly enjoyed a large statue in the form of a peanut. The peanut had an open mouth with the famous beaming smile of President Carter. In the evening we had a long 'adda' and dinner before going to bed.

We had to get up early on Sunday morning as we were advised to get to the Church before 7:30 AM when the doors opened to find available seats. We quickly got ready, had breakfast and at the church found quite a crowd waiting to get in. We stood in the line and had to go through security check by the secret service agents. Fortunately we were able to find seats in the main hall where the service and Sunday school was being held. After the main hall was filled up, others were seated in another room with a large screen. The church welcomed us and all of the 400 visitors were seated. The next couple of hours were spent by instructions to us for do's and don'ts by very nice and friendly church volunteers. They also told us stories such as that if a door of the church needs a small repair, they call the former President who comes with his tools and fixes the problem. Rosalynn Carter often mows the church lawn and

regularly delivers food to elderly shut-ins.

At exactly 10:00 AM, the appointed time, President Carter arrived and greeted all of us warmly. For the next 45 minutes he was on his feet, often walking through the passageway between the rows of seats. It was an incredible experience to hear a man who continues to be so humble after occupying the most powerful office in the world. He was respectful to everyone. The parents of our friends were visiting from India received a welcoming smile from the former President. The pastor who is a young man then held his service. At exactly noon, President and Mrs. Carter gave all of us an opportunity to be photographed with them. Each couple or family got their turn in an orderly manner. Bimala and I had our picture taken with the Carters which is a prized possession.

The afternoon was spent going round and seeing the historic sites. The school where the Carters went is now a museum covering all the interesting aspects of his life. This and other historic sites in Plains are now taken care of by the National Park Service which does an excellent job. We visited the Train Depot that served as the Presidential campaign headquarters – such a humble beginning of a historic campaign. Carter's political career began as a member of the local school board and then he served in the state legislature. He was elected Governor of Georgia in spite of his liberal views in a largely segregated southern state. We also visited the modest boyhood home and the family farm. Among other sites we went to are the defunct gas station run by the President's brother, Billy and the peanut store.

This was a memorable visit and we returned to Atlanta in the evening with joy and a renewed faith in humanity. What President Carter has done is to help millions of people all over the world by helping in eradicating

diseases and fighting oppression. He is my living beacon of light. I would highly recommend a visit to Plains, GA. The Carter Center in Atlanta is also an interesting place to visit to see the exhibits. The Carter Center also holds many programs related to the work being done by the Center and talks are given by the doctors and distinguished speakers who have worked for the Carter Center around the Globe.

Poona

Indian Restaurant

3665 Club Drive
Duluth GA -30096
P: 770-717-9559
F- 770-717-9558
www.PoonaRestaurant.com

Weekdays Lunch Buffet $7.95 || Weekends Lunch Buffet - $9.95

Dine In | Take Out | Catering | Banquet

Poona Indian Restaurant

$5 off

dinner purchase of $25 or more

3665 Club Dr, Duluth, GA -30096
Ph: 770-717-9559
www.PoonaRestaurant.com

Bob Yang Realty Inc.
Residential & Commercial Real Estate Services

Ruma M. Hawkins (Broker Assistant)
Your referral is the best complement I can earn
1759 Maybell Trail, Lawrenceville, GA 30044
Mobile: 678-754-3487 guiden.hawkins@gmail.com
www.bobyangrealty.com

Sharadiya Shubhechha to Everyone

Badal & Poly Roy Family

NorthFultonENT
EAR, NOSE & THROAT ASSOCIATES

Your Solution for Better HEARING, SINUS and SLEEP Health

DID YOU KNOW... Research links untreated hearing loss to significant health issues. Get your hearing tested!

Our ENT physicians partner with our Doctoral-level audiologists to provide treatment for each patient's medical and hearing health needs.

SPECIAL HEARING OFFERS!
(770) 282-3990

- **FREE** Hearing Screening
- **FREE** ear exam to check for wax buildup
- **FREE** hearing aid demonstration
- **FREE** pack of batteries with purchase

Offers expire 12/17/18

Sunny Singh Khichi, M.D.

Dr. Khichi specializes in head and neck cancer, sleep disorders, allergy, nasal and sinus disease, voice, hearing and balance disorders, and swallowing in both children and adults. Dr. Khichi is accepting new patients now!

Two Convenient Locations:

ROSWELL	CUMMING
2500 Hospital Boulevard, Suite 450	950 Sanders Rd.
Roswell, GA 30076	Cumming, GA 30041

NorthFultonENT
EAR, NOSE & THROAT ASSOCIATES

northfultonent.com

northfultonent

Call (770) 282-3990

© 2015 SMPN. All Rights Reserved. 11/15 40663-15

শব্দকল্পদ্রুম

অনিল চক্রবর্ত্তী, আটলান্টা

সেই আদিম যুগ থেকে মানুষ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই যোগাযোগের নানা উপায় বের করেছে। এ ব্যাপারে প্রথম দিকের ইতিহাস খানিকটা ধূসর। তবে সাধারণ ধারণা যে হাতের সংকেত, মুখের ভঙ্গিমা ও প্রকৃতিদত্ত নানারকম শব্দ প্রয়োগ, ইত্যাদি দিয়েই এর শুরু। তারপর নিজেদের প্রয়োজনেই মানুষ আবিষ্কার করে মৌখিক ও লিখিত ভাষা। যতদিন শুধু মুখের কথা দিয়ে কাজ চলে যেত ততদিন বিশেষ সমস্যা ছিল না। সমস্যা শুরু হল যবে থেকে লিখিত ভাষা দিয়ে মুখের কথাটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হল।

আমাদের যোগাযোগের প্রধান তিন বাহন হচ্ছে মৌখিক, লিখিত এবং সাংকেতিক ভাষা। আমার এই লেখাটার বিষয়বস্তু হচ্ছে বাংলা ও ইংরাজীর মৌখিক এবং লিখিত ভাষার মধ্যের মজাদার অসঙ্গতি।। যে কোন ভাষাই তৈরী হয় শব্দের মাধ্যমে। আর বর্ণের পর বর্ন জুড়ে তৈরী হয় এক একটা শব্দ। লিখিত ভাষার শব্দকে মুখের ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে যে বিপদে পড়ি তার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি এই রচনায়।

আমাদের মত প্রথম প্রজন্মের বেশীর ভাগেরই ইংরাজী শিক্ষা হয়েছে পশ্চিম বাংলার দেশী স্কুলে যেখানে ইংরাজী ভাষী লোকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোন সুযোগই ছিল না। তার ফলে আমরা স্কুলে বা কলেজে মাষ্টারমশাইদের কাছ থেকে ইংরাজীর উচ্চারণ যা শুনেছি তাই শিখেছি। এখনও যে অনেকে 'is' বা 'honest' শব্দ দুটোকে 'ইজ্' বা 'হনেষ্ট' বলে উচ্চারণ করে, সেটা এই শিক্ষারই ফল।

আমাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই - ইংরাজী ভাষাটাও কিন্তু বেশ গণ্ডগোলের। এ ভাষায় তো বাংলার মত বারোটা স্বরবর্ণ আর চল্লিশটা ব্যাঞ্জনবর্ণ নেই। যে কোন শব্দকেই প্রকাশ করতে হবে পাঁচটা স্বরবর্ণ আর ছাব্বিশটা ব্যাঞ্জনবর্ণের মাধ্যমে। এ ছাড়া, বাংলাভাষা আর একটা ব্যাপারেও ইংরাজীকে টেক্কা দিয়েছে - দুটো, এমনকি তিনটে, ব্যাঞ্জনবর্ণের একে আরেকের পিঠে চড়ে উচ্চারণের মোড় ঘুরিয়ে দেবার কেরামতি পাওয়া যাবে না ওই ভাষায়। বর্ণের এই অপ্রতুলতার জন্য কি না জানি না, ভাষাটাকে বেশ কিছু নিয়মের বাঁধনে বাঁধা হয়েছে - উচ্চারণের পথনির্দেশিকা রূপে। যেমন, 'tion' যদি কোন শব্দের শেষে থাকে, তার উচ্চারণ হবে 'সান্' অথবা 'শন্' - উচ্চারণে; 't' এর টিকিরও সন্ধানও পাওয়া যাবে না এখানে। কিন্তু এই নিয়মের ভিত্তিতে যদি

www.baga.net

কোন 'sion'-অন্তিক কোন শব্দকে 'tion' দিয়ে বানান করা যায় তাহলেই হবে বানান ভুলের বিপত্তি। আবার অনেক শব্দ রয়েছে যারা মনে হয় বিদ্রোহী, নিয়মের বাঁধনে এদের বাঁধা যায় নি। যেমন ধরুন, 'poor' কথাটা; এর উচ্চারণ তো আমরা সবাই জানি 'পুওর' বলে। তাই বলে 'door' কে কি 'ডুওর' বলবেন? তা তো হবার নয়, সেটা হবে 'ডোর'। এরই রকমফের পাওয়া যাবে 'put' আর 'but' শব্দ দুটোর উচ্চারণে। এ তো গেল হয়ত পরিমাণ মত স্বরবর্ণ না থাকার জন্য। 'Angry' এর 'অ্যাং' উচ্চারণের কোন প্রতিধ্বনি কি শোনা যায় 'danger' শব্দটায়? অথচ দুটো কথার মধ্যে ফারাক মাত্র একটা 'd' এর। এই রকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেত - তাতে লেখাটার পরিধিই শুধু যেত বেড়ে। ইংরাজীভাষার নিয়মের এই মাৎস্যন্যায় বোঝাতে জর্জ বার্ণাড় শ লিখেছিলেন 'ghoti' কে যদি উনি 'fish' বলে বানান করেন তাহলে সেটাকে ভুল বলা যাবে না। কারণ, 'rough' শব্দে 'gh' উচ্চারণে 'f', 'women' এ 'o' হচ্ছে 'i' এবং 'nation' এ ''ti' হোল 'sh' - আর এ সবই ব্যাকরণ অনুসারী।

এবার আ মরি বাংলা ভাষা! ভেবেছিলাম অত গুলো স্বর ও ব্যাঞ্জন বর্ণ যখন রয়েছে আর তার ওপরে পড়েছে যুক্তাক্ষরের প্রলেপ, তখন বাংলা কথার উচ্চারণ চলবে একেবারে সোজা পথে ব্যাকরণের নিয়ম মেনে। তা কি হবার উপায় আছে - তা হলে তো পণ্ডিতদের অন্ন যাবে ঘুচে! বাংলায় স্বরবর্ণের কার্পণ্য তাঁরা রাখেননি ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে এসে গেছে 'ই'কার, 'ঈ'কার, 'উ'কার আর 'ঊ" কারের রেষারেষি। শব্দের উচ্চারণে এই সমধ্বন্যাত্মক বর্ণের প্রভেদ ধরতে হলে চাই সঙ্গীতজ্ঞের কান। বুঝতে না পেরে ভুল লিখে কত বার যে পণ্ডিতমশায়ের কর্ণ মর্দণ সহ্য করেছি তার আর ইয়ত্তা নেই। আর 'ঌ' ব্যবহার হয়েছে এমন কটা শব্দ আমরা জানি!

ব্যাঞ্জনবর্ণেতে গিয়ে যে রেহাই পাবেন তারও উপায় নেই। সেখানে আছে দুই 'ন' এর বিপদ। কোথায় কোনটার প্রয়োগ হবে তার একটা নিয়মের কথা পড়েছি ছোটবেলায় - লেখার সময় সেটা কিন্তু সব সময় মনে পড়ে না। তার ওপরে আছে 'ব' এর আধিক্য।এই 'ব' কিরকম বিপদ টেনে আনে দেখা যাক - উজ্জ্বলের বানানে 'ব' এর লেজুড়টা শব্দটার ঊজ্জ্বলতা কি কিছু মাত্র বাড়িয়েছে? অথবা লক্ষ্মীর 'ম' টা বাদ দিলে কি সত্যই লক্ষ্মীছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

দুই ভাষার এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে এটাই বোঝা গেল যে যিনি বলেছিলেন, "শতং বদ মা লিখ" তিনি কি খেয়াল করেছিলেন, বলা থেকে লেখা বা লেখা থেকে বলার মধ্যে এক দুস্তর পারাবার আছে! এটুকু শুধু বলা যেতে পারে যে দুটো ভাষার ব্যাপারেই নির্ভুল হতে গেলে নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তিওরও প্রয়োজন। একটা বিষয়ে অবশ্য দুটো ভাষার মিল আরও বিপদের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। সংস্কৃত, হিন্দী বা জার্মান ভাষার মত লিঙ্গভেদে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তন হয় না এ দুটো ভাষার কোনটাতেই। তা না হলে জড় পদার্থেরও লিঙ্গ মনে রাখতে হোতো!

www.baga.net

Since 1983

CHERIANS

INTERNATIONAL GROCERIES

Huge Selection Of Indo-Pak-Bangla Groceries,
Fresh Vegetables, Fresh Snacks, Fresh Sweets,
Ayurvedic Medicines, Luggage,
Cookware & Hard To Find Specialities!

Atlanta - Decatur:
751 Dekalb Industrial Way,
Decatur, GA 30033
Tel: 404-299-0842

Alpharetta - Cumming:
2255 Peachtree Parkway,
Cumming, GA 30041
Tel: 770-888-4141

The Workaholic Soul

Tapan Das, Hyderabad, India

It was September and the autumnal breeze had not yet begun to soothe the dry climate of Hyderabad. Still, weather notwithstanding, people were already beginning to get into the festive mood especially for the Durga Puja and Navaratri, preparing to step into their dancing shoes. A galore of festivals was set to arrive in the following weeks, promising to wash away the drudgery of everyday life. One such morning, I came across a small piece of news that drew a sigh of sadness mixed with acceptance of what is inevitable - the closure of telegram services conducted by the Indian Postal Department soon.

You can hardly wonder why, given the age of universal instant communication we are in; still, I felt a pang of sadness at the demise (though not untimely) of the telegram. It was almost like bidding goodbye to a part of my childhood. I still remember telegrams from relatives on various occasions, which mostly conveyed the welcoming news of their visits during puja vacations: ARRIVING SASTI AT 0430. COROMANDEL EXPRESS. BULU MAMA. At times, they brought in disappointing news too: LEAVE REJECTED. CAN'T ATTEND WEDDING. LETTER FOLLOWS. Or, even more foreboding: DADU SUFFERED HEART ATTACK. HOSPITALIZED. Whatever it was, I still remember the thump in my heart when the postman called out 'telegram!' on quiet, lazy afternoons. Unlike letters, telegrams contained an inherent urgency in them. I even remember that my mother would often say a quick short prayer under her breath before opening the telegram, wishing that the news contained would not turn out to be a bad one.

Our postman here in Hyderabad, whom I have known for over two decades now, came to my mind too. An enigmatic character, whose appearance and eccentricities often reminded me of characters played by the veteran actor Keshto in Hrishikesh Mukherjee's films. His name is Rajan, and he is always high on alcohol, even in broad daylight and on active duty! But never have we seen him misbehave because of this peculiar habit and to the contrary, the red waters actually put him at his best! When sober, he would be silent and depressed and not

www.baga.net

even recognize anyone. Unable to blame the boozing habit for domestic or professional problems or troubles—because there were no booze-related troubles that he created—his family finally came to terms with this abnormal 'normal' and allowed him to drink at home after he got back from work. After drinking he would become a doting father to his children and the best husband for his wife and a great friend for everybody else.

He was excessively fond of four things: 'the Indian flag', 'his motherland,' 'the news on TV,'and 'the killer & mystery programmes' and of course, his elixir: booze. "That Davy fellow Kim has to be hanged till death and Bleach too. How dare our government set that traitor free?' 'Don't think we, the public, don't know what's going on with the arms galore and who all are pulling the strings! Hah! Mark my words!' He would muse when watching the news on the 'Purulia arms drop case' and debates on the incident. His family and neighbours did not bother to engage in discussions on these issues with him and just considered these drink talk. He was equally fond of the TV serial 'Saabdhan India.' While watching similar programmes like 'CID' or 'India's most wanted,' he would become over-enthusiastic to act like a sleuth and solve the cases. He would also drink more during the programme, to aid his detective mind and sharpen his sleuthing intuition. As the drama unfolded on TV, he would muse aloud on his own suspicions and conclusions. Often, his wife would hear jubilant cries of 'hah! I told you so!' 'Well, I got that BEFORE you, ACP Pradyuman!' 'Why am I in postal service, I wonder! Someone give me a job in the police department.' This was our Rajan. His wife, who worked at our local grocery store, would relate these little quips and anecdotes and we would smile in affectionate indulgence at the eccentric postman.

As people have stopped writing letters the postal department was going through a harrowing time. Very few telegrams were exchanged too. A workaholic sitting without work was pathetic. When he had no delivery duty, Rajan would sometimes open the drawer labelled 'undelivered' to pass time and pick up a few mails and telegrams that had not been delivered earlier due to incorrect address or illegible writing, in the benevolent aim of trying to do justice to a few. If any feet can be found pounding through slush and monsoon rain it would be none other than Rajan. He was just not an individual; he represented a tribe of messengers, almost like the earlier avatars of the modern postman: the runners. He was one who would see for himself the emotions that the post could elicit: happiness, excitement, relief, and sorrow. He almost took personal pride in being a messenger, a job he considered much more meaningful than just a salaried postal delivery man. Sometimes people would call him inside and offer him sweets or would force a currency note into his pocket to thank him for the good news he might have had brought. He liked being a part of the community service and at the same time, a part of these people's personal stories and moments. At times he would also be rebuked as well, by the permanently scowling ill-tempered ones, for bringing in letters late.

At home his wife Geetamma was upset that she could not find potential grooms for their daughter, as the entire community knew that her husband was an alcoholic. It was as if he was the most insecure postman. Whatever the season may be, he would carry his trademark shabby black umbrella with several spokes coming out, and an old plastic carry bag which had long lost its glamour but spoke of ages of experience and now waiting for retirement.

One day, Rajan was in a very jovial mood as it was his marriage anniversary and some guests were expected at his place from Khammam, who would also bring in some contacts for his daughter's marriage. He had his dose of booze early, so he would not smell in the evening but still be at his very celebratory best. That day, he had two telegrams to be delivered, a few letters and one of the telegrams was being returned to the sender as the address in Kolkata could not be located. And a few small parcels too. He had almost completed the day's work and just one telegram and two letters were to be delivered near the Indira Park area. He was unable to locate the street number there and was getting impatient. It read "Mr. Paul Dev IS, Indra Park 3-6-787. AM tron Marg, Hyderabad 500029." No one could locate the address. Exhausted and irritated, Rajan sat on a pavement near the park, trying to calm his mind. He quickly retrieved his nip bottle from under his shirt and took a few quick swigs raw, hoping the drink would give him some idea as to what to do with this undeliverable telegram. Suddenly he saw a few weird looking people loitering there, appearing suspicious. One was an Anglo-Indian and the other two were some foreigners, perhaps of African origin. In a flash, the face of probably Kim Davis came to his mind, as seen on TV. 'Didn't he look exactly like this one in the middle?' Rajan frowned and tried to have a better look. May be he was wrong. They had two large suitcases in their hands. He did not like their looks and was feeling uncomfortable. His sixth sense, sharpened by years of viewing mystery serials and armchair sleuthing, perked up.

Suddenly one of them approached him. Putting out a white piece of paper towards him, the stranger asked in an awkward tone : 'Where is AMtron Mission?'. He took the paper from the stranger to have a look. What he saw stunned him. It also read 'Davis 3-6-787, AMtron Mission, near Gun F.' what was this supposed to mean? He scratched his head but immediately felt that something was very wrong. Was he in a real mystery after all? Anyway, he nodded his head and shrugged his shoulders. They sped off in an auto. But though they were gone, Rajan's mind raced. Several suspicious possibilities cropped up to his mind. He looked at the telegram address again, the one in his hand. AM tron is written here also. Is there a link somewhere? While going through the address he somehow saw the message in the telegram. He was shocked and stunned. It read....
'D MA READY NAKED SEND SAALA SAAJ ARMS DROP AT MISSION '- GUN IN PAL.
The words 'Arms drop,' 'Mission', 'Gun' 'Naked,' 'Ready' were really too much for him. He began to think. Definitely something wrong was going to happen...some mission is to be accomplished, he murmured, and 'I have to do something.' He felt a surge of panic and

www.baga.net

excitement down his spine. 'O my god, I'm actually in a CID plot!' 'Is someone planning a bomb blast? Are these words some secret code?' he asked himself. Is the GUN foundry the target or maybe some family park nearby? He immediately went to a nearby photocopy center and copied the telegram and headed for office. He wanted to discuss this with his head postmaster. With determined strides and focused mind, he sped off to his office.

When he showed the telegram to his boss and asked him for his opinion on the obviously suspicious content, his boss waved him off, pouring cold water on his burning sleuthing instinct: 'Why should I read between the lines? Someone might be ready, naked, etc., etc. What it is to you? Let him fire his GUN anywhere; why are you worried? Just go home,' retorted the postmaster, familiar with Rajan's eccentric ways.

Rajan, however, did not think twice and headed to the police station right away. When he reported the whole incident, the officer-in-charge looked at him quizzically, but did not really dismiss him or his worries. You could never say, these days! Who was planning what and how!' the officer thought to himself. Rajan also mentioned the Anglo-Indian and the two African-descent foreigners with him. The police department swung into action. 'It seems that Dasara was around the corner and some elements were up to something sinister,' quipped the officer. A red alert was about to be declared. Rajan was thrilled being part of a team which was going to unearth the sabotage. Police jeeps were almost ready for the mission. Suddenly they get a call from the post office saying another big parcel had arrived for a similar address. This time a land line number was also written on the parcel. It was a large and heavy parcel sent by speed post. Immediately, the police sprung to action. The team asked the postmaster not to touch it. The police, along with Rajan, rushed to the spot. There the police team saw the big parcel. Turning to the postmaster, the inspector asked him to call the number given and ask the person to arrive at the post office to get the parcel—a trap to catch the person red handed, guessed Rajan. "Sorry but I have already informed the person and he is on his way to collect it," said the postmaster.

Now the wait began. Officers hid nearby. After a little wait they saw a middle-aged person in weird and shabby clothes speaking broken Hindi mixed with English and Bangla: 'Amar naam Gunin Pal hai...hamara parcel aya Kolkata se? Hum ko phone kiya post opis se?' The police slowly emerged from behind and surrounded him.
–'Kawn hai tum?'
–'Ami, mane...my name saarr.. Gunin Pal hai?
– Kya karta tum ?...Painter hai...mane protima sculptor.'
–'Tum yeh telegram bheja tha jo wapas aya?'
–'Hein ami bheja tha kintu ... bapos aya kyun, Saarr?'
–'Tum is mein kya likha tha'?

www.baga.net

Shivering non-stop, he slowly said that he was an idol maker from Kumartuli, Kolkata, named Gunin Pal. As the idol of MA DURGA was READY and 'NAKED' he was waiting for the 'Sola saaj' or 'Daker Saaz,'meaning decorative items, clothes and the astras or 'Arms' to reach him at the Ramakrishna Mission, Amontron address, as D MA or 'Durga Ma' was almost ready. Now it slowly dawned on the police, the whole story. Pal dada's super abbreviated English and abrupt spaces and punctuation seemed to have been the root of this fiasco. Maybe Rajan's over-indulgence with 'Saavdhan India' also was a cause.

The Inspector, after checking the content of the parcel and indeed finding harmless decorative pieces, let the man go. He declared: "Still, I will award Rajan for his actions because he was alert and did not hesitate to approach the police. I don't mind that we went on a wild goose chase for a brief while and we are glad that this turned out to be a non-issue. But it MAY have been something serious!"

But where was Rajan? He seemed to have slipped out while the officer was singing his praises. Or - may be, in search of a 'real' mystery this time. After all, years of dedicated viewership of 'Saavdhan India' and 'CID' could not go waste! Suddenly there was a sharp nudge: "Get up Rajan"— Geetamma was yelling, standing near his bed with a cup of tea. "It is morning and you have to go to Khammam to meet the boy's parents today. Your boozing habit almost dissuaded the boy's family, but by God's grace they have at last agreed for the wedding"... "Oh man!!" exclaimed Rajan, rubbing his eyes. "Was it a dream then?"
I smiled to myself when I heard of his dream on this latest incident from Rajan. For this one he was a 'Bhanu goyenda,' but I was sure with time he would turn out to be a real 'satyanweshi Byomkesh.'

www.baga.net

Free Entry!

Free Parking!

15th Annual GLOBAL MELA

at

Global MALL

Saturday & Sunday
October 8th & 9th

Come Enjoy the best carnival in town with...
FREE Snacks,Inflatables, and Prizes!
FREE Magic Shows and Cultural Program!
FREE Face Painters and Balloon Art!
Tons of Shopping and Fashion shows!
...and many more fun filled activities!

Rent a Booth! Email globalmela@amsglobalmall.com
For more information, visit amsglobalmall.com

5675 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30071 770.416.1111 www.amsglobalmall.com

উত্তমকুমার - আমার প্রণাম

রঞ্জিৎ মল্লিক, কলকাতা

উত্তমকুমার। একটি নাম যা এখনও প্রতিটি বাঙালিকে নস্ট্যালজিক করে তোলে। তিনি চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে ছত্রিশ বছরের-ও বেশি আগে। তবুও এখনও তাঁর ছবি কি ছোট পর্দায়, কি বড় পর্দায় দেখানো হলেই দলে দলে লোকেরা ভীড় করেন দেখার জন্যে।

www.baga.net

আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় হয় সত্তরের দশকের প্রথম দিকে। আমার 'ইন্টারভিউ' ছবিটা মুক্তি পাবার পর এক পরিচালক আমাকে সঙ্গে করে তাঁর কাছে তাঁর বাড়ি নিয়ে যান দুজনের একসঙ্গে একটা ছবি করার প্রস্তাব দিয়ে । দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ছবিটা কোনদিন হয়ে ওঠে নি। তবে তারপর থেকে আমরা দুজনে পাঁচটি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছি। তার বেশির ভাগ ছবিই অসাধারণ সফল হয়েছিল বাণিজ্যিক ভাবে।

www.baga.net

প্রথম ছবিটি ছিল 'মৌচাক'। সবাই এখনও এই ছবিটির কথা মনে রেখেছেন। ১৯৭৫-এ তৈরি হয় এই ছবি। উনি চলে গেলেন আশি সালে। এই ৭৫ থেকে আশির মধ্যে আমরা একসঙ্গে করেছি 'বহ্নিশিখা' (১৯৭৬), 'শ্রীকান্তের উইল'(১৯৭৯), 'দুই পৃথিবী' (১৯৮০) এবং শেষ ছবি 'ওগো বধূ সুন্দরী' (১৯৮০)।

দাদার কথা উঠলে এত স্মৃতি মনে ভীড় করে যে কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা বলব তা স্থির করা মুস্কিল হয়। তিনি ছিলেন সকালের 'দাদা'। তাঁর বড় মনের পরিচয় কতবার পেয়েছি - সবার সঙ্গে এমনভাবে

যেন তিনি তাঁর আত্মীয়। কলাকুশলীদের বাড়ির সকলে কেমন আছে উনি প্রতিনিয়ত খোঁজ রাখতেন। কারও মা, বাবা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে অসুস্থ হয়েছে জানলে তাদের ডেকে আলাদা ভাবে আর্থিক সাহায্য করতেন। কতদিন কতবার দেখেছি উনি পরিচালকদের বলছেন, 'অমুককে কাজ দিন, ওর সময়টা ভাল যাচ্ছে না ইদানিং', তা বলে শেষ করা যাবে না। সেই কথা শুনে পরিচালকরাও যথাসাধ্য করতেন সেই সমস্ত কলাকুশলীদের জন্যে। আর উত্তমকুমার বলছেন যখন সেই কথা ফেলার সাধ্য তো কারও ছিল না, ইন্ডাস্ট্রিটা তিনি একাই টেনে নিয়ে যেতেন।

আমি ভাগ্যবান যে তাঁর শেষ ছবি 'ওগো বধূ সুন্দরী'-তে আমি ছিলাম। ছত্রিশ বছর হয়ে গেল তিনি নেই, তবুও তিনি আছেন, তাঁর উপস্থিতিতে ভীষণ ভাবে বাংলা ছবিতে রয়েছে।

আজ তিনি থাকলে তাঁর নব্বই বছর হত। এই শুভক্ষণে আপনাদের সঙ্গে আমিও তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। আপনাদের এই শুভ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্যে।

www.baga.net

Atlanta Dental Arts

Dr. Myles Williams, D.D.S

2166 Lavista Rd NE
Atlanta, GA 30329

(404) 872-4455
www.atlantadentalarts.com

invisalign
The Clear Alternative to Braces

ADA

Arakan Wireless LLC

Mohammad Shoeefiq
M: 470-313-2804
Email: mshoeefiq@gmail.com

* New & Used Phone Sale * Buy/Sell/Trade
* Payments *Accessories * No Contract
* Unlimited Prepaid Plans * Call The World for Less

1709 Church St. Suite F Decatur GA 30033

BENGAL STORE & HALAL MEAT, INC

We sell all kinds of Bangladeshi, Indian, Pakistani and African Groceries, Certified Hand Cut Halal Meats, Fish, Sweets, etc.

2475 Chamblee Tucker Rd #D
Chamblee, GA 30341
Tel: 770-986-4111
Fax: 770-986-0107

535 Indian Trail Rd
Lilburn, GA 30047
Tel: 770-638-1666

Email: bengalstore1@yahoo.com

New & Bigger Store at Chamblee Location

© 2016
Puja Sale: 10% OFF
On All Items from 10/01 - 10/15
Happy Durga Puja
সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা
এখানে বাংলাদেশী ও ভারতীয় উন্নতমানের
নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, পূজা সামগ্রী মাছ ও
মাংস সুলভ মুল্যে বিক্রয় করা হয়।
খাদ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্বাবদানে
পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও জীবানুমুক্ত ভাবে
মাছ, মাংস কেটে দেওয়া হয়।
♦Bengali Food Catering ♦Money Transfer
DEB's GROCERIES
5944 Buford Highway, Doraville, GA 30340
Hours: Mon-Sat: 10am-10pm & Sunday: 11am-10pm
(770) 455 - 3790

Al-Amin
Halal
SUPER MARKET
& Restaurant
5466 Buford Hwy, Doraville, GA 30340
Next to QT, corner of Buford Hwy & 285
Grocery
470-375-4071
Restaurant
470-375-4078

উত্তমকুমার

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা

কোন এক সময়ে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করে, একের পর এক ধাক্কা খেয়ে, কোনঠাসা হতে হতে একজন অভিনেতা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "I will go to the top, the top, the top!" জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছোনোর পর এক বিশ্ববরেণ্য পরিচালক তাঁর চলচ্চিত্রে সেই অভিনেতার মুখে সংলাপ বসালেন – "শালার public, whimsical, শালাদের steamroller চালিয়ে flat করে দিতে পারলে ......!" অভিনেতাটি বাধ্য ছাত্রের মত সংলাপটি বললেন, এবং 'নায়ক' থেকে হয়ে উঠলেন 'মহানায়ক'। সেই publicই তাদের মনের মণিকোঠায় চিরকালের মত 'বন্দী' করল। তিনিই অরুণ, তিনিই অরূপ, তিনিই উত্তম।

শুনেছি কোন এক সময় আমাদের বাংলা চলচ্চিত্র জগতের কিছু মানুষ উত্তমকুমারকে flop master উপাধি দিয়েছিলেন। জনৈক দর্শক তাঁকে sodaর বোতল ছুঁড়ে মেরেছিলেন, জনৈক চিত্র সমালোচক লিখেছিলেন – ইংরেজরা ভারত ছেড়েছিল cinema-য় উত্তমকুমারের English dialogue শুনে! এরা কারা আমি জানি না, জানতেও চাই না। 'সন্ন্যাসীরাজা'-ও নীরব ছিলেন, প্রকাশ্যে কারও বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করেননি। শুধু তাঁর ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন – "তোমরা আমার জয়ধ্বনি দিচ্ছ, কিন্তু বিশ্বাস কর, রাজা সাজতে আমি আর চাই না।" ইনিই উত্তম।

www.baga.net

"মহানায়ক উত্তমকুমার" – এই মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯৮০ সালের ২৫শে জুলাই| এর পর থেকে। তার আগে আমার কাছে ছিলেন 'উত্তমজেঠু', বাবার মত তিনিও shooting করেন। দু'বার দেখাও হয়েছে – একবার "নিধিরাম সর্দার" ছবির setএ, আর একবার তাঁরই বাড়ির এক অনুষ্ঠানে। তখন আমি খুবই ছোট, কাজেই autograph নেবার বা একসঙ্গে ছবি তোলার কোন ইচ্ছাই মনে জাগেনি। কিন্তু ১৯৮০ সালের ২৫শে জুলাই আমাকে অদ্ভুত ভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেল।

বিভিন্ন খবরে কাগজে তাঁর ছবি সহ headlines – 'মহানায়ক আর নেই', 'চলচ্চিত্রে ইন্দ্রপতন', ইত্যাদি, ইত্যাদি। সেদিন আমি শরৎ বোস রোড Post Office- এর উল্টোদিকের একটি বাড়ির পাঁচতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে, সঙ্গে চেনা অচেনা অনেকে। যতদূর চোখ যায়, ডানদিকে দেশপ্রিয় পার্ক, বাঁদিকে Southern Avenue, কিন্তু রাস্তা দেখা যাচ্ছিল না। শুধু মানুষের মাথা এবং তারই মাঝে এক সুসজ্জিত lorry-তে, ধপধপে সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরে নিশ্চিন্তে শুয়ে উত্তমকুমার।

সেদিনের পর থেকে, দূরদর্শনের পর্দায় তাঁর অভিনীত একটার পর একটা cinema দেখতে দেখতে – 'উত্তমকুমারের' সঙ্গে আমার পরিচয়।

"আমাদের পরিচয়টা একটা trainএর compartmentএ একসঙ্গে কিছুটা পথ চলার মত। আলাপ হ'ল, পরিচয় হ'ল, একটু মায়া-মমতা ...। তারপর stationটি এলে, নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। ভালই হ'ল, কি বলেন?..."

"শুধু একটি বছর" চলচ্চিত্রের এই সংলাপটির মধ্যে দিয়ে উত্তমকুমার হয়ত তাঁর দর্শকদের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যই কি সব শেষ? চলমান চিত্রজগতের কোন এক compartment-থেকে তিনি হয়ত ৩৬ বছর আগে নেমে গেছেন, কিন্তু সেই অরুণকুমার আজও অরুণের আলোয়, তাঁর অগনিত দর্শকের কাছে, আজও উত্তম। আজও চোখ বুজলে দেখতে পাই তাঁর মুখ, কান পাতলে শুনতে পাই তাঁরই সৃষ্টি করা অগনিত চরিত্রের অসংখ্য সংলাপ। আজও যখন ৩রা সেপ্টেম্বর বা ২৪শে জুলাই তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াই, 'অগ্নীশ্বর' আমাকে বলেন – "কি রে, ফুল এনেছিস, দে।"

www.baga.net

Georgia
HALAL MEAT
MEAT | FOOD | CATERING
The Freshest Chicken
Only $4.99!
Tandoori Favorites
Served all day!
1707 CHURCH STREET, STE C10
DECATUR, GA 30033
(LOCATED INSIDE PATEL PLAZA)
404-254-4651
HOURS : TUES - SUN 11:00 A.M. - 9:00 P.M.

TAVA
Indian Bistro
Modern Indian Dining
Located in Patel Plaza
TAVAINDIANBISTRO.COM
Catering Available
Lasooni
Gobi
Chicken
Cream
Tikka
Weekday
Lunch Platter
Starting at only $8!
404.343.2710
1685 Church Street, Decatur GA 30101

Ping Pong Wish

Sheel Chakraborty

4th Grade, Wilson Creek Elementary School, Johns Creek, GA

Mark is about 9 years old. His dad signed him up for table tennis class. He has played Nintendo Wii Table Tennis game and won many times. He is excited about playing the real table tennis. He thinks he will do very well. But, he doesn't do that well in class. He doesn't know how to serve or return balls. His coach Chau teaches him tricks and encourages him to play well. Mark tries hard but even after a month, he is still not a good player.

Meanwhile, he sees a poster about a tournament coming up in 2 weeks. He really wants to participate and win the current tournament. He wants to be like that Chinese guy, Chang who is a really great player. He remembers one time Chang returned the ball 22 times and then he made a smash to win a point. Chang is just amazing!

Mark thinks and then asks Coach Chau to sign him up for the table tennis tournament. Coach Chau smiles and says, ''No harm in trying, Mark! Check the board on Monday for game schedules.''

Mark can't sleep well on Sunday night as he is very excited. On Monday morning, Mark rushes to check the tournament board; he is happy to see his name. But when he sees it, he realizes his first match is against the best table tennis player, Chang. Mark feels very nervous.

The match begins between Mark and Chang. Mark scores nothing, Chang wins. Mark is very upset and feels humiliated. He does not look at anyone and leaves the room. He does not want to cry in

www.baga.net

front of others. Chang feels really sad for him. He follows Mark outside and tries to comfort him. Chang says, "listen, you are not out of the tournament; you still have the next game on Wednesday to play". Mark feels close to Chang, tells him that he wants to be a great table tennis player like him.

That night, Chang goes to bed and keeps thinking about Mark. He really wants Mark to win. Chang prays to God that he wants to share his table tennis talent with Mark. At night Chang dreams that his wish is granted and Mark gets a spell to win any game on Mondays, Wednesdays and Fridays and those days Chang will lose all games.

On Wednesday, Chang goes to see how Mark is playing. To his delight, he sees Mark is winning every game and is playing brilliantly. Just to double check, he tries a game with a beginner player, Tony, but loses pathetically. It is just unbelievable; how could he lose to Tony? But he is happy inside. He knows now for sure, his prayer is heard, however strange it may be. Chang goes to Mark and says, "congratulations. Just remember to play only on Mondays, Wednesdays and Fridays". Mark asks, "why?" Chang says, "I dreamt that you have got a spell but that only works on those three days a week."

Mark keeps on winning the whole year. He is the new champion. His room is filled with trophies. He even won the state championship. He doesn't see Chang anymore. Chang must have moved somewhere else. He thinks of Chang often.

One year later, it is the time for next championship. Everyone is excited. Everyone thinks Mark should win. The championship begins. Mark plays against a new young boy named Alberto. Mark wins like a breeze. Alberto feels very sad. Mark knows that feeling.

At night time, Mark thinks about Alberto. Mark prays to God and says, ''Alberto cannot play very well. Can you make him a good player? You can give my skills to him''. The next morning, Mark goes and sees Alberto is playing very well. He knows his wish came true.

Alberto says to Mark excitedly, "Look! I am playing so well!'' Mark says, "I am so happy for you. Just

www.baga.net

remember to play on Mondays, Wednesdays and Fridays". Alberto was surprised but says "ok."

Mark tries a game that day and loses badly, his friends ask curiously, "what happened to you Mark?!" Mark replies smilingly, "I don't need to win anymore, I just want to play for fun."

শারদীয়া অভিনন্দন

Arefin Babaul
President
Cultural Society of Georgia

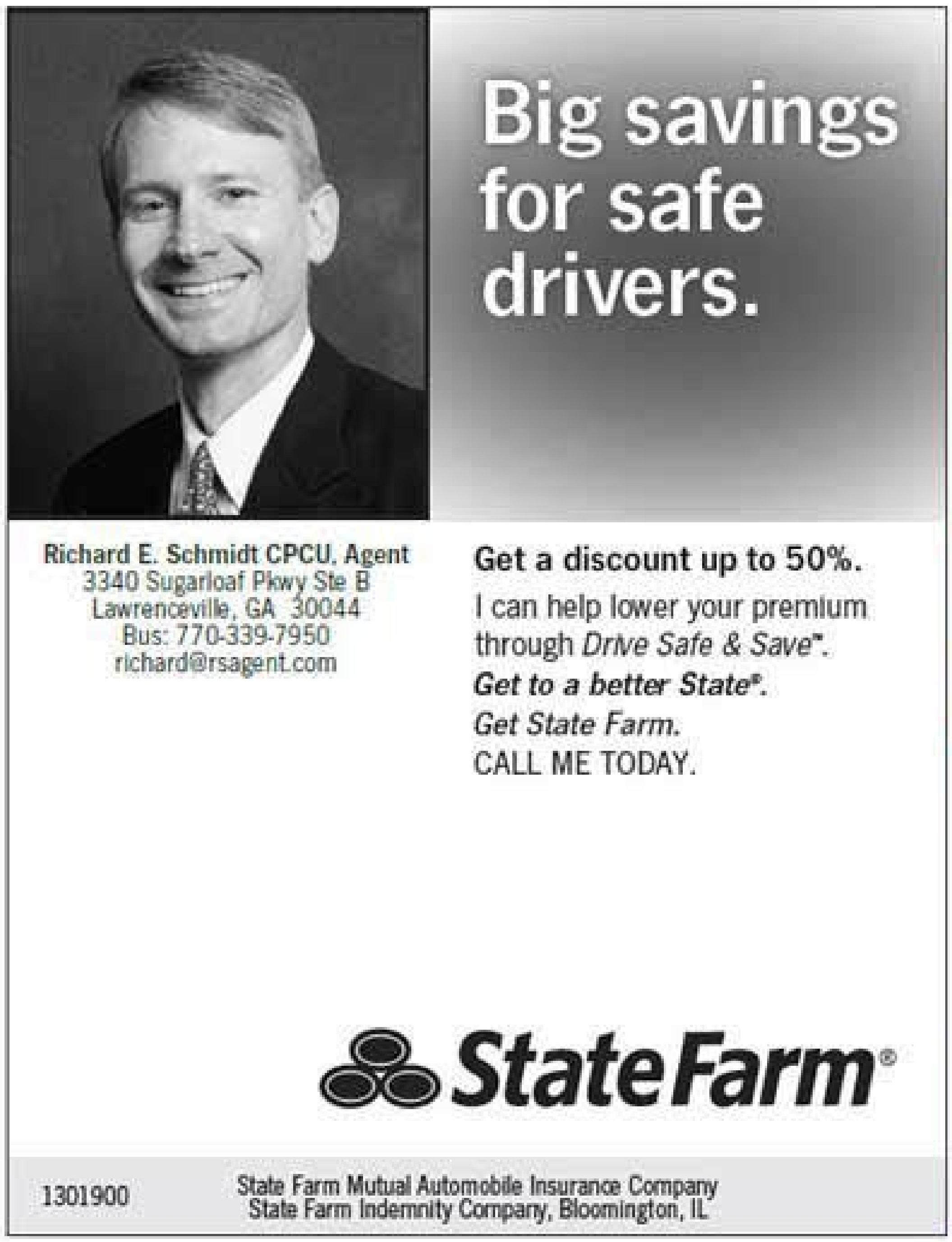
Big savings for safe drivers.
Richard E. Schmidt CPCU, Agent
3340 Sugarloaf Pkwy Ste B
Lawrenceville, GA 30044
Bus: 770-339-7950
richard@rsagent.com
Get a discount up to 50%.
I can help lower your premium through Drive Safe & Save℠.
Get to a better State®.
Get State Farm.
CALL ME TODAY.
State Farm®
1301900
State Farm Mutual Automobile Insurance Company
State Farm Indemnity Company, Bloomington, IL

READY TO BUY OR SELL YOUR HOME OR BUSINESS? CALL US NOW!
We Help You Get Home Loans Easy.
FMLS
MLS
OFFICE:
2505 Chamblee Tucker Rd
Suite 312, Chamblee,
GA 30341
SHARIA-COMPLIANT HOME FINANCING
www.guidanceresidential.com
www.lariba.com
QUAZI ANWAR (Quazi A Haque) REALTOR®
CELL: 404-992-4473
FAX: 404-935-5337
EMAIL: quazi3@gmail.com
www.atlantabestrealty.com

সকলকে জানাচ্ছে শারদীয় শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা
Maya Creation
ঈদ ও পূজার
বিশাল ছাড়ের
(40% – 70%)
সুযোগ নিতে
আজই আসুন
মায়া ক্রিয়েশন-এ
Shop $100 or more Get a free Fancy Jewelry set)
Contact: Nasima Bhuyiana
Global Mall
5675 Jimmy Carter Blvd (Suit 580)
Norcross, GA 30071
PHONE: 678-969-9869

সুখবর!
সুখবর!
জর্জিয়ার ডোরাভিল এর বিউফোর্ড হাইওয়ে এবং অকলিফ রোডের ইন্টারসেকশনের প্লাজা ওয়ান মলে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ এবং নতুন আঙ্গিকে আপনাদের পছন্দের ও আগ্রহের কথা বিবেচনায় নিয়ে উদ্বোধন হয়েছে
বাংলাদেশী গ্রোসারী প্লাস
আমাদের স্টোরের সমস্ত ফলমূল, সব্জি এবং মাছ মাংস উন্নতমানের,টাটকা এবং ১০০% হালাল
যোগাযোগের ঠিকানা : 5938 BUFORD HWY ,DORAVILLE, GA 30340
PH: 404-322-7852
আপনাদের শুভ পদার্পন এবং সহযোগীতা আমাদের ভবিষ্যতের চলার পথের পাথেয় হয়ে উঠুক ইহাই কামনা করি।------------- ধ্রুব ধর।
বাংলাদেশী গ্রোসারী প্লাস–ব্যবসা নয়, সেবাই মুখ্য

Wright ORTHODONTICS

American Association of Orthodontists

Dr. Marc S. Wright
Orthodontist

Atlanta:
3019-B North Druid Hills Rd. NE
Atlanta, GA 30329

Marietta:
990-B Whitlock Ave. NW
Marietta, GA 30064

info@DrWrightOrtho.com

www.DrWrightOrtho.com
Atlanta: 404-417-0771 | Marietta: 770-670-6916

Desh Travels

Russel
Tel: 770-912-1772
Email: deshtravels7@gmail.com
www.deshtravelsus.com

2502 Chamblee Tucker Rd
Suite 212
Chamblee, GA 30341

QATAR AIRWAYS · Emirates · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · SAUDIA · ETIHAD AIRWAYS

WELLS FARGO ADVISORS

Let our experience drive your portfolio

Your Financial Advisor can help you create a map from where you are today to where you want to be in retirement. To help you follow that map and change the course as needed, consider professional portfolio management and place the daily decision-making responsibilities in the hands of professional portfolio managers. Call today to learn more.

Professional money management is not suitable for all investors.

Dan Sturges, CFP®
Financial Advisor
Cell: 678-644-7591
Direct: 970-879-1195
dan.sturges@wellsfargo.com

Investment and Insurance Products: ▸NOT FDIC Insured ▸NO Bank Guarantee ▸MAY Lose Value

Wells Fargo Advisors, LLC, Member SIPC, is a registered broker-dealer and a separate non-bank affiliate of Wells Fargo & Company.
© 2010, 2014 Wells Fargo Advisors, LLC. All rights reserved. 0815-01698 [74037-v4] A1971 (3057701_498657)

Maaco
COLLISION REPAIR & AUTO PAINTING®
AMERICA'S BODYSHOP

10% OFF

Paint

Must present ad at time of estimate. Hurry... limited time offer!
Valid at this participating location only.

FREE ESTIMATES!

Must present ad at time of estimate. Hurry... limited time offer!
Valid at this participating location only.

FREE ESTIMATES!

Maaco

Roswell
11265 Elkins Road
Roswell, GA 30076
770-442-8322

Monday – Wednesday - 8 am - 5:30 pm
Thursday & Friday - 8 am - 7 pm
Saturday - 9am - 11am

Trucks, Vans, SUVs and commercial vehicles by estimate. Body work, rust repair & stripping of old paint extra. Not valid with any other offer. Maaco Collision Repair & Auto Painting centers are independent franchises of MAACO Franchising, Inc. Prices, hours & services may vary. ©2013 MAACO Franchising, Inc.

ফিরে দেখা

প্রভাত ঘোষ হাজরা

ওয়েলিংটন পার্ক থেকে কলেজ স্ট্রীট ধরে ইউনিভারসিটির দিকে হাঁটছি। হঠাৎ শুনি আমার নাম ধরে কেউ যেন চিৎকার করে ডাকছে। ভালো করে খেয়াল করতেই দেখি কল্যাণ – রাস্তার উল্টো দিক থেকে আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে রাস্তা পেরিয়ে আমার ফুটপাথের দিকে আসছে। বহরমপুরের বিখ্যাত সেন বাড়ীর ছেলে। শুনেছি একসময় বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই ওদের বাড়ী আসতেন সাহিত্য সভায় যোগ দিতে। অনেক দিন পরে দেখা। আমার স্কুলের বন্ধু। অনেক দিন পরে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হওয়ার উচ্ছাস, আনন্দ একটু থিতু হবার পর, পরস্পরের খবর আদান প্রদানের পর্যায়ে জিগ্যেস করলঃ

কোথায় আছিস ?

বললেম, পার্কের কাছেই একটা মেসে – কোনরকমে চলছে ইত্যাদি... ।

নানা কথার পর আমার ওপর জেদ ধরলে আমাকে আজই হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে যেতে হবে এবং বিকেল পাঁচটার মধ্যেই। ব্যবস্থা করার ভারও নিজের ঘাড়েই জোর করে আদায় করে নিল। আমার দায়িত্ব শুধু আমার ছোট কালো ট্রাঙ্ক আর বিছানাটা নিয়ে বিকেল চারটের মধ্যে হোস্টেলে হাজির হওয়া। সেই মতো পৌঁছে দেখি পাঁচ তলার প্রথম ঘরেই আমার ব্যবস্থা পাকাপাকি। তক্তাপোশ, আলমারী, ধোপা বাড়ী যাবার আগে ছাড়া জামা কাপড় রাখার জন্য কাঠের পেল্লায় হ্যাম্পার – সব মজুত। বিরাট ঘর। অনায়াসে চার জন থাকতে পারে। তাড়াতাড়ি জিনিষ পত্র সব সাজিয়ে নিয়ে চা, ডিমের ওমলেট, টোস্ট খেয়ে আশপাশ একটু ঘুরে এসেই দেখি আমার রুমমেট। আলাপ হোল। শান্ত, সিরিয়াস, ভালো ছেলে। মেদিনীপুরে বাড়ী।

থাকার জায়গাটা ভাল। প্রশস্ত, বড় বারান্দা, বাথরুম, স্নান করার আলাদা জায়গা, জলের অফুরন্ত ব্যবস্থা, সর্বোপরি ছাত্রাবাসের সুন্দর পরিবেশ, আকাশ দেখা যায় অনেক দুর পর্যন্ত। খাবার ঘরটাও বিশাল, খেতে দেয় পেতলের বড় থালায় আর পেতলের বড় গেলাসে – সব পুরোনো ধরনের আদলে। শনি, রবিবারে সেমিস্পেশাল, স্পেশাল আর মাসে একটা গ্র্যান্ড ফিস্ট। সব মিলিয়ে ব্যবস্থা ফার্স্টক্লাস। ভাবলেম কাটবে ভালই। কাটছিলও তাই। চানের জায়গাটা খোলা – চান করতে করতে চিৎকার করে গান জুড়তেম আর সেই সুর কার কানে কিভাবে বর্ষিত হতো, গানের তোড়ে তা ভাববার কোনও অবকাশ হতো না।

অলোকদা - মানে অলোক মুখার্জী, মাঝে মাঝেই ঝাঁকি দর্শনের সাথে কিছু বাক্যাঞ্জলি ক্ষেপন করেই দ্রুত বিলীন হয়ে যেতেন। অবলীলাক্রমে এতো সুন্দর কাব্যিক কথার মালা গাঁথতে কাউকে কখনো দেখিনি। মুখে অনাবিল হাসি – রবি ঠাকুরের অমিট রায়কেও যেন হার মানায়। আমার বাবার বিশেষ বন্ধু বহরমপুরের শ্রীযুক্ত ভূজঙ্গ ভূষণ মুখার্জীর দাদার ছেলে। সেই সুবাদে

www.baga.net

আমাকে আগে থেকেই চিনতেন অলোকদা। উনিও কল্যাণের মতো পাঁচ তলাতেই একটা স্পেশাল চত্বরে প্রাইভেট লাক্সারি ঘরে থাকতেন। রাজকীয় ব্যাপার। কেল্লার মতো গোলাকৃতি নানান কাজ করা ঘর, ক্যাথিড্রাল সিলিঙ।

অনেক গুণের মানুষ – অলোকদা মাঝে মাঝেই বলতেন, স্বপন তোমায় ডেকেছে। তিন তলায় থাকতেন স্বপনদা, মানে শ্রীযুক্ত স্বপন গুপ্ত - লোকে যাঁকে গানের জগতের উজ্জ্বল তারা বলে জানে। আমি অতো গা করতাম না। মনে হত আমি অনেক দূরের লোক। শিল্পী লোকের নৈকট্যের ঝলকানি ঠিক আমার জন্য নয়। এছাড়াও ছিল অজানা আশঙ্কা-জনিত অসীম অনীহা। জগৎটাও আমার আলাদা। গান ভালবাসি আমিও। এছাড়া আর কোনও মিলই নেই। স্বপনদার খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু অলোকদা। সেজন্য বার বার না বলতেও খারাপ লাগতো। এক দিন পড়ন্ত বিকেলে হঠাৎ দেখি স্বপনদা সমভিব্যাহারে অলোকদার আবির্ভাব। বললেন, তুমি তো আর এলে না – তাই পর্বতকেই আসতে হলো। প্রথম আলাপের সেই আনন্দ, উচ্ছাসের গাঁথনিতে আমাদের ভ্রাতৃবন্ধুত্বের অমল সম্বন্ধ এতটাই মজবুত হলো যা এত যুগ পেড়িয়ে আজও অটুট। এত সুন্দর মানুষ দেখিনি। এত সহজে আমাকে এত আপন করে নিলেন যে বুঝতেই পারিনি যে খানিক আগেই তিনি ছিলেন আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। বললেন, আমি আগে থেকেই তোমায় জানি। প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি হবার পর হিন্দু হোষ্টেলের আবাসিক থাকাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে খড়্গপুর আই আই টিতে পড়ার সময় বহরমপুর আসা যাওয়ার পথে হিন্দু হোষ্টেলই ছিল আমার ঠাঁই। জানাটা কোনভাবে তখন থেকেই। আর চেনাটা সবে শুরু। অনেক কথা, অনেক গল্প, অনেক হাসি – চললো অনেক রাত অবধি। বললেন - তোমার গান শুনতে পাই। তিন তলা থেকে ভালই শোনা যায়। বেশ গাও তুমি। তারপর থেকে প্রায়ই তিন তলা, পাঁচ তলার এই কানাকানি একরকম রুটিনেই দাঁড়িয়ে গেল। অলোকদার চমক দেওয়া নানান কথার সাথে নানান কবিতা, মিনি কবিতা পাঠ – এসব চলতো সমানে। মাঝে মাঝে আমি স্বপনদার ঘরে গিয়ে একসাথে কাছাকাছি কোথাও বেড়িয়ে পড়তেম – কখনো কলেজস্ট্রীট পার্কের পূবদিকের পানের দোকান অথবা কাঁচাগোল্লা, স্পেশাল মিস্টান্ন বিপণি, কখনো সিনেমা ইত্যাদিতে। অবশ্য বেশির ভাগ সময়েই অলোকদা থাকতেন সঙ্গে।

স্বপনদা শ্রদ্ধেয় দেবব্রত বিশ্বাসের ছাত্র ছিলেন। অদ্ভূত পিয়ানো বাজাতে পারতেন স্বপনদা। আর গানতো ছিলই। এক জলসায় গান করছিলেন স্বপনদা। সেখানে দেবব্রত বিশ্বাসও উপস্থিত ছিলেন। স্বপনদার সেই মেঘমন্দ্র পুরুষালি মনোহরণ কন্ঠস্বর, সুরের উথাল পাতাল, আবেগ ও কথার সমন্বয়ে যে অনবদ্য সৃস্টির দ্যোতনা হয় তা মনণ সমৃদ্ধ শ্রোতামাত্রেই অবগত আছেন। মুগ্ধ দেবব্রত গলা জড়িয়ে ধরলেন – বললেন, রইলো আমার আশ্রমে তোমার নিমন্ত্রণ। সেই থেকেই শুরু হোল গুরুর স্নেহভালবাসাসিক্ত সঙ্গীতার্পন আর শিষ্যের অবাক-করা আশীর্বাদ সঞ্চয়ের অপরিসীম বিনম্র আগ্রহ ও আহরণের যুগলবন্ধী। সে সব হোল আগেকার কথা।

অলোকদার সাথেই দেবব্রতর কাছে যেতেন স্বপনদা। বোধকরি আমার কথাও কখনো কখনো এসে পড়তো। নইলে কেনইবা তিনি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য একাধিক ফরমান জারি করবেন ? শেষমেষ গিয়ে দেখি অলোকদার কাছে আগে থেকে শোনা মৌখিক বিবরণীর সাথে আশ্রমভবন পরিবেশের একেবারে যাকে বলে হুবহু মিল। এতটুকু ফারাক নেই। পরনে গেরুয়া রঙের ফতুয়া সুলভ পাঞ্জাবী, লুঙ্গির মতো জড়িয়ে পরা ধূতিরও একই রঙ। ভৃত্যবৃন্দের তদারকিতে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত পরিচালকটি আমাদের দেখেই এগিয়ে এলেন। আমার হাত ধরে নিয়ে এসে ঘরে বসতে বললেন। ভৃত্যেরা কেউ সুপুরী

www.baga.net

কাটতে, কেউ হামানদিস্তে দিয়ে খয়ের গুঁড়ো করতে , আরো কেউ কেউ আর কীসব কর্মযজ্ঞে তখনো ব্যস্তলিপ্ত । ভৃত্যতন্ত্রের নিখুঁত চিত্র ।

সাত্ত্বিক জলযোগের সাথে আলাপপর্বের পর স্বপনদাকে গান তুলতে সাহায্য করলেন খানিক্ষণ । একবার শুনেই সব কথা ও সুর নিখুঁতভাবে তুলতে কাউকেই কখনো দেখিনি । অদ্ভূত নিষ্ঠা , অদ্ভূত দক্ষতা । গুরু সমীপে গুরুর প্রতি সম্ভ্রমে জড়সড় আশ্রম তাপস । গুরুর বাদ্যযন্ত্রটির জরাজীর্ণ অবস্থা – আরাম কেদারাটিরও একই দশা । গুরু নিজেও সন্ন্যাসী শিল্পী । উদাত্ত কন্ঠ । এসবের সমন্বয়ে তিনি গাইছেন আর আমরা সবিস্ময়ে শুনছি । অদ্ভূত সুন্দর এক পরিবেশ । আমিই ছিলেম সবার ছোট । তথাপি আমি যা যা বলেছি তার সবগুলোই তিনি গাইলেন । আমি নিজেও আগ বাড়িয়ে গাইতে চাইলেম । অনুমতি পেয়ে গাইলেম, এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও....। ভুলভাল তো কিছু হলোই – তেমন একটা তোয়াক্কা করি নি , আর মনে মনে যে বেশ নার্ভাস ছিলাম সেটা লুকোবার আমার আপ্রাণ চেষ্টা যে একেবারেই সফল হয় নি তা ওনার মৃদু হাসিতেই আমি সমেত সকলের কাছেই জলের মতো পরিস্কার হয়ে গেল । এর মধ্যেই কিছু কিছু কথার মূর্ছণা চললো । স্বপনদাকে উপলক্ষ্য করেই সে সব ভালবাসা-মাখা প্রশংসা ও ব্যাজস্তুতি বাচক কথন । বললেন , "আমার ছাত্র আমার মতো না গেয়ে কি আব্দুল করিমের মতো গাইবে ?" "তারপর, বঙ্কুরে বলেন উচ্চারণ আরো পরিষ্কার করতে" , " লোকের কেন এতো গাত্রদাহ ?" ইত্যাদি, অনেক কিছু । এইভাবেই অনেকক্ষণ চললো ।

এর মধ্যেই কখনো বোধকরি আমার মাথা কোনওভাবে দেওয়ালে ঠেকে সরু কালো পিপীলিকার সদ্যনির্মিত সরণিতে বাধা সৃষ্টি করায় তারা আমার সুনিবৃস্ত কেশ এবং দেহতরুটিকে তাদের আন্দোলনের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করছে ঠাহর করে চকিতে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে একটু টেনে সহসা কী যেন আমার গা থেকে ধরে ধরে মেঝেতে ফেলছেন । ঘটনাটি এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম হোল । মুহূর্তে, মানুষটার আর একটা দিক আমার মনের মণিকোঠায় স্থায়ী জায়গা করে নিল । একথা সেকথার পর হঠাৎ বলে বসলেম, আপনার কাছে আমার এক নালিশ আছে । বললেন , কী ? বললেম, আপনাদের মতো দিগন্তদীশারীরাই তো রবীন্দ্রনাথের গান বিদেশী সঙ্গীত অনুরাগীদের উপযোগী করে পরিবেশন করতে পারেন --- কিন্তু তাতো সেরকম কিছু বিশেষ দেখছি না । অন্তত আশাব্যঞ্জক কিছু নয় । একটু চুপ করে কী ভাবলেন, তারপর বললেন, পশ্চিমী সঙ্গীতের যে বূহ ও ব্যাপ্তি তা ভেদ করে সামাল দেওয়া এ বয়সে আর সম্ভব নয় - তবে যে একেবারে ভাবি নি বা চেষ্টা যে করিনি তা নয় । কঠিন কাজ - অনেক পড়াশুনা, অনেক অধ্যাবসায় প্রয়োজন । কম বয়সের অবাধ্য প্রগল্ভতায় আমি নিজেই লজ্জিত হলেম । আর আবিষ্কার করলেম কতো বড় মাপের মানুষ এই রবীন্দ্র অনুরাগীটি । এমন অনায়াসে এমন মধুর স্বীকারোক্তি এতো বড় ব্যক্তিত্বের পক্ষেই মানায় । এমন মানুষের পরশের জ্যোতিবৃত্তের পেলব আলোর প্রতিফলন স্বপনদার মধ্যে বার বার দেখেছি । শিল্পী ছাড়াও উচ্চ মানবিকতার যে প্রকাশ আমি দেখেছি তা আমার স্মৃতিপটে অক্ষয় সম্ভার ।

আমাদের মহলে সুপুরুষ, সৌম্য ও আকর্ষণীয় বলেই স্বপনদাকে সকলে জানতো । এছাড়া ভাল ছাত্র ছিলেন বরাবর । বলা বাহুল্য ইংরিজীতে সম্মানের সাথে এম্ এ করার পর আইন পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন হার্ডিঞ্জে থাকা কালীন। পাহাড়ী সান্যালের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ছিল । অনেক বারই পরীক্ষা ফি ইত্যাদি সহ নানান সময়ে অসময়ে স্বপনদার পাশে ছিলেন তিনি । তাঁর কথাও মাঝে মাঝে এসে পড়তো । অলোকদা ও স্বপনদা দুজনেই ওনার বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন এবং আমাকেও

www.baga.net

যাবার জন্য বলতেন। এছাড়াও পাহাড়ী সান্যাল নিজেও আগ্রহী হয়ে ওদের মারফৎ আমাকে বার বার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। জীবনযুদ্ধের বিবিধ প্রয়োজনে হঠাৎ খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেম। ভেবেছিলেম পরে দেখা করতে যাব। কিন্তু সে সুযোগ ভগবান আমায় আর দেন নি। তাঁর মৃত্যু সংবাদ যখন এলো তখন আমি অনেক দূরে – বিদেশে। জীবনের মূল্যায়ন বোধ আর প্রয়োজনিক বাস্তবতার মধ্যে সুস্থ, সামগ্রিক বিচার ক্ষমতার তৎকালীন অভাব আমাকে আজও পীড়া দেয়। অনেক অনুতাপেও তার স্খলন হয় নি। একবার নবনীতা দেবসেন আমাদের নিউইয়র্কের বাড়ী এসেছিলেন। তিনিও স্বপনদার গান খুব ভালবাসেন। কথায় কথায় একথাটা তাঁকে বলেছিলাম। তিনি আমায় বলেছিলেন, এটা তোমার ভারী অন্যায় হয়েছে।

গরম কালের সন্ধ্যায় করিডোরে টেনে এনে রাখা বিছানায় বসে নানান কথা, আড্ডা মাঝে মাঝেই বেশ জমতো। অনেক রাত্রি হয়ে যেত অনেক সময়। এমনই এক দিনে নবীন সন্ধ্যায় স্বপনদা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, তোমার নিজের ভবিষ্যতের কথা কি ভাবছ – কোনও প্ল্যান ট্যান আছে নাকি? বললেম, বিদেশ যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তবে অর্থনৈতিক দিকটায় আপাতত একটু অসুবিধার মধ্যে আছি --মনে হয় আরও কিছুদিন লাগবে সম্ভব করতে। আইন পড়ার সাথে গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়ার একটা ট্রেনিং ও করছিলেম। বেশ কিছু মাসের টাকা তখনো পর্যন্ত তোলাই হয় নি। স্বপনদাকে সেসব কথা বলার আগেই স্বপনদা বললেন, আমার কাছে ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে - আমি তোমায় দেব, তুমি চিন্তা কোর না। তারপর কোনদিনই এ ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্য হয় নি। রওনা হবার সব কাগজ তৈরী হয়ে যাবার পর একদিন দুপুরে স্বপনদার ঘরে পৌঁছতেই স্বপনদা বললেন, একজনের আসার কথা আছে – মিনিট পনের অপেক্ষা করেই বেড়িয়ে পড়বো। সে এলো না। আমরা বেড়োলেম। একটা ট্যাক্সি নিয়ে একটা ব্যাঙ্কে পৌঁছলেম। ভিতরে ঢুকতেই গোবিন্দদা এগিয়ে এসে চা জল খাবারের ব্যবস্থা করলেন। সেই প্রথম পরিচয়। মনে হয় আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমি বিন্দুমাত্র টেরও পাই নি। একটা একাউন্ট খুলে টাকাটা আমার নামে ট্রান্সফার হয়ে গেল। এই হোল স্বপনদার পরিচয়। এমন মানুষও ভগবান তৈরী করেন!

এমনই অনেক কথা মনে পড়ে। শীতকালে লালগোলা এক্সপ্রেস ধরে ফার্স্টক্লাসে লেপ মুড়ি দিয়ে বহরমপুরে আমাদের বাড়ী যাওয়া, পূর্ণিমায় দেহহীন নারকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বেয়ে আসা চাঁদের আলোয় পরিব্যাপ্ত ব্যালকনি, দূরের ভাগীরথীর জলের শান্ত প্রতিফলন আর শেওড়া গাছের বেদনাঘন আকুতি ভরা রাতে স্বপনদার আবেগ ভরা গান, এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে .... । আর মনে পড়ে বাটানগরে অলোকদার ফাদার জেনারেলের পিছনে লাগা; তুষারদা, দীপ্তিদি, অলোকদা, স্বপনদা আর আমার সারারাত ধরে আড্ডা, গান, গল্প। আর তার সাথে দীপ্তিদির হাতে তৈরী খাদ্যসম্ভারের অপূর্ব সমাবেশে রসনার যথোচিত সমাদর। মনে পড়ে গোবিন্দদার কথা, আমার বিয়েতে সবার বহরমপুরে যাওয়া, স্বপনদার বিয়েতে আমার আনন্দ করা। আর থাকে মনে স্বপনদা আমেরিকা এলে কতো বেড়ানো, কতো গল্প, কতো কথা, কতো গানে ভরা দিন যামিনীর অপূর্ব ঐকতানের চিরস্থায়ী রেশ।

www.baga.net

রবীন্দ্র চক্রবর্তীর

সাড়া-জাগানো দুটি ছোটগল্পের বই

প্রবাসের গপ্পোসপ্পো

এবং

প্রবাসের আরও গপ্পো

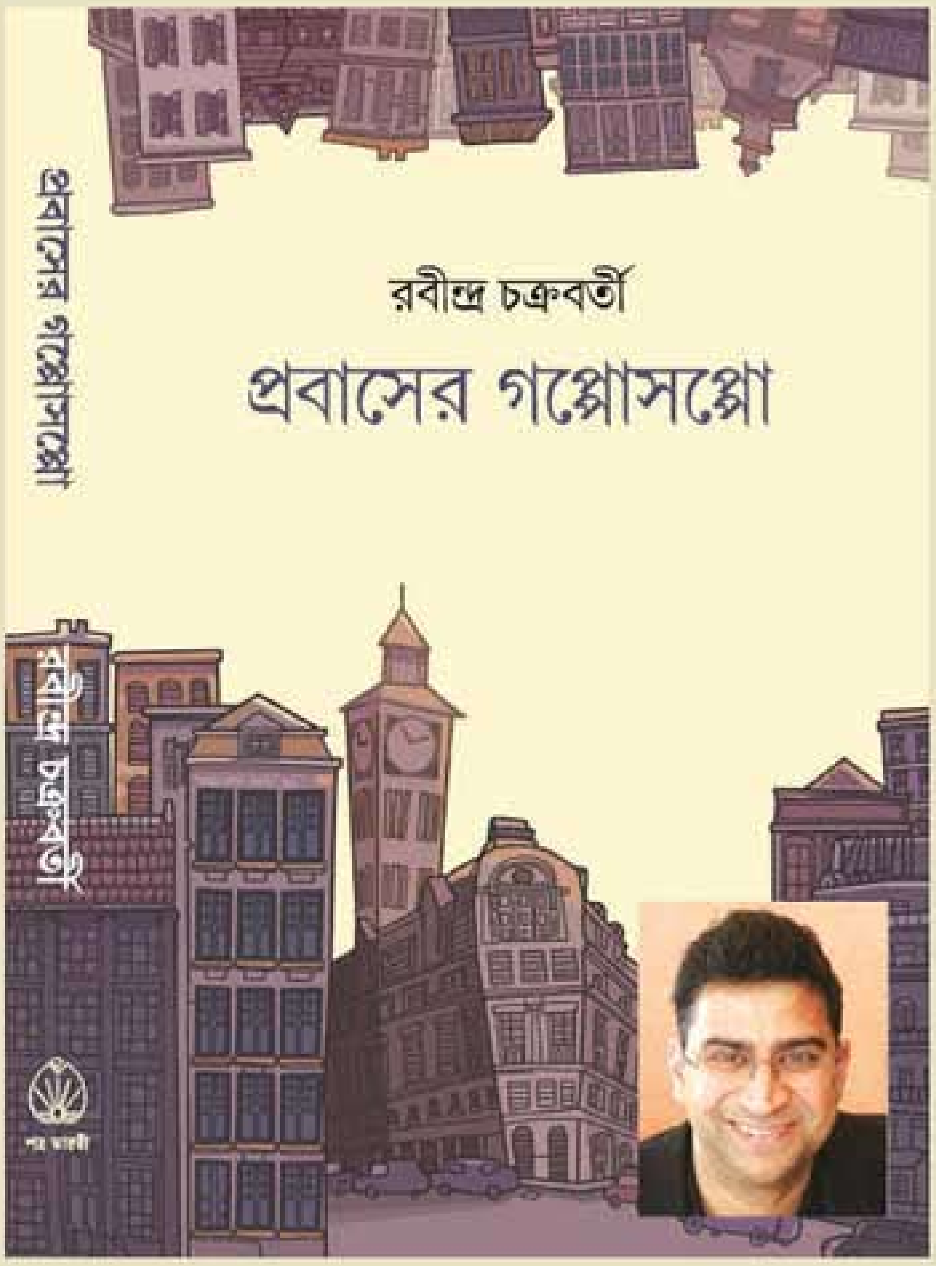

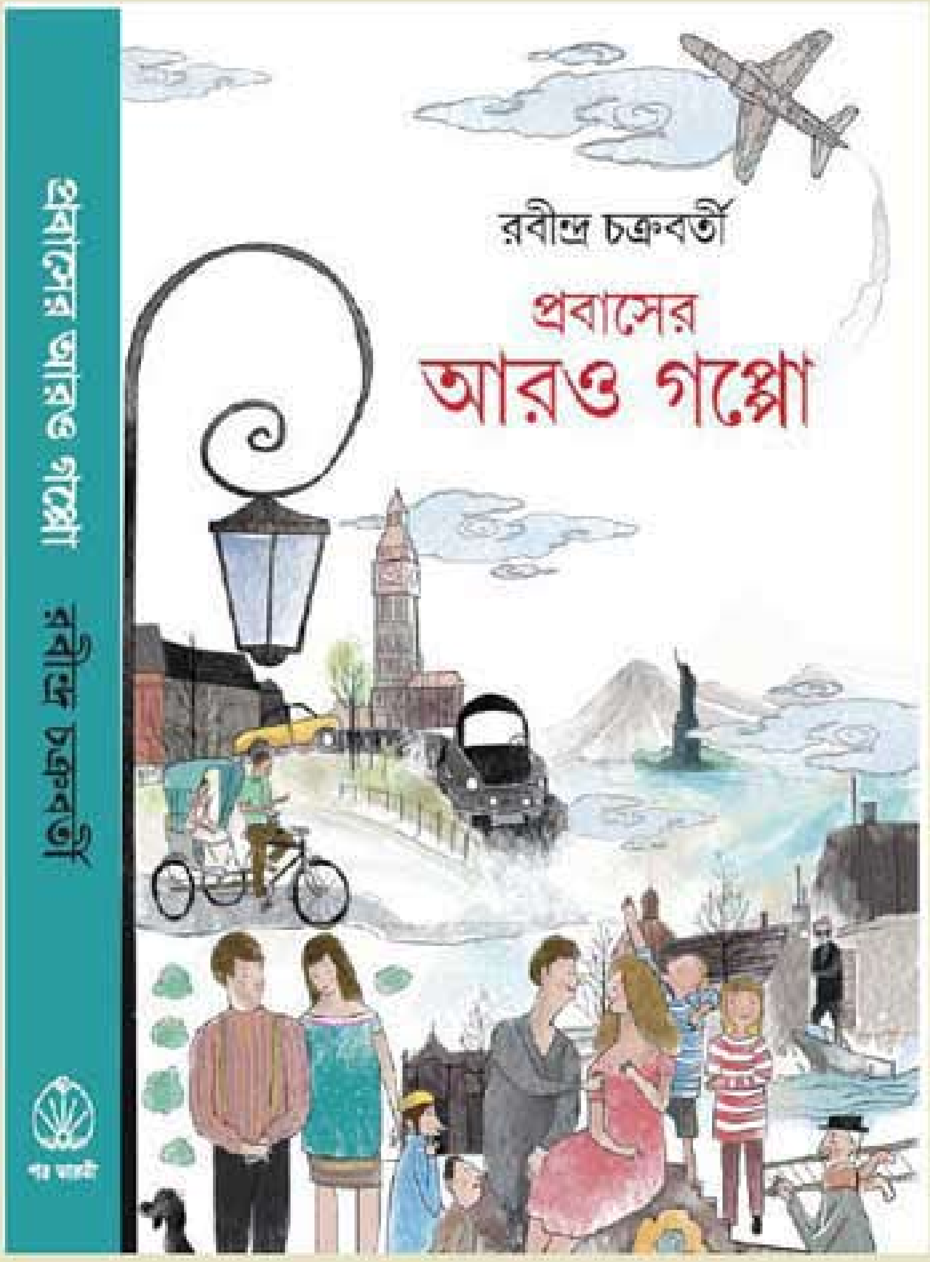

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'তাঁর প্রতিটি রচনায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও কল্পনা এমন করে মিশে গেছে যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখা ভালো করে অনুমান করা যায় না; যা পাঠককে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে পারে। ...'

Availble on Amazon.com:
Prabaser Aro Gappo: http://www.amazon.com/dp/818374320X
Prabaser GappoSappo: http://www.amazon.com/dp/8183741797
Price: $9.99

The UPS Store

http://store5770.upsstoreprint.com/
https://atlanta-ga-5770.theupsstorelocal.com/

Print & Business Services

(Digital Printing, Shipping, Freight & Mailbox)

Sadhana USA LLC

8343 ROSWELL RD, SANDY SPRINGS, GA 30350
store5770@theupsstore.com, sadhanusallc@gmail.com
Tel 770-993-9777 Fax 770-993-8770

COMMERCIAL LENDING

Take advantage of 20 years' experiences of Financial Expertise

MAHBUBUR BHUIYAN, MBA
LOAN ORIGINATOR
404-202-6484
NMLS# 1071613, Company ID 38429
Mahbubur@mmsofga.com
aacommerciallending@gmail.com

Commercial loan type including:
Purchase, Refinance, Construction Acquisition and Development
SBA 7a, SBA504, and SBA Express, Hard Money, Bridge Loans, Land Loan, and more
Line of Credit, Term Loan, Working Capital Loan, Inventory Loan, Receivables Loan and Equipment Loan / Lease
Fast Cash Advance, and any type of Business Loan

Business property type including:
Shopping Center, Strip Shopping Center, Gas/ Convenience Store, Liquor Store, Restaurant, Office Buildings, Apartment Complex, Hotel, Motel, and Resort

FOR COMMERCIAL LENDING
AA Commercial Lending & Mortgage

Accurian Agency, LLC
2000 Clearview Ave. Suite 202
Atlanta GA 30340

INDIA PLAZA

High Quality Indian Supermarket
www.indiaplazallc.com

2905 Jorda Court
Suite E
Alpharetta, GA 30004

info@indiaplazallc.com
Tel: 678-867-0388
Fax: 678-348-7239

LET US HELP PROTECT YOUR DREAMS.
MOHAMMED RAHMAN AGENCY
1685 Church St, Suite 209
Decatur, GA 30033
Office: (404) 260-5344
Cell: 678-707-2276
mrahman@amfm.com
(LOCATED INSIDE PATEL PLAZA)
AMERICAN FAMILY INSURANCE
24-HOUR CLAIMS REPORTING & CUSTOMER SERVICE 1-800-MYAMFAM (692-6326)
HOME | AUTO | LIFE | BUSINESS | FARM & RANCH AMFAM.COM
American Family Mutual Insurance Company, American Family Insurance Company, American Family Life Insurance Company, American Standard Insurance Company of Ohio, American Standard Insurance Company of Wisconsin, 6000 American Parkway, Madison WI 53783 010996 7/15 ©2015
Some auto products underwritten by The General®, 2636 Elm Hill Pike, Nashville, TN 37214

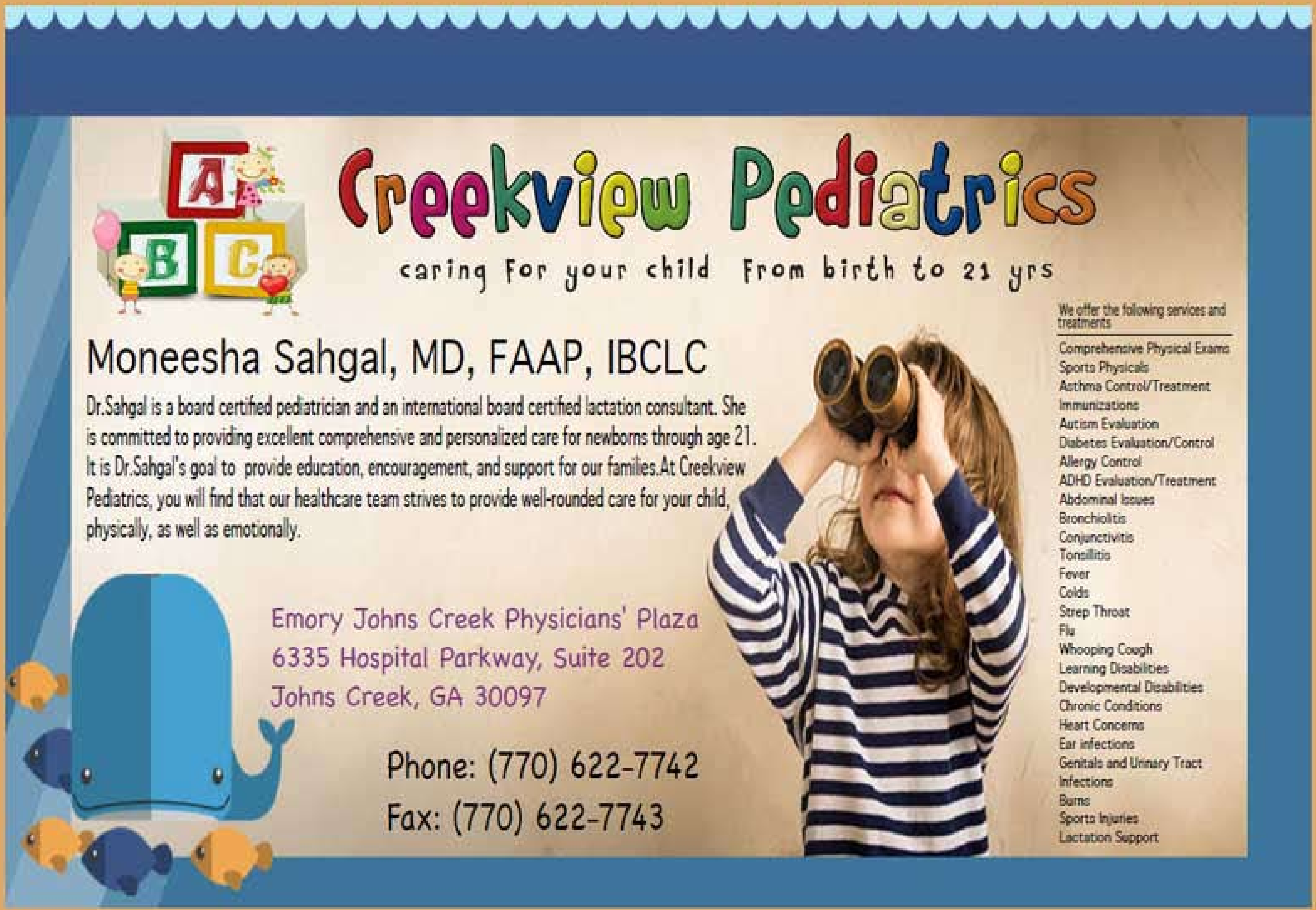

Creekview Pediatrics
caring for your child from birth to 21 yrs
Moneesha Sahgal, MD, FAAP, IBCLC
Dr.Sahgal is a board certified pediatrician and an international board certified lactation consultant. She is committed to providing excellent comprehensive and personalized care for newborns through age 21. It is Dr.Sahgal's goal to provide education, encouragement, and support for our families.At Creekview Pediatrics, you will find that our healthcare team strives to provide well-rounded care for your child, physically, as well as emotionally.
Emory Johns Creek Physicians' Plaza
6335 Hospital Parkway, Suite 202
Johns Creek, GA 30097
Phone: (770) 622-7742
Fax: (770) 622-7743
We offer the following services and treatments
Comprehensive Physical Exams
Sports Physicals
Asthma Control/Treatment
Immunizations
Autism Evaluation
Diabetes Evaluation/Control
Allergy Control
ADHD Evaluation/Treatment
Abdominal Issues
Bronchiolitis
Conjunctivitis
Tonsillitis
Fever
Colds
Strep Throat
Flu
Whooping Cough
Learning Disabilities
Developmental Disabilities
Chronic Conditions
Heart Concerns
Ear infections
Genitals and Urinary Tract Infections
Burns
Sports Injuries
Lactation Support

Need an affordable Medicare plan that's in step with your life?

I Can Help!

Choosing the right Medicare coverage can be confusing.

I can help you find the Medicare plan that's right for you and your budget.

Call me at 404-234-3680 for personalized service today!

HealthMarkets Insurance Agency

Medicare | Health | Small Group | Life | Supplemental

H B Sampat
Licensed Insurance Agent

health markets®

404-234-3680

hsampat@healthmarkets.com

This is an advertisement. HealthMarkets Insurance Agency is the d/b/a, or assumed name, of Insphere Insurance Solutions, Inc. which is licensed as an insurance agency in all 50 states and the District of Columbia. Not all agents are licensed to sell all products. Service and product availability varies by state. HMIA000556

দেবী

অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরি, কলকাতা

Scene 1 - Ext/Int - North Kolkata mansion - Day

বনেদী বাড়ীর ঠাকুর দালান। মহালয়া পেরিয়ে গেছে, চারদিকে সাজ সাজ রব। একচালার প্রতিমায় রঙের প্রথম প্রলেপ লাগাচ্ছেন শিল্পী সুনীল পাল, আর তার নাতনী (আট বছরের) খেলাচ্ছলে তাঁকে সাহায্য করছে রঙ গুলো গুলে দিয়ে। অসিতবরন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে রঙের কাজ।

হন্তদন্ত হয়ে অমিয়রঞ্জন ঢোকে দালানে, পেছনে তাঁর স্ত্রী। হাতে mobile phone টা বেজে ওঠে।

অমিয়ঃ সুনীলদা, হাত চালান, রঙ শুকোতে তো ষষ্ঠী কাবার হবে।

সুনীলদা (না তাকিয়ে) : সবুরে মেওয়া ফলে মহাশয়.....

(চাতাল)
অন্তরাঃ অনিকের ফোন, অনুরা তো প্রায় পৌঁছে গেছে, কি যে হবে!

(সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে)

অমিয় জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়, এত tension কেন?

অন্তরাঃ আঠারো বছর বাদে এ বাড়িতে পা ফেলছে ..... তোমার moody বোন, সঙ্গে মেয়ে, যাকে আমরা চোখেও দেখিনি।

অমিয়ঃ কি যে বল, অনু শক্ত মেয়ে, moody মোটেই নয়। একা হাতে ওর মেয়েটাকে মানুষ করেছে, কজন বাঙালী মেয়ে পারবে?

অন্তরাঃ আরে আমার তো চিন্তা ওর মেয়েটাকে নিয়ে - ও দেশে জন্মেছে, বড় হয়েছে। এখানে এই পূজো বাড়িতে কি খাবে, কি পড়বে, ধূপ ধুলো সহ্য হবে কিনা ! আর .... মা-মেয়ে হঠাৎ - দাবি দাওয়ার কথা মনে পড়েছে নাকি!

অমিয়ঃ অবান্তর কথা বোলোনা।

অসিতবরণ তাঁর স্ত্রীকে (দালানের corridor এ দাঁড়িয়ে আছে) ইশারা করে নীচে আসতে।

Main entrance এর বাইরে গাড়ির হর্ণ শোনা যায়।

অমিয়ঃ ওই তো এসে গেছে ওরা ....

সুনীলদার নাতনী জামায় হাত মুছে ঘুরে তাকায়। লাগেজ নিয়ে দালানে ঢোকে অমিয়র ছেলে অনিক, তার পেছনে অনুরাধা ও তার মেয়ে লালী (যাকে দেখে বাঙালী বলে মনে হয় না)।

অনিক বংশীকে ডাকে লাগেজগুলো নিয়ে যেতে। লালী, "আমি .... লালী" বলে হাত বাড়িয়ে দেয়। অনুরাধা তার দাদাকে hug করতে যায়।

অমিয়ঃ অবশেষে .... আগমন হল !

প্রায় কাকতালীয় যোগে দূরে কোথাও উলু ধ্বনি ও শাঁখ বেজে ওঠে। সুনীলদা কাজ বন্ধ করে তাকায় লালীর দিকে। তাঁর নাতনী যেন অজানা ভয়ে জড়সড় হয়ে দাদুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত লালীকে দেখতে থাকে। বংশী একে একে suitcase গুলো নিয়ে যাচ্ছে। একটা লাল, expensive case, এখনও রয়ে গেছে। অন্তরা notice করে case এর গায়ে লেবেলঃ "Lali Rahman .... Address ...."

অনুরাধাঃ দাদা, লালী কিন্তু ভীষন excited .... ওর জীবনের প্রথম পূজো, প্রথম মামার বাড়ি ....
(কানে কানে) তা বলে বেশী pamper কোরো না।

www.baga.net

Scene 2 - Int - Grandma's bedroom - Day

একটা পুরোনো ধাঁচের বেডুমের দরজা খুলে যায় - ভেতরে পুরোনো teak এর আসবাব four poster bed, একটা family photograph, ইত্যাদি।

অমিয়রঞ্জনের voice over ভেসে আসেঃ তোমার দিদিমা চলে যাওয়ার পর ঘরটা বন্ধই থাকে। আজ তোমার জন্য খোলা হোলো।

লালী ঘুরে ঘুরে সব দেখতে থাকে - খাট, আলনা, আলমারি, দেরাজ - সব কিছুতে যেন এক অসম্পূর্ণ কাহিনীর ছোঁয়া। Balcony র দরজা হাল্কা করে খুলে দেয় লালী, শরতের নরম রোদ তার মুখ আলো করে এগিয়ে যায়। একটা দেরাজ সন্তর্পণে টানে - একটা জীর্ণদশা মোটা খাতা - "আমার রন্ধন প্রণালী" - কনকপ্রভা বসু চৌধুরী।

একটা হাল্কা পায়ের শব্দ একট এগিয়ে এসে থেমে যায়। লালী ঘুরে তাকায় - বাইরে চুপিসারে এসেছে হাতে রঙ মাখা সুনীলদার নাতনী। মুখটা দুষ্টুমি ভরা, যেন কিছু তাল আছে তার। লালী হাত বাড়িয়ে মিষ্টি স্বরে বলে, আমার নাম লালী। বাচ্চাটা হাত বাড়ায় না, মিটি মিটি হাসতে থাকে, তারপর চকিতে বলে ওঠে, আমি হলাম কালি। বলেই দৌড়ে পালিয়ে যায়।

Scene 3 - Ext - Staircase - Day

কালি bannister বেয়ে বিপজ্জনক ভাবে নামছে। বংশী এক তাড়া শাড়ি নিয়ে উঠছে। বংশী হাঁই হাঁই করে ওঠে।

বংশীঃ বাঁদরী, সব্বনাশ ঘটাবি তুই ....

কালি (ভেঙায়) ঃ কচু, আমি কালি/ কলকাত্তাওয়ালি/ খেল দেখাব/ বাজবে তালি।

বংশী শাড়ির গাঁঠিটা তার দিকে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করে।

www.baga.net

Scene 4 -Int - Amiyo/Antara's bedroom - Day

খাট, single sofa - সব কিছুর ওপর অজস্র শাড়ি ছড়ানো। অন্তরা, অমিয় ও রঞ্জনা কিছু একটা খুঁজছে। অন্তরা খুবই বিরক্ত। অসিতের স্ত্রী রঞ্জনাও একের পর এক শাড়ির প্যাকেট খুলছে।

অন্তরাঃ তুই একবার ওপরের ঘরের আলমারিটা দেখত, তাড়াতাড়ি যা। (রঞ্জনা বেরিয়ে যায়) কোন মানে হয় - কিছুই মাথায় আসছে না। কোথায় রেখেছি - সারা কলকাতা চষে বেরিয়ে পছন্দ করলাম ....

অমিয়ঃ অত সুন্দর সাবেকি শাড়ি - কি যে করো তুমি।

অন্তরাঃ সাবেকি দেখে বাছলুম, কিন্তু ...একটা কথা বলি? লালীর সুটকেসের গায়ে দেখলাম একটা লেবেল সাঁটা - লালী রহমান - ওই সারনেমটা কেন দিল অনু, মেয়ে হওয়ার পর যার বাবা দু বছরও থাকেনি।

অমিয়ঃ After all সিরাজুলের সঙ্গে তো এক সময় গভীর প্রেম ছিল, অনু হয়ত সেটার প্রতি সম্মান রাখতে চেয়েছে। জেদও হতে পারে। মা তো কোন দিন সম্পর্কটা মেনে নেয় নি; অনুও মাকে, মেয়ে হওয়া, ডিভোর্স, কিছুই জানাতেও চায়নি। বেচারি লালী, দিদার শুধু গল্পই শুনলো ....

শাড়ির গাঁঠি নিয়ে বংশী ঢোকা মাত্র অন্তরা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অন্তরাঃ ওই তো, বাব্বা! বাঁচলাম!

শাড়ির অর্ধেকটা খুলে ধরে অন্তরা, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় স্বামীর দিকে।

অন্তরাঃ মিস লালী রহমানের .... পছন্দ হবে তো?

(পঞ্চমী)
দূরে কোথাও মৃদু তালে ঢাকে কাঠি পড়তে থাকে।

Scene 4A - Ext - Staircase to rooftop - Late afternoon
(পঞ্চমী বিকেল) --------- (লোহার সিঁড়ি, Bridge)

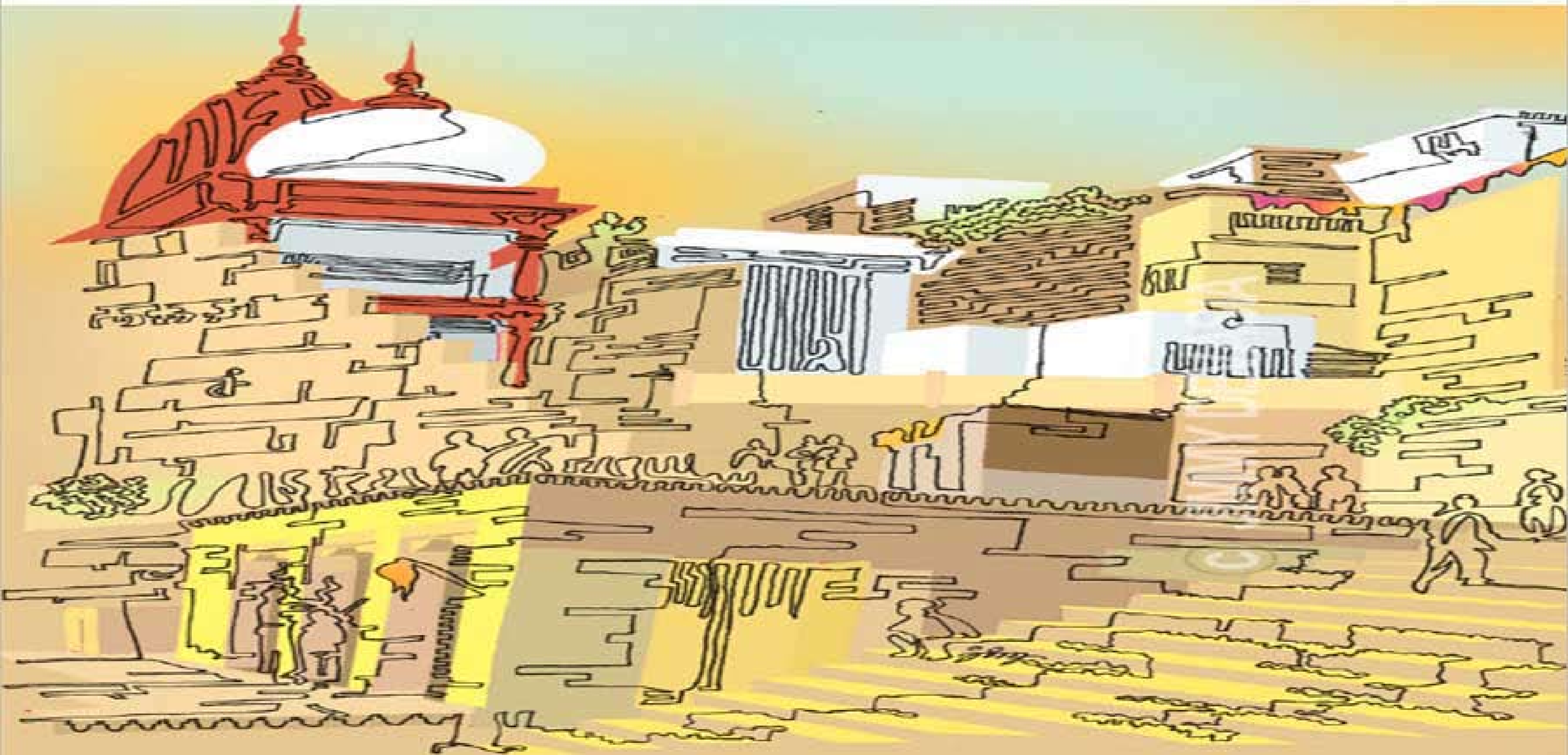

দু জোড়া পা ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে চলেছে। অনিকের গলা (অফ স্ক্রীন) : এ বছর বাড়িটার বয়স হবে ১৫৭। ঠাম্মার কাছে কত যে story ছিল, এই পাড়াটার, এই বাড়িটার। Now there is nobody to tell those stories!

ওরা ছাতে এসে গেছে।

লালীঃ I wish I met dida .... At least once.

কলকাতার skyline এ সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

Scene 5 - EXT - Corridor to courtyard - Night

একটু রাত হয়েছে। দোতলার করিডোর থেকে বাড়িটার ঝরা রূপের লাবণ্য দেখছে লালী। তার চোখ গিয়ে থামে ঠাকুর দালানে। সেখানে এখন সুনীলদা আর তার নাতনী ছাড়া আর কেউই নেই।

নিচে নেমে আসে লালী। সুনীলদা খুবই মনোযোগ দিয়ে তুলি টানছে। আর তার নাতনীও নিজের বানানো একটি মাটির মুখোশের ওপর আঙুল দিয়ে রঙ বুলিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটাকে দেখে মায়া হয় লালীর, তার একরাশ ঝাঁকড়া চুলে আঙুল বোলাতে থাকে লালী। হঠাৎ বাচ্চাটা আঙুল তুলে লালীর গালে একটা পোঁচ লাগিয়ে দেয়। তারপর কুলকুল করে হাসিতে ফেটে পড়ে গড়াগড়ি দিতে থাকে।

Scene 6 - Int - A bedroom - Night

দ্রুতপায়ে ঘরে ঢোকে লালী, আয়নার সামনে দাঁড়ায় - তার গাল থেকে চিবুক অব্দি একটা হাল্কা নীল দাগ। সে আঙুল দিয়ে রঙটা একটু তুলে দেখে, তারপর আয়নায় একটা ফোঁটা দিয়ে দেয়। তাকে খুবই তৃপ্ত দেখায়।

Scene 7 - Ext - The courtyard - Morning

ষষ্ঠীর সকাল, আরতি চলছে। সকলে দালানে। প্রথমে অমিয় ঘুরে তাকায়, তারপর সকলেই - লালী সেই সাবেকি শাড়িটা পড়ে রাজহংসীর মত এগিয়ে আসছে। লালী একটু অস্বস্তিতে পড়ে। হঠাৎ তার খেয়াল হয় সে এক কানে দুল পরতে ভুলে গেছে। ছুটে ওপরে উঠে যায়।

Scene 7A - Ext/Int - Corridor - Day

দিদিমার ঘরের সামনে এসে স্থির হয়ে যায় লালী। ভেতরে দিদার ছবিতে যত্নে মালা পরিয়ে দিতে থাকে অনিক। তারপর একটা ধূপ জ্বেলে প্রণাম করে। তারপর অনিক চোখ খুলে দেখে, পাশে লালীও হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। অনিক হাতটা বাড়িয়ে দেয় আর বলে - happy ষষ্ঠী।

Scene 8 - Int - Night

সেই রাত, লালী শাড়িটা ভাঁজ করে দেরাজে রাখতে গিয়ে সেই খাতাটা আবার দেখতে পায়, বার করে এনে বিছানায় বসে। (গানের প্রথম স্তবক)

খাতাটায় দিদুনের সই করা আছে, আর একের পর এক রেসিপি লেখা আছে .... পাশে ছড়াও লেখা আছে।

Voiceover -

ওলো আমার সই, রাঁধছ তেল কই।
স্বাদ ফেরাতে শেষের পাতে দিও মিষ্টি দই।
খাঁটি তেলটি ঢালিয়া, করো কাতলার কালিয়া।
সবজি যদি সেদ্ধ কর গোটা
তাতে দিও কাঁচা তেলের ফোঁটা।

Scene 8A - Int/Ext - Corridor/ Bedroom - Night

লালীর জানলায় অনিক।

www.baga.net

অনিকঃ কি? এখনো ঘুমোওনি! You are ok তো?

Scene 8B - Ext - Corridor - Night

লালী আর অনিক বারান্দায় .... চাঁদের আলো, nostalgic পরিবেশ, নিঝুম বাড়িতে ওরা দুজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

লালীঃ Actually, Ma missed didun a lot .....

অনিক ওর দিকে তাকায়। লালীর চোখে চিকচিক করছে জল।
লালীঃ I missed my family too. আমি .... I never had a family!

অনিকঃ অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়।

Scene 8C - Ext/Int - Corridor/bedroom - Night

রাত আরও বেড়েছে। লালী ঘরের দিকে ফিরছে। সে নজর করে মায়ের ঘরেও আলো জ্বলছে। জানলার পর্দা সরিয়ে দেখে মা আধশোয়া হয়ে উদাস মুখে অনির্দিষ্ট চোখে তাকিয়ে আছে।

লালীঃ ঘুম আসছেনা, jet lag চলছে?

অনুঃ (লালীর দিকে না তাকিয়ে) - jet lag না সোনা ... স্মৃতির মিছিল তাড়া করছে আমায় ... এখন আর পালাবার পথ নেই। (দীর্ঘশ্বাস) পর্দাটা টেনে দাও।

লালী পর্দাটা টেনে দিয়ে এগিয়ে যায়।

Scene 9 - Montage of shots

(মন্তাজ, পরদিন সকালে) - গানটা চলতে থাকে/ লালী আর অনিক একটা auto-য় চড়ে যাচ্ছে/ চারপাশে সকালের কলকাতা/ তারা বাজারে যায়/ মাছ ওজন করা হয়/সব্জি কেনা হয়/grocery করা হয়।

Scene 9A - Int - Kitchen - Day

লালী খুব মনোযোগ দিয়ে রান্নার আয়োজন করছে। বারবার দিদুনের খাতাটা খুলে দেখছে, অনিক ওকে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

Scene 10 - Int - Dining area - Day

ডাইনিং টেবিল, সপ্তমীর লাঞ্চ। একের পর এক খাবারের ঢাকনা সরে যাচ্ছে। অমিয় নাক দিয়ে গন্ধ টেনে নিচ্ছে। একটু দূরে লালী, অনিক। কালি, অন্তরাও আছে। চুল ও চশমা ঠিক করতে করতে অনুরাধা ঢোকে।

অনুঃ বউদি! What have you done! My God!

অন্তরাঃ Surprise! Surprise! আমি কিছুই করিনি। Guess করো কে করেছে।

অনিকঃ লালী।

সকলে অবাক। অনু চাপা একটা গর্ব অনুভব করে।

অনিক লালীর দিকে তাকায়।

লালীঃ রেসিপি কিন্তু দিদুনের।

লালী অমিয়র ভাতের মধ্যে গর্ত করে ডাল ঢেলে দেয় ....

অমিয়ঃ কি আশ্চর্য, একেবারে তোমার দিদার মত করে ডাল দিলে।

(Dissolve)

www.baga.net

(On food shots again) -

Amiyo says: পুরো মা ....মা ফিরে এসেছে আজকে।

অনুর চোখে জল, সকলের মুখে হাসি।

Scene 11 - Ext - Courtyard - Day

সিঁদুর খেলা, প্রতিমা গাড়িতে ওঠানো হয়েছে, ঠাকুর বরণ হচ্ছে।

দশমী, বাড়ির সকলে সামনে দাঁড়িয়ে, লালী আর অনিক পাশাপাশি। অনু সিঁদুর মাখিয়ে দেয় অন্তরা আর রঞ্জনার গালে। তারপর অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, " আসছে বছর আবার আসব ...."

Scene 12 - Int - Bedroom- Day

লালী suitcase এর চেন টানছে। সেঁটে থাকা লেবেলটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে - Lali Rahman .... Address .....।

Scene 13 - Int - Staircase - Day

বংশী লাগেজ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

Scene 14 - Ext - Main entrance - Day

ঠাকুর দালানে সকলে দাঁড়িয়ে, সকলেরই মুখে বিষাদের ছায়া।

অনু আর অন্তরা একসঙ্গে হাঁটছে।
অনুঃ বৌদি ....অভিমানে নিজেকে আহত করেছি, তোমাদেরও আঘাত দিয়েছি। পারলে ....ক্ষমা করে দিও।

লালী সকলের দিকে এগিয়ে আসে। সে প্রথমেই অনিককে হাগ করে, অনিক একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়, তারপর সে একে একে অমিয়, অসিত, রঞ্জনা আর অন্তরাকে প্রণাম করে। এর পর বংশীকেও পা ছুঁইয়ে প্রনাম করে। বংশীর চোখে জল আসে, সে লালীর মাথায় কাঁপা কাঁপা হাত রেখে বলে, আবার এসো মা ....

অমিয় এবার লালীকে তার দিদিমার রেসিপির খাতাটা উপহার দেয়।

অমিয়ঃ এটা .... তোমারই প্রাপ্য। তুমিই এর যোগ্য উত্তরাধিকারী।

লালী আর অনু গাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়।

Scene 15 - A corner of the courtyard - Day

বংশীর নাতনী একটা কাগজে মুখোশের মত কিছু একটা মুড়ছে। হটাৎ তার নজরে পড়ে লালী আর তার মা গাড়ির দিকে এগোচ্ছে। বাচ্ছা মেয়েটার যেন প্যানিক এটাক হয়। সে মরিয়া হয়ে দৌড়তে শুরু করে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকদের দঙ্গলকে সরিয়ে দৌড়তে থাকে।

Scene 16 - Ext/Int - Car outside - Day

গাড়ি স্টার্ট দেয় ড্রাইভার, গাড়ি এগোতে থাকে। বংশীর নাতনী পাগলের মত দৌড়চ্ছে - সে পেছনের জানলার কাঁচে এসে পড়েছে, লালী অবাক এবং আশঙ্কিতভাবে তাকায়। শেষ মুহূর্তে কোন মতে বাচ্ছা মেয়েটি কাগজে মোড়া জিনিসটা লালীর হাতে ধরিয়ে দেয়।

গাড়ি এগিয়ে যায়। বংশীর নাতনী বিষন্ন না তৃপ্ত বোঝা যায় না।

গাড়ির ভিতর লালী কাগজের মোড়াটা খলে - জরীর মুকুট পরা লালী - অবিকল দূর্গার মুখের আদলে - শুধু গাল থেকে চিবুক অব্দি একটা হাল্কা নীল দাগ।

www.baga.net

MEMORANDUM

Mrs. Phyllis Chakravorty

Mrs. Phyllis Chakravorty, wife of Dr. Hari Chakravorty, Atlanta resident and a BAGA member, passed away on August 12, 2016. They were married for 47 years and lived in New York before coming to GA. She was very active for many years as a Republican party committee member of Putnam county, New York. Although a born American, she loved & visited India many times, staying at the village home of her husband & donated generously to the local R.N.C. Girls HS school. We cannot fathom the pain the grieving family is going through. It's a great loss not only to the family but also to the BAGA community at large. She will be missed a lot. Please pray for her departed soul - may GOD grant her soul rest in peace.

Contributed by Dr. Hari Chakravorty

Girish Modi

Thank you Girish Modi for your help with photography
— EC 2016

Better Grades & Test Scores Start Here.

Pay only $20 for the C2 Academic Assessment & in-person review of the results* ($120 value)

- ✓ SAT · ACT · PSAT
- ✓ SSAT · ISEE
- ✓ State Testing
- ✓ College Admissions
- ✓ New SAT · New PSAT
- ✓ AP · IB Exams
- ✓ Study Skills
- ✓ Subject Tutoring
- ✓ Homework Help
- ✓ Summer Programs

C2 Hamilton Mill
2463 Hamilton Mill Parkway, Suite 205
Dacula, GA 30019
(770) 614-7708

C2 Lambert
3590 Old Alabama Rd
Suite 202
Suwanee, GA 30024

C2 Johns Creek
3630 Peachtree Parkway, Suite 504
Suwanee, GA 30024
(770) 495-7756

C2 Snellville
1850 Scenic Hwy, 115
Snellville, GA 30078
(770) 978-4350

C2 Medlock Bridge
9775-R Medlock Bridge Road
Duluth, GA 30097
(770) 495-8805

C2 Sugarloaf
6555 Sugarloaf Parkway, Suite 301
Duluth, GA 30097
(678) 417-1300

C2 Old Alabama
3000 Old Alabama Road, Suite 117
Johns Creek, GA 30022
(678) 867-2142

C2 Suwanee
3463 A Lawrenceville Suwanee Rd, #103
Suwanee, GA 30024
(770) 614-3455

C2 education
be smarter.

C2educate.com

*New students only. Participating centers only. Expires 11/30/15. Copyright © 2015 C2 Education. All rights reserved.

ATMAN MEHTA
MEMORIES TO LAST A LIFETIME!
770.450.8019
www.Deals2Travels.com
atman.mehta@CruisePlanners.com
Cruise Planners-Atman Mehta

CRUISE PLANNERS
Your Cruise and Land Specialist

Call today for the best land and cruise packages available and ask for special all-inclusive rates!

Discover your child's true potential.

There is nothing quite like the authentic Montessori Method. This transformative experience leads children to true self-discovery about themselves—and their future. Here, your child will experience:

- Certified Montessori teachers
- Mixed-age classrooms
- Practical, hands-on learning experiences
- Full complement of Montessori equipment

NOW ENROLLING.

Medlock Bridge Montessori School

5815 Medlock Bridge Pkwy. • Johns Creek, GA • 770.623.1965 • **Montessori.com**

This institution is an equal opportunity provider. ©2016 La Petite Academy, Inc. DMU5

montessori unlimited®

Where self-discovery happens.

WE MAKE YOUR SMART KID

EVEN SMARTER

Give your child an academic advantage!

Kumon helps accelerate your child's math and reading skills —from as young as age 3 all the way through high school. Kumon students of every age:

- become more confident, independent self-learners
- master new challenges on their own
- in many cases, study above grade level

FOR AGES 3+

Schedule a FREE Parent Orientation today!

Kumon Math & Reading Center of Johns Creek - South

6000 Medlock Bridge Pkwy, Ste. C-100, Johns Creek, GA 30022

770.623.5959 • kumon.com/johns-creek-south

Instructor Aparna Ravuri wishes the Bengali Community a very happy Durga Puja.

KUMON®

To

BAGA Family

Sharadiya Shubhechha

Alpha Medical

ROSWELL -- ALPHARETTA -- CRABAPPLE -- CUMMING

EMERGENCY APPOINTMENTS

SAME DAY APPOINTMENT / WALK-IN WELCOME

ALPHA MEDICAL

Dhiraj A. Patel M.D. & Associates

BOARD CERTIFIED PHYSICIANS AFF. WITH N. FULTON HOSPITAL

FAMILY PRACTICE -- INTERNAL MEDICINE – GERIATRICS

ALPHARETTA MEDICAL

Professional Park

401 South Main Street, Suite A4
Alpharetta, GA 30009

770-772-4044

medalpha@bellsouth.net

www.alphamedicalonline.com

Accepting:

Most HMO/PPO Plans,
Medicare.Medicaid,
Auto Insurance &
Worker Compensation

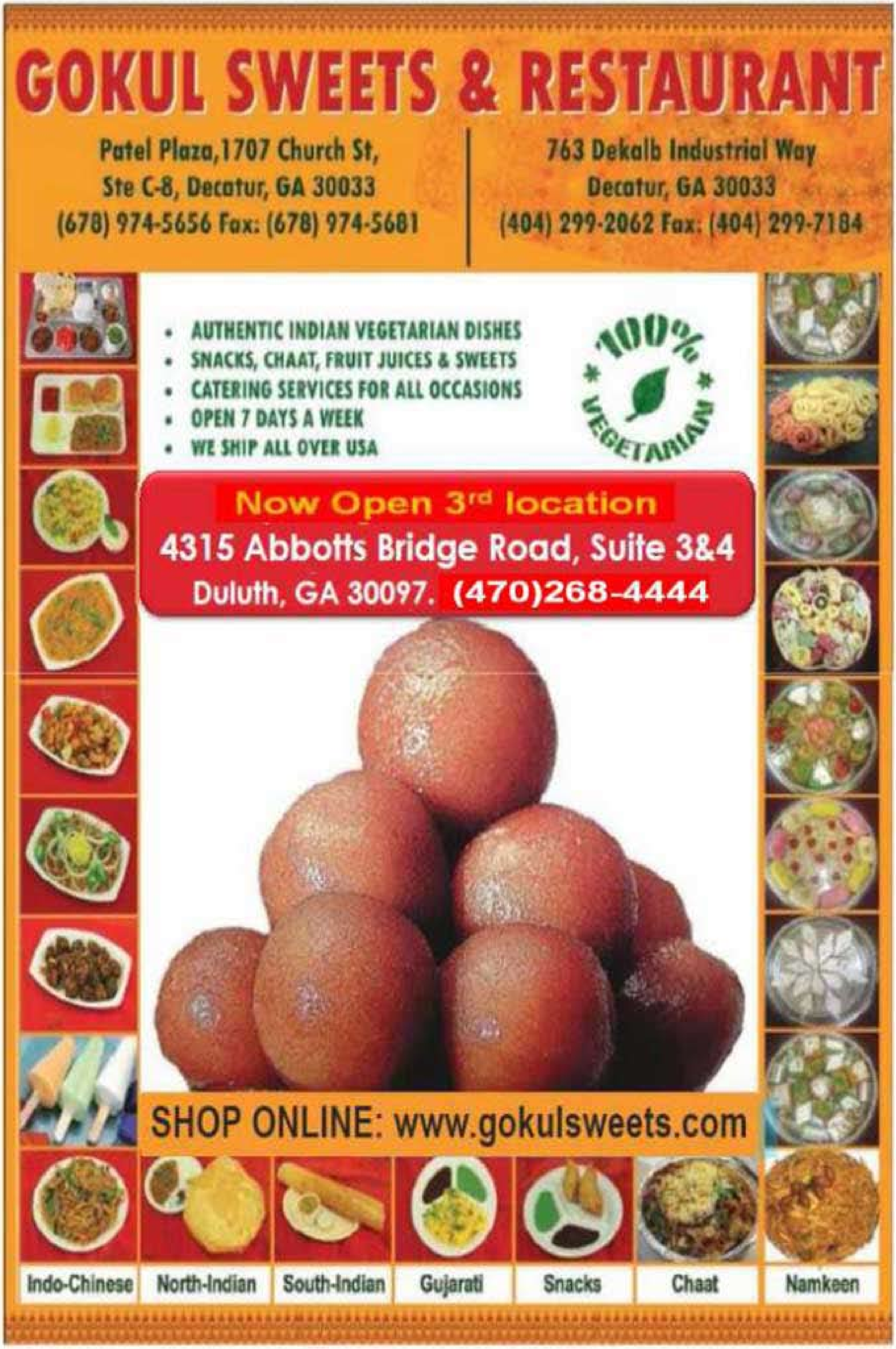
GOKUL SWEETS & RESTAURANT
Patel Plaza,1707 Church St,
Ste C-8, Decatur, GA 30033
(678) 974-5656 Fax: (678) 974-5681
763 Dekalb Industrial Way
Decatur, GA 30033
(404) 299-2062 Fax: (404) 299-7184
• AUTHENTIC INDIAN VEGETARIAN DISHES
• SNACKS, CHAAT, FRUIT JUICES & SWEETS
• CATERING SERVICES FOR ALL OCCASIONS
• OPEN 7 DAYS A WEEK
• WE SHIP ALL OVER USA
100% VEGETARIAN
Now Open 3rd location
4315 Abbotts Bridge Road, Suite 3&4
Duluth, GA 30097. (470)268-4444
SHOP ONLINE: www.gokulsweets.com
Indo-Chinese
North-Indian
South-Indian
Gujarati
Snacks
Chaat
Namkeen

Relocation

D.J. Chakraborty

The new apartment felt dismal, but it was all her mother and father could afford. Leila resented the constant moving. She cried in the shower, stopped crying, and gave herself a silent pep talk. She completed her weekly beauty routine of deep conditioning her lustrous, raven hair and placed her books into her backpack and thought about the trigonometry test tomorrow. She was confident, for math had always been her favorite subject. Trigonometry turned out to be easier than geometry. Since she had liked algebra better than geometry, everyone including her parents, teacher, and counselor warned that trigonometry would be too demanding and suggested that Leila better skip math in eleventh grade. She was thankful to ignore their *helpful advice* because trigonometry actually brought it all together and being a star student made this relocation bearable.

She ambled into her brothers' room and hugged them. As always she told them how proud she was admiring their strength and courage. Two-year-old Robby was conceived to provide bone marrow for four-year-old Bobby who suffered from multiple myeloma cancer of the bone marrow. World renowned experts like Dr. Brian M. Durie did not come cheap; furthermore healthcare was not the place to accept lower standards. Treating childhood cancer bore a higher emotional cost than the financial one.

Leila stepped out into the balcony and performed her routine stretches; cheerleading was another passion. Dance was her favorite form of creative expression. Cheerleaders had further responsibilities. A good cheerleader should maintain a proper image, be a role model among fellow students, and properly represent the school on and off campus, during or after school hours. What would happen if they knew her real address at 421 Shady Grove

Apartments – in the shady part of town? Down in the splits, Leila looked out at the sunset. It was the best hour when the sun was pleasant after the scorching heat of the day.

Behind the apartments' grassy hillock stood the church where many of their neighbors flocked on Tuesdays to procure donated food and clothing. Beyond lay the empty parking lot of an abandoned strip mall. Many upstanding citizens were complaining to the city council that empty, dilapidated store spaces were encouraging unsavory activities like drugs. Leila saw a young teenage boy bouncing a rubber ball. He seemed to be playing interactively with someone, but she could not see anyone else.

The next day, Leila walked over to play with him. He was fourteen and attended seventh grade at Woodland Middle School. Leila related that she was a junior at Woodland High School and her name meant *night* in Arabic. His name was Gem; the language and meaning he could not say. Gem was smart; they enjoyed playing and studying together. Math was also his favorite subject. Due to a tragedy he was left back two grades, but hoped to make it up and graduate from high school with honors. He oddly would not visit her home. Gem was very polite and called her *Ma'am* which also sounded odd as their age difference was only two years. His mother would come running and call him home if it got late. Leila's mother felt uncomfortable with the friendship, he could be harmful…

"He is not harmful – unless you are a racist!" Leila cried.

Days passed pleasantly building a friendship; playing, helping each other with homework, not worrying about judgment or illness. All was well, until the accident. Was it an accident? In the middle of playing, Gem suddenly abandoned his favorite ball and ran in front of an oncoming truck. Leila ran behind and pushed him out of the way. Although uninjured they both went to the hospital where Gem's mother came and told Leila that her son's proper name was Gemini meaning *twins*. He had lost his twin brother the day they were born, but the brother still monopolizes his affection. The brother had dragged him into traffic because he was resentful of Gemini's friendship with Leila.

www.baga.net

Sarad Shubhecha...
From our home to yours.
Have a blessed Durga Puja!
From
Shantanu & Debarati Paul Family

দুখিরাম

পরাশর শর্মা, অগাষ্টা

দুখি রামের বড় দুঃখ। মা বাবার দেয়া এই নামটা ধরে আর কেউ ডাকে না। ডাকে কুঁড়ে রাম বলে। যারা ডাকে তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। দুখিরাম সারা দিন বাড়ির লাগোয়া আটচালায় শুয়ে থাকে আকাশের দিকে চেয়ে। কাজকর্ম কিছু করে না। দুখি রামের বাড়ির অবস্থা একদম খারাপ নয়। বাবার কিছু জমি জায়গা আছে। ভাইগুলো এটা ওটা কাজ করে কিছু রোজগার পাতি করে। দুখিকে শুয়ে থাকতে দেখে ভাইয়েরা বলে - কি রে, সারা দিন শুয়ে আছিস যে ? কিছু কাজকর্ম করতে পারিস না ? আমরা খেটে মরছি।

দুখি বলে, তোরা আমাকে শুয়ে থাকতেই দেখিস। শুয়ে শুয়ে যে তোদের উন্নতির চিন্তা করি সেটা তো দেখিস না।
এই ভাবে চলছিল। একদিন ভাইদের কথা আর সহ্য করতে না পেরে দুখি বাড়ি ছাড়ল। বলে গেল আমার চেয়ে বড় কুঁড়ে যদি দেখতে পাই তবেই বাড়ি ফিরবো।

নিজের গ্রাম থেকে বেরিয়ে পাশের গ্রাম দিয়ে যাবার সময় দুখি দেখল এক ছোকরা একটা লগি নিয়ে আমবাগানের দিকে যাচ্ছে আম পাড়তে। ছোকরা আম না পেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে মাটিতে বসে একটা বিড়ি ধরাল।

কি আম পাড়বে না ?

কি যে বলেন ? দেখছেন না আকাশে মেঘ উঠেছে। এখুনি ঝড় আসবে। টপাটপ আম পড়বে। আর আমি পটাপট তুলে নেব। কষ্ট করে পাড়তে যাব ? আমি বোকা আছি নাকি ?

আরে তুই তো বেজায় কুঁড়ে। চল আমার সাঙ্গে আমাদের বাড়িতে, দুখি বলল।

www.baga.net

কি যে বলেন? আর একটু এগিয়ে যান আমার মেজদাকে দেখতে পাবেন।

দুখি এগিয়ে গেল। কিছুটা যেতেই দেখল আর এক ছোকরা কপি ক্ষেতের ধারে টেনে ঘুম দিচ্ছে আর দুটো গরু সমানে
কপি খেয়ে যাচ্ছে।

এই তোর সব কপি গরুতে খেয়ে যাচ্ছে। আর তুই পড়ে পড়ে ঘুম দিচ্ছিস।

দাদা আপনি খুব ভাল লোক। কটা কপি গরুতে খেয়েছে ?

সেটা আমি বলব ?

দাদা এই লাঠিটা দিয়ে গরু গুলোকে বার করে এই গাছটাতে একটু বেঁধে দিয়ে যান।

বটে ? আরে তুই তো বেজায় কুঁড়ে। চল আমাদের বাড়িতে। দুখি বলল।

কি যে বলেন ? আর একটু এগিয়ে যান আমার বড়দাকে দেখতে পাবেন।

দুখি আবার এগিয়ে গেল। একটু যেতেই দেখল একটা পুকুরে একটা ছিপ ফেলা। একটা মাছও গেঁথেছে। মাছটার টানাটানিতে ছিপটা এদিক ওদিক নড়াচ ড়া করছে। কাছে পিঠে কাউকে দেখতে পেল না। একটু এদিক ওদিক তাকাতেই দেখল আর এক ছোকরা মুখে গামছা চাপা দিয়ে দিব্যি নাক ডাকছে। পাশে একটা মাটির কলসি।

এই যে, তোর ছিপেতে মাছ গেঁথেছে। আর তুই ঘুমোচ্ছিস।

তাই নাকি ? মাছটা একটু তুলে দিন না দাদা।

বলিস কি রে ?

দিন না দাদা।

দুখি আর কি করে। ছিপটা জল থেকে তুলল।

দাদ্ মাছটাকে এই কলসিতে রেখে একটু জল দিয়ে রেখে যান। আর কলসির চাপাটা একটু ফাঁক করে রাখবেন।
দুখি রাগে গরগর করতে করতে ছোকরা যা বলল তাই করলো।

দাদা এতই যখন করলেন, এবার বঁড়শিতে একটা নতুন টোপ দিয়ে ছিপটা আবার পুকুরে ফেলে দিন। ভগবান আপনার ভাল করবেন।

দুখি আর থাকতে পারলো না। ছোকরা, তুমি বেজায় কুঁড়ে। সংসার পাতি না করলে তোমার কুঁড়েমি যাবে না।
বিয়ে থা করেছ ?

না।

www.baga.net

বিয়ে থা করবে ?

আপনার হাতে পাত্রী আছে নাকি ?

কি রকম পাত্রী তোমার পছন্দ ?

পোয়াতি (প্রেগন্যান্ট)।

কি বললে ?

এই আট ন' মাসের পোয়াতি। বিনা কষ্টে বংশটা রক্ষা হত। বাড়ির বড় ছেলে কিনা ?

শুনেই দুখি পেয়েছি, পেয়েছি বলে বড় ছোকরার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিজের গ্রামের দিকে পা বাড়াল।

করেন কি ?

চল আমাদের বাড়িতে চল। আমার বাবার জমি জায়গা আছে। থাওয়া পরার কোন অসুবিধা হবে না।

www.baga.net

MASALA

AUTHENTIC INDIAN CUISINE

BANQUET FACILITIES AVAILABLE
CATERING FOR ALL OCCASIONS
WITH FULL SERVICE

Hours: 11:30AM - 10:30PM

1713 Church Street Decatur, GA 30033
Tel: 404-296-9999 Fax: 404-299-3036
www.mirchmasaladecatur.com

All Vegetarian ItemsCooked Seperately

WE SERVE HALAL
حلال
HALAL

LUNCH BUFFET

Mon-Fri: $9.95
Sat & Sun: $10.95
11:30AM-4:30PM

DINNER BUFFET

Mon-Fri: $11.95
Sat & Sun: $12.95
4.30PM-10:00PM

Phone: 770-998-1464
Fax: 770-998-1473
Email: glen.monroe.b9vs@statefarm.com
Web: www.glenmonroe.com

STATE FARM® AGENT

Monroe Insurance Agency Inc.

Glen Monroe

Products Offered
- Auto Insurance
- Home and Property Insurance
- Life Insurance
- Health Insurance
- Banking Products
- Annuities

1875 Old Alabama Road
Unit 310
Roswell, GA 30076-2261

Office Hours: 8:30 to 5:00 M-F
After hours & Saturdays by Appointment

YAJNA PARIVAR

Religious Services

- Anniversaries
- Birthdays
- Business
- Funeral
- House Opening,
- Marriages
- Naming
- Vastu Shanti
- Shanti Havan
- includes Performing Music in Ceremonies

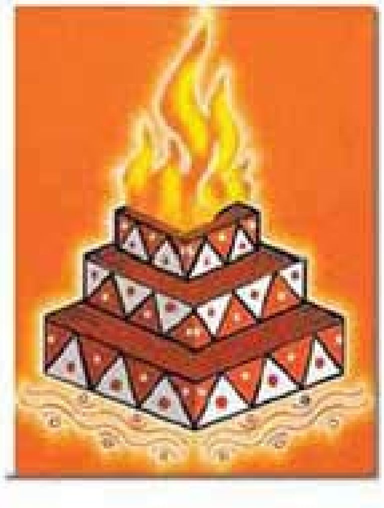

Specialist in Conducting Indian Wedding Ceremonies with full explanation.

Pandit Giri- Call @ 678 665 2301 (c), 770 608 8800 (o), 770 982 6885(h)
Email: yajnaparivar@gmail.com

ENROLL NOW

Private Lessons Online
Ages Available:
Kids/Teens (age 10 - 17)

CLASSES OFFERED:

Visual Art
Computer Graphic
Computer Animation
Architectural Design
Interior Design
Fashion Design
Jewelry Design
Summer Classes
Camps are also available!

www.skaacademy.com
470.545.3202
2645 North Berkeley Lake Road, Building F, Suite 142
Duluth, GA 30096

SKA Academy of Art and Design®
small hands • big impression

Vijaya Collections

Ste 300, 2255 Callaway ct, Cumming GA 30041
Cell # 678 516 4688

Bring you great collection for low prices

Festival Discount Sale on Sarees and Chudidhar, New Stock Arrived in Anarkali Suits, Cotton Kurthi's, Pattu Sarees, Pattu Langas ,Cotton Skirts. Mens & Boys Kurtas and Mens Lenin Shirts

!!!SALE !!! - $12 & up Kurtis

Rahul's Clothing
medawala

Designer Indian Ethnic Wear

*****NEW LOCATION NOW OPEN*****

Beside Suvidha Grocery Store

3495 Peachtree Pkwy #114, Suwanee, Ga 30024

Inside Global Mall

5765 Jimmy Carter Blvd, Suite 104, Norcross, Ga 30071

Dipali Kapadia	Rahul Kapadia	Dharmen Desai
478-262-3499	478-747-9418	478-718-0644

facebook.com/rahulsmedawalausa
Email: rahulclothing71@gmail.com

Sarees, Chaniya Cholis, Lahengas & Dresses

Highglow
22K Gold and Diamond Jewelry
LOS ANGELES
18644-A Pioneer Blvd
Artesia, CA 90701
Tel: 562.402.0112
ATLANTA
1709 Church Street
Decatur, GA 30033
Tel: 404.296.2714
DETROIT
28231 Ford Road
Garden City, MI 48135
Tel: 734 422 6810

কৈলাসের কড়চা

Swapna Gangopadhyay

আমি অঞ্জনা! বহু দিনের কথা ... It was 1993. I just moved to US and Bill Clinton was getting settled in the White House after 12 years of Republican dynasty. Most of the country was delighted with joy seeing the power couple (Bill & Hillary Clinton) in the White House. Some people started saying that Hillary was smarter than Bill and in fact, there was a rumor that Bill was getting ready to run the country with part of Hillary's brain. Well, it was the beginning of a new happy era....Anyway, I remember it was night before দুর্গা পূজা and we were all looking forward to celebrate the Puja in our community hall over the weekend. Moreover, I was in charge of all the ingredients for Puja like ফুল, দুর্বা, চন্দন, etc. It was almost 11:00 PM and I was watching the news on TV. They were talking about Hillary Clinton's initiative on healthcare reform and how much opposition she was facing...All on a sudden, the phone rang and it was my friend Karuna-di on the other end of the phone.

She said, "অঞ্জনা ঘুমাইয়া পরছস"? I said, "না না ঘুমোই নি।"

She said, "কাইলকার কথা ভুলস নাইতো? ফুল, দুর্বা, চন্দন, ওই সকল আনতে ভুলিস না কিন্তু। দুর্বা, দুর্বা আনতে ভুলিসনা কিন্তু। দুর্বা ছাড়া পূজা হইব না। দুর্বা ভুললে কিন্তু সত্যানাস হইয়া যাইবো! এই ইঁট কাঠের রাজ্যে তো দুর্বার বড় অভাব! এতো আমাগো সোনার কইলকাতা না যে বাইরে যাইলেই ভুরি ভুরি দুর্বা মিলব! এ হইল নুঅর্ক, ইঁট কাঠের দ্যাশ। এইখানে মানুষ থাকে? পোড়া কপাল তাই দ্যাশ ছাইরা পরের দ্যাশে পইরা আছি! পূজার সময় কইলকাতার কথা ভাবলেই পরাণটা ফাইটা যায়! ফাফর ফাফর করে ! জায়গ্যে, দুর্বা কিন্তু ভুলিস না।"

I said, "না না করুণাদি, পুজোর জিনিস কি ভুলতে পারি! আপনি কোনো চিন্তা করবেন না ! আমি সব নিয়ে যাব"

We also talked about দুর্গা পূজা, পুজোর বাজার, পারার প্যান্ডেল, ডাকের শব্দ, নতুন সাড়ি, নতুন চটি, পুজোর গান, ইত্যাদি!

While I was talking to her, I was very happy thinking about those stuffs. But, at the end of the phone call I was real sad and felt very homesick. I started missing the actual excitement of Durga Puja and felt very depressed.... I don't know what happened to me. I fell asleep on the sofa and I had a funny dream that I really enjoyed a lot and I would like to share my dream with you today. Hope, you will like it too; and here it goes........

পুজোর মন্ডপটা দারুণ সাজিয়েছেন মদন বাবু! অপূর্ব পুজো করছেন মনোহরণ বাবু! ওনার জোর গলার মন্ত্র আর ব্যাকগ্রাউণ্ডের দুর্গা মার গান শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম!

হটাৎ শুনলাম করুণাদি উচ্চ স্বরে বলছেন, "অঞ্জনা, দুর্বা কই? দুর্বা আনসস? না সাজতে গুজতে গিয়া ভুইলা গেছস?"

www.baga.net

দুর্বা ঘাস খুঁজতে মণ্ডপের পেছনে গিয়ে দেখলাম এক অভাবনীয় দৃশ্য ---- দেখলাম, দেবাদিদেব মহাদেবকে। গায়ে ওনার চোখ ঝলসানো সপ্তরঙে রঞ্জিত হাওয়াইয়ান শার্ট, পরনে ব্যাঘ্রচর্মের শর্টস। কয়েকটা টিভি আর ভিডিও ক্যামেরার সামনে বসে সমানে বলে চলেছেন,

"EarthLink in ... Alien out ...EarthLink in ... Alien out ..."

আমি ভূমিষ্ট হয়ে প্রনাম করে বল্লাম, "হে দেবাদিদেব মহাদেব, আপনি আমার প্রনাম গ্রহণ করুন প্রভু"।

"আশীর্বাদ করি হিলারির মতো স্বনামধন্যা, স্বামীর সন্মান বর্দ্ধনকারিনী নারী হও মা! Stand by your man!", বল্লেন স্বয়ং মহাদেব। Yes, trust me. I am not kidding!!!

প্রথমতঃ, অমন সাজসজ্জা, তার ওপর অমন আশীর্বাদের ধরন দেখে আমি হতচকিত হয়ে নির্বোধের মত বল্লাম, "বাবা কৈলাসের সব কুশল তো"

বাবা বল্লেন, "হ্যাঁ মা, সবই কুশল। তবে ফিল্ড টেস্টিং এর জন্য কৈলাসবাসী বড়ই ব্যস্ত।"

"ফিল্ড টেস্ট? কৈলাসে আবার কি ধরনের ফিল্ড টেস্টিং চলছে বাবা?", জিজ্ঞেস করলাম।

উনি বল্লেন, "ওমা তুমি জানোনা বুঝি? কার্তিক তো গত Summerএ কৈলাসে অভিনব, স্টেট অফ দি আর্ট, অত্যাধুনিক Ultramodern Digital Satellite & Telecom Center উদ্বোধন করে এসেছে। তারই তো ফিল্ড টেস্টিং চলছে মা। তোমাদের এই পুজোটা আমি রিয়েল টাইমে কৈলাসে টেলিকাস্ট করার চেষ্টা করছি। ঐ মনোহরণ বাবু কিন্তু দারুন পুজো করছেন। কে বলবে ভদ্রলোক পুরোহিত নন - ইঞ্জিনিয়ার। আরে, আরে Kailash In .... Alien Out ...Kailash In .... Alien Out ...! দেখো, দেখো মা কৈলাসে পৌঁছে দিয়েছি, আমেরিকার পুজো রিয়েল টাইমে।

সত্যিই তাই । দেখলাম দেবতারা গভীর মনযোগ সহকারে মনোহরণবাবুর পুজো দেখছেন ।

"আজ আমার জীবন সার্থক হলো মা, কার্তিক আমার মুখ উজ্বল করলো। ওর জন্য স্বর্গলোকে আমার সন্মান আরও বৃদ্ধি পেল - ছেলে আমার হিরের টুকরো। এই লিংক ও না বসালে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে দেবতারা একদম হিমসিম খাচ্ছিলেন। বিশেষ করে, তোমাদের সঙ্গে ইউ এস এতে যোগাযোগ রাখা একেবারেই অসম্ভব হতে বসেছিল। তোমাদের জীবনের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হিসেব নিকেশ রাখতে স্বয়ং চিত্রগুপ্তও খাবি খাচ্ছিলেন। এখন সবাই খুশী, একমাত্র যমরাজ ছাড়া। উনি কিছুতেই কম্পিউটারের সাহায্য নেবেন না। সেই পুরাতন পদ্ধতিতে আজও চালিয়ে যাচ্ছেন আর, তার ফলেই দেখনা কি প্রচন্ড ব্যাকলগ্ হয়ে গিয়েছে। দেখছ না, যেখানে গড় আয়ু ছিল ৫০ বছর, সেটা ৭৫ বছরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।"

হঠাৎ ওনার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো ।সার্টের পকেট থেকে ফোন বার করে কিছুক্ষণ আলাপের পর আমায় বল্লেন, "ডলি পার্টোনের প্লাস্টিক সার্জেন সামনের মাসে উর্বশীদের অপারেশন করবেন।"

আমি শঙ্কিত হয়ে বল্লাম, "ওনাদের আবার কি বিপদ হলো বাবা? প্রাণের কোন শঙ্কা নেই তো?"

বাবা বল্লেন, "না, না, বিপদ ওদের হয়নি মা, বিপদ হয়েছে স্বর্গলোকের। কেউ আর আজকাল স্বর্গলোকে যেতে চাইছেনা। সবার ধারণা স্বর্গলোক সেকেলে। বিশেষ করে সবাই বলছে, স্বর্গলোকের বড় আকর্ষণ ছিল অপ্সরীরা, তাদেরই বয়স বাড়ছে। রূপের জ্যোতি কমে গিয়েছে। তাই স্বর্গলোক ঢেলে সাজানো হচ্ছে। হাইটেক যন্ত্রপাতি বসানো হচ্ছে। এই নতুন টেলিকম সিস্টেমের মাধ্যমে স্বর্গলোক ২৪ ঘন্টা টিভিতে খবর, খেলাধূলা আর বিশ্ব ব্যাপি স্টক মার্কেটের হেডলাইন চলবে! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্লাস্টিক সার্জেনদের দিয়ে অপ্সরিদের সর্বাঙ্গ লিফ্ট করানো হবে। খাবারে ফরাসী মেনু বসবে যাতে সবাই স্বর্গবাসটা ভালভাবে উপভোগ করতে পারে। আর মর্ত্যের মানুষ স্বর্গ লাভের জন্য উলুঝুলু করে।"

www.baga.net

একটু থেমে বাবা আবার বল্লেন, "একটা আশ্চর্যের কথা কি জান? ইউ এস এর বাঙালী ছেলেদের কাছ থেকে প্রচুর চিঠি পাচ্ছি। তারা জানতে চাইছেন ইন্দ্রাণী হালদার, অপর্না সেন কোথায় যাবেন? স্বর্গে না নরকে? আরে, সে খবর কি দেওয়া যায়? এসব হল টপ সিক্রেট।"

আবার ফোনটা বেজে উঠলো। কথপোকথন শুনে মনে হল কোন ফ্যাশন ডিজাইনারের সঙ্গে কথা হচ্ছে। আলোচনার বিষয় বস্তু হলো, ফ্যাশন ডিজাইনারের পক্ষে কৈলাসে কাজ করা সম্ভব কিনা। উনি কথা শেষ করে বল্লেন, "এতকাল পরে মনের মত জামা কাপড়ের সন্ধান পেলাম Hawaii তে। প্রাণ আমার ভরে গিয়েছে জামা কাপড় দেখে। কি অপূর্ব রঙচঙে ছাপানো! কি জবা ফুল! এমনকি ধুত্তরা ফুলেরও বিকল্প পেয়ে গেলাম। দেখনা, কি সুন্দর মালা! এটাতো আমি প্রায় তিন মাস ধরে পরছি। কিচ্ছুই হয়নি। কোন লয় ক্ষয় নেই। কি টেকনোলজিক্যাল অগ্রগতি! দেখে চক্ষু সার্থক।"

আপনি হাওয়াই গিয়েছেন বুঝি? জিজ্ঞেস করলাম কৌতুহলবশে।

"হ্যাঁ মা, কিছুতেই যাবনা, কিন্তু পার্বতী ছাড়লো না। বল্ল, হিলারির সঙ্গে হোয়াইট হাউসে দেখা করতে অমন আদুর গায়ে গেলে আমি দেহত্যাগ করবো। শুনে আমি ভয়ে শপিং করতে হাওয়াই গেলুম।"

হাওয়াই ছেড়ে হিলারির কথা শুনতে বেশী উৎসাহী হয়ে পরলাম, "বাবা, হিলারির সঙ্গে আপনি দেখা করতে গিয়েছিলেন বুঝি?"

মহাদেব বল্লেন, "না মা, আসলে গিয়েছিল পার্বতী। আমি সঙ্গে ছিলুম মাত্র। সরস্বতীর মুখে পার্বতীর স্বামীর সম্মোহন, সংস্করণ ও সংস্থাপন করার অভূতপূর্ব ক্ষমতার কথা শুনে হিলারি পার্বতীকে হোয়াইট হাউসে ডেকে পাঠিয়ে ছিল।"

আমি বল্লাম, "দেবী সরস্বতী White Houseএ কি করছেন?"

মহাদেব বল্লেন, "তাও জানোনা বুঝি? সরস্বতী তো হোয়াইট হাউসে একটা বিরাট প্রজেক্টের ওপর কাজ করছেন। বিষয়বস্তুটা হলো একটা Expert System তৈরী করা based on Artificial Intelligence (AI). যেটার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে how Hillary thinks, acts and reacts in crisis."

He lowered his voice and whispered, "By the way, she was amazing and she handled the Paula Jones scandal very well. Outstanding lady!! She stood by her Man all the way. It's not easy, you know."

He went back in track and said, "কি যেন বলছিলুম মা?"

I said, "Saraswati Devi's Expert System।"

He said, "Yes, yes. বয়স তো কম হ'লনা মা। মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলি। ও হ্যাঁ, যা বলছিলুম মা। Product conceptটা হল Hillary's এই বিশেষ মুহূর্তগুলোকে কম্পিউটারে ধরে রেখে উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করা । ভাবতে পার কি অভাবনীয় concept ?"

I said, "তাই তো!"

He got real upset and said "Just তাই তো? Are you kidding?"

I got scared and said "না না ভালো, খুব, খুব ভালো project"

He said, "You are adding insult to injury by saying ভালো, ভালো, খুব ভালো। It is like কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে! Thought you will be real excited and will say, 'WOW it's an Earth Shattering Project!! Unbelievable!! Can't wait to hear more about it, etc.' Nothing? Nothing like that and you are saying just 'ভালো'? I'm real

www.baga.net

insulted with your expression. You know you are talking about my daughter স্বরস্বতী, the most talented & learned woman in the universe...I'm very proud of her and I'm not a very happy camper now. What's your name again?"

I got real scared and started shaking. I didn't want to be in a fight with স্বয়ং মহাদব। I said to myself "Anjana, what are you doing? Are you out of your mind? Have you thought about the consequences?" I didn't know that this project is so critical to him. I kept on thinking "How do I get out of this sticky situation?" হটাৎ প্রাণের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলতে শুরু করলাম, "With due respect, Sir, I would like to say that it is not an Earth Shattering Project at all. In fact, it is an age old dream project for mortal people, like us, who like to defy the power of Gods and Goddesses. Yes, it is a war between "Haves and Have nots". I'm literally shocked to hear that you are allowing us to build this kind of project on earth."

He said, "What are you talking about? I'm not following you."

I said, "বাবা, আপনারা দেব দেবী। আপনাদের অসীম ক্ষমতা। আপনাদের কাছে এসব কিছু নয়। আপনারা এ সবের আবিষ্কর্ত্তা । হাজার হাজার বছর ধরে আপনারা এসব করে চলেছেন। আপনারা আলোর গতিতে বিচরণ করেন। স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা পৌঁছে যান স্বর্গ থেকে মর্ত্যে or vice versa. আমরা মানুষ. আমরা পারিনা. আমরা আপনাদের হিংসা করি. আর তার জন্যই তো মর্ত্যবাসি আবিষ্কার করলো Telephone, Video Conferencing, Email, Internet, etc. to compete with you. আপনারা জানেন কি করে মেঘের আড়ালে যুদ্ধ করতে হয়। তাই তো আমাদের scientists রা invent করেছে নানান রকম war weapons, especially, those weapons that work under the radar in the battle field, after you showed us কেমন করে মেঘদূত মেঘের আড়ালে যুদ্ধ করেছিলেন। We are very much intrigued by your power of manipulating human brains or in your words, 'সম্মোহন করার ক্ষমতা'। তাই আমরা মর্ত্যবাসীরা প্রানপনে চেষ্টা করে চলেছি AI Based Expert System তৈরী করতে to manipulate human brain and not to be under the mercy of our Gods and Goddesses. So, Sir, with due respect, I repeat again 'It is not an Earth Shattering Project. It is an age old feud between মর্ত্যবাসী এবং স্বর্গের দেবদেবী'। To tell you the truth, Sir, they are delivering you the same old wine in a new shiny bottle called 'Expert System' that you have invented thousands of years ago."

বাবা একটু মুষড়ে গেলেন এবং বল্লেন, "ঠিক বলেছো তো। এটাতো কখনো ভেবে দেখিনি। তুমি কি কর মা, তুমি কি এই লাইনে আছ?"

ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়ল। আমি বল্লাম, "না বাবা আমি ওসব বুঝিনা"

বাবা বল্লেন, "তবে এত খবর রাখো কি করে?"

আমি বল্লাম, "বাবা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, 'অকাজের কাজ যত আলস্যের সহস্র সঞ্চয় ----শত শত আনন্দের আয়োজন' । হাতে আমার অনেক সময়। দেশ ছেড়ে এসেছি। বিশেষ কিছুই করার নেই। তাই বসে বসে ভাবি আর অতীত ও ভবিষ্যৎ বাগানের উজ্বল কাল্পনিক ফুলগুলো দিয়ে নানান রঙের সুন্দর সুন্দর মালা গাঁথি সারা দিন ধরে মনটাকে ভুলিয়ে রাখতে, যাতে লাভ লোকসানের হিসাব মেলাতে গিয়ে এই অমূল্য জীবনটাকে অশান্তির জঙ্গলে হারিয়ে না ফেলি, বাবা।"

বাবা বল্লেন, "That's deep ---Too deep for me. ঠিক বলেছ মা. Life is a rare gift, অমূল্য রতন। You need to enjoy it, you need to celebrate life."

I tried to change the subject and said, "আমার কথা আজ থাক বাবা। আপনি আপনার project এর কথা বলুন বাবা" ।

www.baga.net

বাবা বল্লেন, "Yes, yes. I will. But, we need to talk. We need to meet again. দেখি আমি তোমার জন্য কি করতে পারি। I would like to introduce you to স্বরস্বতী। She will love you."

He took a short pause to continue his thought process and said, "হ্যাঁ, যা বলছিলুম, এতদিনে প্রোডাক্টটা বেরিয়ে যেতো। কিন্তু ঐ প্রোগ্রামারগুলো দেরী করে ফেললো। আর সেইজন্য তো product delivery করতে এতটা দেরী হয়ে গেল।"

I asked, "Who was the Program Manager?"

He said, "Don't get me started. It's a can of worms and you don't want to go there. Well, if you insist, I have to say, উনি হলেন তোমাদের প্রিয় 'কলির কেষ্ট'। স্বয়ং Lord Krishna. I don't know why you guys, মর্ত্যবাসী, love him so much. He is the most devious, chronic truth manipulator, womanizing character in the whole world."

I said, "Really!"

He said, "Yes. He was the main problem."

I said, "How is it possible? As we all know, Lord Krishna himself managed the entire কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ in a record time as well as within budget without a single hitch. He planned, architected, designed and deployed the entire program in কুরুক্ষেত্রে in record time. How come he couldn't deliver this simple project on time? Hard to believe...."

He said, "Yes. problemটা হলো কি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতো সুন্দরী programmers ছিলনা, তাই ওটা সম্ভব হয়েছিল। আর এখন তো সুন্দরীদের অভাব নেই। তাই কৃষ্ণলীলা করতে করতে দিন কেটে যায় ওনার। উনি কাজ করবেন কখন?"

He looked at his global watch on his right hand wrist and said, "কি যেন বলছিলুম মা?"

I was kind of lost for a while in his eyes and his unconventional beauty. I was saying in my head, "He looks kind of sexy, ultramodern and fashionable মহাদেব who is ready to move to the 20th century wearing Hawaiian shirt, Bermuda shorts, cryogenic ধুতুরা ফুলের মালা, cheap perfume...Well he looks kind of sexy. Isn't he?"

He repeated again, "কি যেন বলছিলুম?"

I got startled and came back to my senses, and I said, "Yes, we were talking about product delivery delay caused by Program Manager, স্বয়ং Lord Krishna!"

He said, "Yes, yes. That's past. He has been fired and we are back on track again...Well it was a huge mistake to start with and ended up as a long saga. I will tell you about that someday."

He took a little pause and started again, "তবে কি জান? স্বরস্বতীর খসড়া দেখে হিলারি এত খুশী যে আনন্দের আতিশয্যে পার্বতীকে কৈলাস থেকে ডেকে আনলো বিশেষ আলোচনার জন্য। ও স্বয়ং পার্বতীর মুখ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে চায়। জানতে চায় কি প্রক্রিয়ার বলে স্বামীকে সসম্মানে সমাজের ও পৃথিবীর বুকে তুলে ধরা যায়।"

All on a sudden, I saw his eyes got extra bright with love and respect towards his wife, and he started again with a highly excited as well as passionate voice (বাংলায় যাকে বলে "গদ গদ স্বরে"), "জানো তো মা, আমার পার্বতীর কাছে এ ব্যাপারে কেউ খাপ খুলতে পারবেনা। মনে আছে কি ভাবে বাপের উপর অভিমান করে দক্ষযজ্ঞ ভ্রষ্ট করে আমাকে দিয়ে ত্রিভুবন কাঁপিয়ে দিল? নিজে মৃতাবস্থায় পড়ে রইল - আমার মত ভাঙ গাঁজা খাওয়া ব্যক্তিকে সারা

www.baga.net

দেবকুলের কাছে চিরজীবনের মত ধ্বংসের একমাত্র অধিকারী, মহেশ্বরে রূপায়িত করে দিল। কি অপূর্ব মহিমার অধিকারিনী আমার পার্বতী - ভাবতেও বিস্ময় লাগে সেই প্রতিভার জ্যোতি দেখি আমি হিলারির মধ্যে। ও মেয়ে বিলের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখে যাবে। ওকে দেখলে আমার যুবতী পার্বতীর কথা মনে পড়ে। ওদের মধ্যে অস্বাভাবিক মিল । এমনকি নামেরও মিল দেখেছো? পর্বত - পার্বতী আর হিল -হিলারী। White House থেকে বিদায় নেবার আগে Bill Clinton কে বল্লাম, ‘বাবা, তোমার আর আমার মতো ভাগ্যবান পৃথিবীতে আর তৃতীয়টি নেই। যে অমূল্য সম্পদ পেয়েছো তা মাথায় তুলে রেখো, Hillaryর অমর্যাদা কোরো না। তোমার ভালো হবেনা তাতো উল্টে খারাপই হতে পারে। তাই বুঝে শুনে চলো” -- ----------

হটাৎ স্পীকারের মাধ্যমে শুনতে পেলাম, “USA out .... Heaven in ..... USA out .... Heaven in ..... মহাদেব আপনার জন্য আমরা আপেক্ষা করছি” ।

ব্যস্ত সমস্ত বাবা বল্লেন, “এবার আমাকে যেতে হবে মা স্বয়ং ব্রহ্মা আমার স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেখতে চান, চল্লুম। Stay in touch.”

হন্তদন্ত হয়ে চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেলেন মহাদেব।

হটাৎ স্বপ্নে শুনলাম করুণাদি বলছেন, "অঞ্জনা দুর্বা কই ? দুর্বা ? আরে দুর্বা আনতে গিয়া কি ঘুমাইয়া পরলি?” করুণাদির চিৎকারে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল কিন্তু মনটা ভরে গেল বীরেন কৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়ার গান "জাগো তুমি জাগো ....." শুনে!

ভাগ্য ভালো টেপটা আগেরদিন লাগিয়ে রেখেছিলাম মহালয়া শুনবো বলে! নাহলে হয়তো মহাদেবের বিরহে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতুম মনের দুঃখে !

Sharadiya Abhinandan to all BAGA Family

GET THE GUIDANCE

YOU'LL NEED FOR YOUR FINANCIAL FUTURE.

SERVICES:

- Business Planning
- Charitable Planning
- College Planning
- Estate Planning[1]
- Executive Benefits Planning
- Personal Planning
- Social Security Planning
- Trusts[2]

PRODUCTS:

- Disability Income Insurance
- Fixed Annuities
- Individual Life Insurance
- Long Term Care Insurance
- Retirement/401(k) Plan Services
- Single Premium Immediate Annuities

Work with a knowledgeable financial professional you can trust. Call today for a no-obligation financial check-up to see if your financial house is in order.

Blue Ocean
Wealth Solutions
A member of the MassMutual Financial Group

Paresh C. Saha, LUTCF
Financial Services Executive
Blue Ocean Wealth Solutions
2200 Northern Boulevard
East Hills, NY 11548
Office: 516-686-7075
Cell: 646-286-0285
psaha@financialguide.com

LIFE INSURANCE + RETIREMENT/401(K) PLAN SERVICES + DISABILITY INCOME INSURANCE
LONG TERM CARE INSURANCE + ANNUITIES

MassMutual Financial Group refers to Massachusetts Mutual Life Insurance Co. (MassMutual), its affiliated companies and sales representatives. Insurance products are issued by MassMutual, Springfield, MA 01111, and its subsidiaries, C.M. Life Insurance Company and MML Bay State Life Insurance Company, Enfield, CT 06082. [1]Performed in conjunction with your attorney and/or other advisors. [2]Trust services provided by the MassMutual Trust Company, FSB, a wholly-owned subsidiary of MassMutual. CRN201707-194737

প্রতিযোগিতা

- কল্লোল নন্দী, আটলান্টা

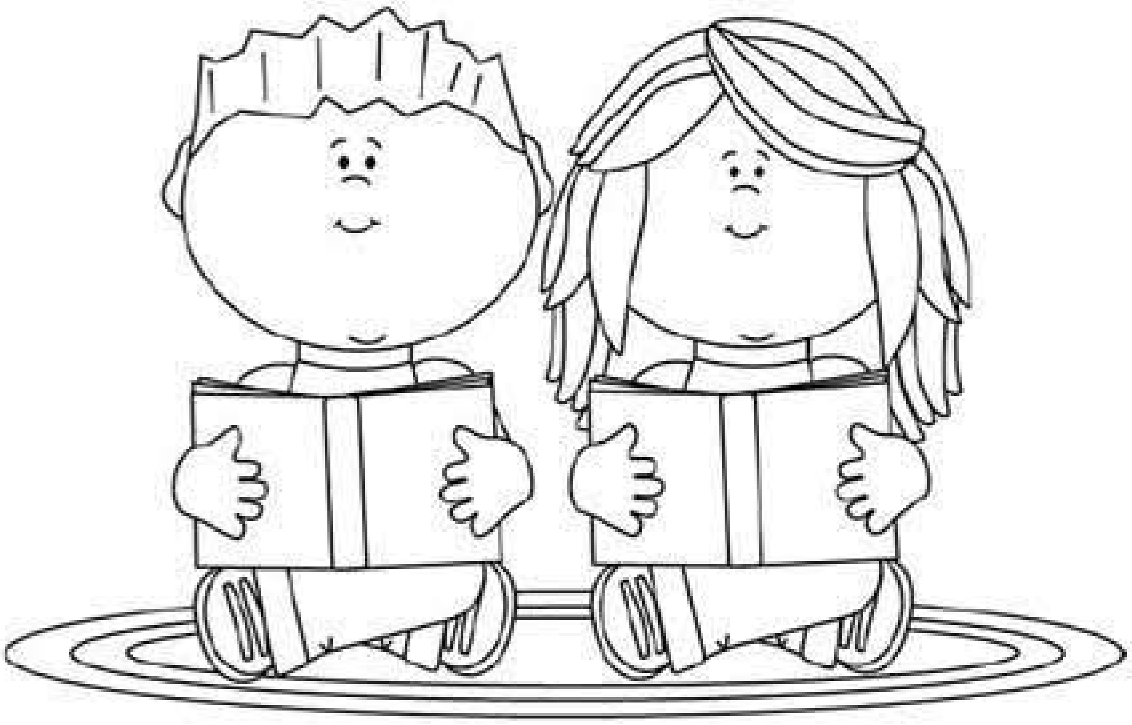

।। এক ।।

শীতের দুপুরে কলেজের মাঠে বসে চীনেবাদামের খোসা ছাড়িয়ে খাওয়া আর বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্যে যারা ক্লাস ফাঁকি দেয় অপর্ণা তাদের কখনো ভাল বলে মেনে নিতে পারে নি। অপর্ণার মতে, এইসব বখাটে ছেলেমেয়েদের জীবনে কিসসু হবে না। তাই অপর্ণা সচরাচর এইসব ছেলেমেয়েদের এড়িয়ে চলত। অপর্ণার চিন্তাধারায় ক্যারিয়ার বানানোর জন্যে প্রথম কাজ হল মন দিয়ে প্রফেসারদের ক্লাস ফলো করে যাওয়া। আর এইরকম মনোভাবাপন্ন ছেলেমেয়েদের নিয়ে অপর্ণা একটা দল বানিয়ে ফেলেছিল, যারা রোজ নিয়মিত ক্লাস করে, আর প্রফেসার যা যা বলে খাতায় তারা হুবহু তাই লিখে ফেলে।

কলেজে সবাই যে যার মত বন্ধু গোষ্ঠী বানিয়ে চলে। যারা রোজ নিয়মিত ক্লাস করে অপর্ণা তাদের ভাল নানান বিষয়ে আলোচনা করে, একসঙ্গে অঙ্ক সল্ভ করে, তাদের সাথে অপর্ণার নোটের আদান প্রদান চলে, কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এদিকে বাউণ্ডুলে ছেলেরা এদের নিয়ে দূর থেকে হাসাহাসি করে। সুবিমল এই বাউণ্ডুলে গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। সুবিমল অল্প কিছু ক্লাস করে, কিছু প্রক্সি দিয়ে চালায়, আর বাকিগুলো বেমালুম খরচের খাতায়।

সুবিমল ক্লাসে থাকলে অনেকেই বিব্রত বোধ করে। ওর প্রশ্নের কোন বাধ্য বাধকতা থাকে না। একদিন বায়োলজি ক্লাসে প্রফেসার ডায়জেস্টিভ সিস্টেম পড়ালেন। ক্লাসের শেষের দিকে সুবিমল

www.baga.net

উঠে দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা স্যার, মাংসাশী প্রাণীরা যে প্রক্রিয়ায় মাংস হজম করে সে প্রক্রিয়ায় তাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি কেন হজম হয়ে যায় না? সেগুলোও তো একরকম মাংস দিয়েই তৈরি। অপর্ণা আর তার দলের কয়েকজন কটমট করে সুবিমলের দিকে তাকাল। ভাবখানা এমন যে, প্রশ্নটা ভাল, তবে এটা তো পরীক্ষায় আসবে না। এইসব অবান্তর প্রশ্ন করে ক্লাসের সময় অযথা নষ্ট করার কোন মানে হয় না। প্রফেসার সুবিমলকে বসতে বলে, এই প্রশ্নের উত্তরটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন।

সুবিমলের চিন্তা-ভাবনার ধরণ-ধারণ কেমন যেন গন্ডি ছাড়া। কেউ কেউ এই দেখে সুবিমলকে একটু বেশি পছন্দ করে, আবার কেউ কেউ ভাবে ও একটা আঁতেল ছেলে। সেদিন অনেকে ভাবল, সুবিমলের নিশ্চয় বায়োলজি ভাল লাগে, ও এই ক্লাসে রোজ আসবে। সুবিমল কিন্তু যেমন ছিল তেমনি থাকল। ক্লাস করা সুবিমলের অ্যাজেন্ডার মধ্যে নেই। আর ক্লাসে এলে এমন সব প্রশ্ন করে বসত যে, হয় প্রফেসার নতুবা ছাত্ররা, কখনো বা সকলেই বিব্রত বোধ করত। অপর্ণার নেতৃত্বে যে দল তৈরি হয়েছিল, তারা সব সময়েই ভাবত এরা আসে শুধু ক্লাসের সময় নষ্ট করার জন্যে। বার কয়েক তারা এ নিয়ে প্রতিবাদও করেছে। যে দু-একজন প্রফেসার এদের কথা শুনে সুবিমলকে চুপ করে বসিয়ে দিয়েছে, সুবিমল তাঁদের ক্লাস করা প্রায় ছেড়েই দিল।

সবই ভাল চলছিল মিড-টার্ম পরীক্ষা না-হওয়া অবধি। মিড-টার্ম পরীক্ষার রেজাল্টে দেখা গেল, শুধু সুবিমল নয়, ওই বাউণ্ডুলে দলের অনেকেই পড়ুয়া দলের অনেকের থেকে ভাল নম্বর পেয়েছে। কয়েকজন কোন কোন সাবজেক্টে হাইয়েস্ট নম্বরও পেয়েছে। এই ঘটনার পরে পড়ুয়া দলের ছেলেমেয়েরা পাইকারি হারে ক্লাস না-কাটলেও অনেকেই ক্লাস না-করার দলে এসে জুটল। তাদের বেশির ভাগের আসল উদ্দেশ্য ছিল, ক্লাস না করে ভাল নম্বর পাওয়া – এই রহস্যের মূল চাবিটা কি – সেইটে উদ্ধার করা। অপর্ণা যদিও এতটা মাথা মোটা না, তবে এনিয়ে যে তার কোন ঔৎসুক্য নেই, তাও নয়।

অপর্ণার আঁটোসাঁটো দলের তখন একটা ছন্নছাড়া অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। একদিন অপর্ণা গুটিকয় সাগরেদ নিয়ে বসে আছে। এমন সময়ে সুবিমলকে একা যেতে দেখে অপর্ণা সুবিমলকে ডেকে এটা-সেটা প্রশ্ন করা শুরু করল। অপর্ণার খাপছাড়া প্রশ্ন আর সুবিমলের সেইরকম ট্যারা-বাঁকা উত্তর শুনে একে একে সবাই উঠে পড়ল। অপর্ণার সাগরেদগুলো সবাই যখন চলে গেল, অপর্ণা তখন আসল কথাটা বলল, তোর তো সবই পড়া হয়ে গেছে। এখন তোর কোন কাজ নেই, আড্ডা মারা ছাড়া। বস না একটু।

এক মুহূর্ত কিছু একটা ভেবে সুবিমল অপর্ণার পাশে বসল। অপর্ণা জিজ্ঞেস করল, তোর কি সব পড়া হয়ে গেছে?

সুবিমল উল্টে জিজ্ঞেস করল, তোর কি মনে হয়?

অপর্ণা বলল, আমার তো তাই মনে হয়। তোর পুরোটা পড়া হয়ে গেছে, আর তাই তুই শুধু আড্ডা মারিস, এদিকে ভালই নম্বর তুলিস।

সুবিমল যেন দূরে কিছু একটা দেখছে সেইরকম ভাবে সামনে তাকিয়ে বলল, তাহলে তাই। বিশ্বাসে মিলায় যা, তর্কে তা বহু দূর।

হেঁয়ালিতে অপর্ণা বিরক্ত হলেও একইরকম ভাবে বলল, বল না। বললে কি তোর কিছু কমে যাবে?

সুবিমল চিরাচরিত ভাবে পাতলা গোঁফের নিচে হালকা হাসি বজায় রেখে বলল, এতো আর ধন-সম্পত্তি নয় যে দিয়ে দিলে কমে যাবে; এ হল knowledge, অর্থাৎ জ্ঞানের কথা, যত বিলাব ততই বাড়বে।

অপর্ণা অধৈর্য হয়ে বলল, তাহলে বলই না।

www.baga.net

সুবিমল অপর্ণার কেমিস্ট্রি প্র্যাক্টিক্যাল নোটবুকের দিকে আঙুল দিয়ে বলল, তোর যেটা প্রায় শেষ, আমার সেটা শুরু করা তো দূরের কথা, এখনো কেনাই হয় নি। তারপরে একটু কি ভেবে বলল, চল, একটু চা খেয়ে তোকে আরও বলছি।

অপর্ণা সুবিমলের পেছন পেছন চলল। কলেজের দেওয়ালের পাশে একটা চায়ের দোকান। সুবিমল অপর্ণাকে নিয়ে কোনার দিকের একটা টেবিলে বসে, অপর্ণা না করা সত্ত্বেও দুটো চায়ের অর্ডার দিল। বলল, আচ্ছা, তুই না খেলে আমি খেয়ে নেব।

মন্টু মুহূর্তের মধ্যেই দুই গ্লাস চা দিয়ে গেল। আবার টোস্ট বিস্কুটের অর্ডার হল। তাও এল। সুবিমল অপর্ণাকে বলল, জানিস বার্লিন ইউনিভারসিটির ক্যান্টিনে দেখা যেত এইরকম চায়ের টেবিলে কেউ কোন প্রব্লেম সল্ভ করতে করতে আটকে গিয়ে অর্ধেক করে চলে গেছে, অন্য কেউ এসে সেটা সল্ভ করে দিয়ে গেছে। সেই জন্যে ওইসব টেবিলের কোন চকের লেখা মোছা হত না।

অপর্ণা ভাবল, কোথায় এই চায়ের দোকান? আর কোথায় বার্লিন ইউনিভারসিটির ক্যান্টিন! কার সাথে কার তুলনা। সুবিমলের সব পড়া হয়ে গেছে, তাই ও এইসব করে আর ক্লাস ফাঁকি দেয়। মনে মনে ঠিক করে নিল, আজ ওর কাছ থেকে পুরোটা না জেনে ও ছাড়বে না।

তখন মনে হল, কয়েক ঘন্টা আগে অবধি এই চায়ের দোকানের দিকে ও তাকাত না পর্যন্ত, আর এখন সেখানে চায়ের গ্লাস নিয়ে বসে আছে। যাকে বলে একরকম আড্ডা মারছে। নিজের অবস্থাটা ঠিক বোঝার চেষ্টা করছে এমন সময়ে সুবিমল অপর্ণাকে বলল, জানিস, এই মন্টুআমার থেকে তাড়াতাড়ি যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ করতে পারে। ওকে বল, তিনটে চা, দুটো বিস্কুট, আর দুটো টোস্ট চারজনের মধ্যে ভাগ করে দিতে, তোর ভেবে ওঠার আগে ও বলে দেবে। তার সাথে কারো কিছু এক্সট্রা থাকলে সেটাও ঠিকঠাক যোগ করে দেবে।

অপর্ণার সুবিমলের এইসব কথাবার্তা ভাল লাগলেও চায়ের দোকানে বসে গল্প করতে ভাল লাগছিল না। বলল, এবার আমাকে বাড়ি যেতে হবে। তুই তো ওদিকেই যাবি, চল না আমার সাথে।

সুবিমলের কথায় অপর্ণা চায়ের দোকানে এসেছিল, তাই পালটা কথা রাখতে সুবিমলকেও অপর্ণার সাথে যেতে হল। রাস্তায় যেতে যেতে, অপর্ণা ওর ভাল লাগা, না লাগার কথা বলল, কোন প্রফেসরের পড়ানো ভাল লাগে তাও বলল। বাড়ি পোঁছে অপর্ণা বলল, আমাদের বাড়িতে চা খেয়ে যেতে হবে কিন্তু। সুবিমলকে এক রকম জোর করেই ওর বাড়িতে টেনে আনল। যদিও সুবিমল অপর্ণার বাবা-মাকে চিনত, অপর্ণা তাও তাঁদের সাথে সুবিমলের আলাপ করিয়ে দিল। যখন ওর মা বললেন, তুমি নাকি পড়াশুনো করো না, কিন্তু ভাল রেজাল্ট করেছো, সুবিমল বুঝল, অপর্ণা সুবিমলের অনেক কথাই বাড়িতে বলেছে। সুবিমল আর কি করে? বোকার মত হেসে বলল, তাই নাকি?

অপর্ণা বলল, বুঝলে মা, আসলে ওর সব পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু ও কাউকে বুঝতে দেয় না।

অপর্ণার মা আর কিছু না বলে ভিতরে চলে গেলেন। আর কিছুক্ষণ পরে দু-কাপ চা আর একটা প্লেটে এটা-সেটা টুকিটাকি নিয়ে ওদের সামনে রেখে গেলেন।

সুবিমল দু-চুমুক চা খেয়ে অপর্ণাকে বলল, তুই এত যত্ন করে এত ভাল চা খাওয়ালি, তখন আসল কথাটা বলতেই হয়। তারপরে আরও এক-চুমুক চা খেয়ে সুবিমল বলল, একটা কাঠি দিয়ে ঢাকের চামড়ায় মারবি তো শুনবি কত জোরে শব্দ হয়, পাথরের উপরে মারবি তো দেখবি নিজেও শুনতে পারবি না। আমরাও সেই অবস্থা।

সুবিমল কাকে ঢাক আর কাকে পাথর বলল এই কথায় অপর্ণা ধন্দে পড়ে কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমার কয়েকটা অঙ্ক হচ্ছে না, তুই একটু দেখে দিবি।

www.baga.net

সুবিমল অপর্ণার কেমিস্ট্রি প্র্যাক্টিক্যাল নোটবুকের দিকে আঙুল দিয়ে বলল, তোর যেটা প্রায় শেষ, আমার সেটা শুরু করা তো দূরের কথা, এখনো কেনাই হয় নি। তারপরে একটু কি ভেবে বলল, চল, একটু চা খেয়ে তোকে আরও বলছি।

অপর্ণা সুবিমলের পেছন পেছন চলল। কলেজের দেওয়ালের পাশে একটা চায়ের দোকান। সুবিমল অপর্ণাকে নিয়ে কোনার দিকের একটা টেবিলে বসে, অপর্ণা না করা সত্ত্বেও দুটো চায়ের অর্ডার দিল। বলল, আচ্ছা, তুই না খেলে আমি খেয়ে নেব।

মন্টু মুহূর্তের মধ্যেই দুই গ্লাস চা দিয়ে গেল। আবার টোস্ট বিস্কুটের অর্ডার হল। তাও এল। সুবিমল অপর্ণাকে বলল, জানিস বার্লিন ইউনিভারসিটির ক্যান্টিনে দেখা যেত এইরকম চায়ের টেবিলে কেউ কোন প্রব্লেম সল্ভ করতে করতে আটকে গিয়ে অর্ধেক করে চলে গেছে, অন্য কেউ এসে সেটা সল্ভ করে দিয়ে গেছে। সেই জন্যে ওইসব টেবিলের কোন চকের লেখা মোছা হত না।

অপর্ণা ভাবল, কোথায় এই চায়ের দোকান? আর কোথায় বার্লিন ইউনিভারসিটির ক্যান্টিন! কার সাথে কার তুলনা। সুবিমলের সব পড়া হয়ে গেছে, তাই ও এইসব করে আর ক্লাস ফাঁকি দেয়। মনে মনে ঠিক করে নিল, আজ ওর কাছ থেকে পুরোটা না জেনে ও ছাড়বে না।

তখন মনে হল, কয়েক ঘন্টা আগে অবধি এই চায়ের দোকানের দিকে ও তাকাত না পর্যন্ত, আর এখন সেখানে চায়ের গ্লাস নিয়ে বসে আছে। যাকে বলে একরকম আড্ডা মারছে। নিজের অবস্থাটা ঠিক বোঝার চেষ্টা করছে এমন সময়ে সুবিমল অপর্ণাকে বলল, জানিস, এই মন্টুআমার থেকে তাড়াতাড়ি যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ করতে পারে। ওকে বল, তিনটে চা, দুটো বিস্কুট, আর দুটো টোস্ট চারজনের মধ্যে ভাগ করে দিতে, তোর ভেবে ওঠার আগে ও বলে দেবে। তার সাথে কারো কিছু এক্সট্রা থাকলে সেটাও ঠিকঠাক যোগ করে দেবে।

অপর্ণার সুবিমলের এইসব কথাবার্তা ভাল লাগলেও চায়ের দোকানে বসে গল্প করতে ভাল লাগছিল না। বলল, এবার আমাকে বাড়ি যেতে হবে। তুই তো ওদিকেই যাবি, চল না আমার সাথে।

সুবিমলের কথায় অপর্ণা চায়ের দোকানে এসেছিল, তাই পালটা কথা রাখতে সুবিমলকেও অপর্ণার সাথে যেতে হল। রাস্তায় যেতে যেতে, অপর্ণা ওর ভাল লাগা, না লাগার কথা বলল, কোন প্রফেসরের পড়ানো ভাল লাগে তাও বলল। বাড়ি পোঁছে অপর্ণা বলল, আমাদের বাড়িতে চা খেয়ে যেতে হবে কিন্তু। সুবিমলকে এক রকম জোর করেই ওর বাড়িতে টেনে আনল। যদিও সুবিমল অপর্ণার বাবা-মাকে চিনত, অপর্ণা তাও তাঁদের সাথে সুবিমলের আলাপ করিয়ে দিল। যখন ওর মা বললেন, তুমি নাকি পড়াশুনো করো না, কিন্তু ভাল রেজাল্ট করেছো, সুবিমল বুঝল, অপর্ণা সুবিমলের অনেক কথাই বাড়িতে বলেছে। সুবিমল আর কি করে? বোকার মত হেসে বলল, তাই নাকি?

অপর্ণা বলল, বুঝলে মা, আসলে ওর সব পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু ও কাউকে বুঝতে দেয় না।

অপর্ণার মা আর কিছু না বলে ভিতরে চলে গেলেন। আর কিছুক্ষণ পরে দু-কাপ চা আর একটা প্লেটে এটা-সেটা টুকিটাকি নিয়ে ওদের সামনে রেখে গেলেন।

সুবিমল দু-চুমুক চা খেয়ে অপর্ণাকে বলল, তুই এত যত্ন করে এত ভাল চা খাওয়ালি, তখন আসল কথাটা বলতেই হয়। তারপরে আরও এক-চুমুক চা খেয়ে সুবিমল বলল, একটা কাঠি দিয়ে ঢাকের চামড়ায় মারবি তো শুনবি কত জোরে শব্দ হয়, পাথরের উপরে মারবি তো দেখবি নিজেও শুনতে পারবি না। আমরাও সেই অবস্থা।

সুবিমল কাকে ঢাক আর কাকে পাথর বলল এই কথায় অপর্ণা ধন্দে পড়ে কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমার কয়েকটা অঙ্ক হচ্ছে না, তুই একটু দেখে দিবি।

www.baga.net

সুবিমল অপর্ণার কানের কাছে মুখটা এনে কিছুটা আবেগ জড়ানো স্বরে নিচু গলায় বলল, কিন্তু, আমি তো তোর কাছে থাকতে চাই, দূরে তো যেতে চাই না। এই বলে, সুবিমল অপর্ণার খুব কাছে সরে এল, আর আস্তে করে অপর্ণার হাতের তালুটা একটু হালকা চেপেই ছেড়ে দিল।

অপর্ণা সুবিমলের চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না। সুবিমল ধীরে ধীরে চা শেষ করে বলল, কিরে? কি বিশেষ দরকার? বললি না তো?

অপর্ণা বলল, সে তেমন কিছু না। অন্য অরেকদিন বলব।

সুবিমল বলল, তাহলে আজ উঠি।

এই বলে সুবিমল বেরিয়ে গেল।

।। তিন ।।

অপর্ণার সেই প্রফেসার ফলো করার দল তখন আর নেই, সবাই যে যার মত রাস্তা দেখে নিয়েছে। এখন অপর্ণার নোটের আদান প্রদান চলে প্রধানত সুবিমলের সাথে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুবিমলকে অপর্ণার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে দিতে হয়।

এরমধ্যে সুবিমল একদিন অপর্ণার বাড়িতে গেছে। অপর্ণা গম্ভীর মুখ করে ওর নোটের খাতাটা সুবিমলের সামনে খুলে ধরে বলল, তুই নিজে ঠিক করেছিস আর আমাকে ভুল করে দিয়েছিস। প্রফেসার বললেন, গোঁজামিল দিয়ে উত্তর মিলিয়ে দিলেই কি হবে? বলে, পুরোটা কেটে দিয়েছেন। আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল যে, তুইও আমার সাথে এইরকম করলি। তোকে আমি অন্যরকম ভাবতাম।

সুবিমল বলল, দে তোর খাতাটা আজ, আমি একটু ভাল করে দেখি।

অপর্ণা বলল, আমি কখনো ভাবি নি যে তোর মন এত ছোট।

সুবিমল অপর্ণার খাতাটা নিয়ে চলে গেল।

পরেরদিন সুবিমল অপর্ণাকে ডেকে নিয়ে গেল প্রফেসারের ঘরে। সুবিমল একটা পরিষ্কার কাগজে সমাধানটা লিখে ওর উদ্ভট কিন্তু সোজা পদ্ধতিটা প্রফেসারকে বুঝিয়ে জিজ্ঞেস করল, স্যার এতে কি কোন ভুল আছে?

প্রফেসার বললেন, কোন ভুল নেই। তবে সবাই এটা বুঝতে পারবে না। তাই আমি অন্যরকম করে করতে বলি যাতে সবাই বোঝে।

সুবিমল জিজ্ঞেস করল, আমি এইভাবে করলে কি আপনি এটাকে গোঁজামিল বলবেন?

প্রফেসার বললেন, না, ঠিক মত লিখতে পারলেই হল।

সুবিমল, Thank you, Sir - বলে যখন বের হয়ে যাচ্ছে, প্রফেসার বুঝতে পারলেন যে সুবিমল কেন এসেছিল। উনি বললেন, অনেকে না বুঝে তোমার মত করে সল্ভ করার চেষ্টা করেছিল, আমি তাদেরটা কেটে দিয়েছি।

প্রফেসারের ঘর থেকে বেরিয়ে অপর্ণা সুবিমলের সামনে সামনে হাটতে লাগল – চোখ ছল ছল। কিছুক্ষণ পরে এক নিরিবিলি জায়গায় এসে বলল, তোর বেলায় ঠিক আর আমার বেলায় গোঁজামিল।

সুবিমল বলল, আজ আর কোন ক্লাস নেই। চল তোর বাড়ি যাই। তারপর বলব।

www.baga.net

একটু থেমে বাবা আবার বল্লেন, "একটা আশ্চর্যের কথা কি জান? ইউ এস এর বাঙালী ছেলেদের কাছ থেকে প্রচুর চিঠি পাচ্ছি। তারা জানতে চাইছেন ইন্দ্রাণী হালদার, অপর্না সেন কোথায় যাবেন? স্বর্গে না নরকে? আরে, সে খবর কি দেওয়া যায়? এসব হল টপ সিক্রেট।"

আবার ফোনটা বেজে উঠলো। কথপোকথন শুনে মনে হল কোন ফ্যাশন ডিজাইনারের সঙ্গে কথা হচ্ছে। আলোচনার বিষয় বস্তু হলো, ফ্যাশন ডিজাইনারের পক্ষে কৈলাসে কাজ করা সম্ভব কিনা। উনি কথা শেষ করে বল্লেন, "এতকাল পরে মনের মত জামা কাপড়ের সন্ধান পেলাম Hawaii তে। প্রাণ আমার ভরে গিয়েছে জামা কাপড় দেখে। কি অপূর্ব রঙচঙে ছাপানো! কি জবা ফুল! এমনকি ধুত্রা ফুলেরও বিকল্প পেয়ে গেলাম। দেখনা, কি সুন্দর মালা! এটাতো আমি প্রায় তিন মাস ধরে পরছি। কিছুই হয়নি। কোন লয় ক্ষয় নেই। কি টেকনোলজিক্যাল অগ্রগতি! দেখে চক্ষু সার্থক।"

আপনি হাওয়াই গিয়েছেন বুঝি? জিজ্ঞেস করলাম কৌতুহলবশে।

"হ্যাঁ মা, কিছুতেই যাবনা, কিন্তু পার্বতী ছাড়লো না। বল্ল, হিলারির সঙ্গে হোয়াইট হাউসে দেখা করতে অমন আদুর গায়ে গেলে আমি দেহত্যাগ করবো। শুনে আমি ভয়ে শপিং করতে হাওয়াই গেলুম।"

হাওয়াই ছেড়ে হিলারির কথা শুনতে বেশী উৎসাহী হয়ে পরলাম, "বাবা, হিলারির সঙ্গে আপনি দেখা করতে গিয়েছিলেন বুঝি?"

মহাদেব বল্লেন, "না মা, আসলে গিয়েছিল পার্বতী। আমি সঙ্গে ছিলুম মাত্র। সরস্বতীর মুখে পার্বতীর স্বামীর সম্মোহন, সংস্করণ ও সংস্থাপন করার অভূতপূর্ব ক্ষমতার কথা শুনে হিলারি পার্বতীকে হোয়াইট হাউসে ডেকে পাঠিয়ে ছিল।"

আমি বল্লাম, "দেবী সরস্বতী White Houseএ কি করছেন?"

মহাদেব বল্লেন, "তাও জানোনা বুঝি? সরস্বতী তো হোয়াইট হাউসে একটা বিরাট প্রজেক্টের ওপর কাজ করছেন। বিষয়বস্তুটা হলো একটা Expert System তৈরী করা based on Artificial Intelligence (AI). যেটার মুখ্য উদ্দ্যেশ্য হবে how Hillary thinks, acts and reacts in crisis."

He lowered his voice and whispered, "By the way, she was amazing and she handled the Paula Jones scandal very well. Outstanding lady!! She stood by her Man all the way. It's not easy, you know."

He went back in track and said, "কি যেন বলছিলুম মা?"

I said, "Saraswati Devi's Expert System!"

He said, "Yes, yes. বয়স তো কম হ'লনা মা। মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলি। ও হ্যাঁ, যা বলছিলুম মা। Product conceptটা হল Hillary's এই বিশেষ মুহূর্তগুলোকে কম্পিউটারে ধরে রেখে উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করা । ভাবতে পার কি অভাবনীয় concept ?"

I said, "তাই তো!"

He got real upset and said "Just তাই তো? Are you kidding?"

I got scared and said "না না ভালো, খুব, খুব ভালো project"

He said, "You are adding insult to injury by saying ভালো, ভালো, খুব ভালো। It is like কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে! Thought you will be real excited and will say, 'WOW it's an Earth Shattering Project!! Unbelievable!! Can't wait to hear more about it, etc.' Nothing? Nothing like that and you are saying just 'ভালো'? I'm real

www.baga.net

MassMutual
FINANCIAL GROUP®
PERIMETER

TODAY

IS THE START OF SOMETHING GREAT.

When it comes to building strategies that can help you reach long term financial goals, you need someone you can count on. For more than 160 years, MassMutual financial professionals have helped businesses and families bring their dreams to life - and now, with the opening of MassMutual Financial Group Perimeter in Atlanta, we are ready to start earning your trust. To learn more, contact us at our new office.

You can feel confident in your family's financial future and your own. [1]With whole life insurance from MassMutual, you can help protect your family today while you build guaranteed cash value over time that can provide supplemental income in retirement. Learn how the flexibility of whole life insurance can help shape your future at www.MassMutual.com

LIFE INSURANCE + RETIREMENT/401(K) PLAN SERVICES
DISABILITY INCOME INSURANCE + LONG TERM CARE INSURANCE +
ANNUITIES

Dibyendu De, Ph.D.
Financial Adviser
Financial Services Representative
4 Concourse Parkway NE, Suite 300
Atlanta, GA 30328
Direct(404)704-3125
Cell (770)330-5849
dde@financialguide.com

Financial Services Representatives are independent contractors and are not employees of MassMutual, its subsidiaries or of the General Agent with whom they contract. © 2016 Massachusetts Mutual Life Insurance Company, Springfield, MA 01111-0001. All rights reserved. www.massmutual.com. MassMutual Financial Group is a marketing name for Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) and its affiliated companies and sales representatives. Local sales agencies are not subsidiaries of MassMutual or its affiliated companies. 1Access to cash value through borrowing or partial surrenders will reduce the policy's cash value and death benefit, increase the chance of policy lapse, and may not result in a tax liability. L0816474081[exp0817][GA]

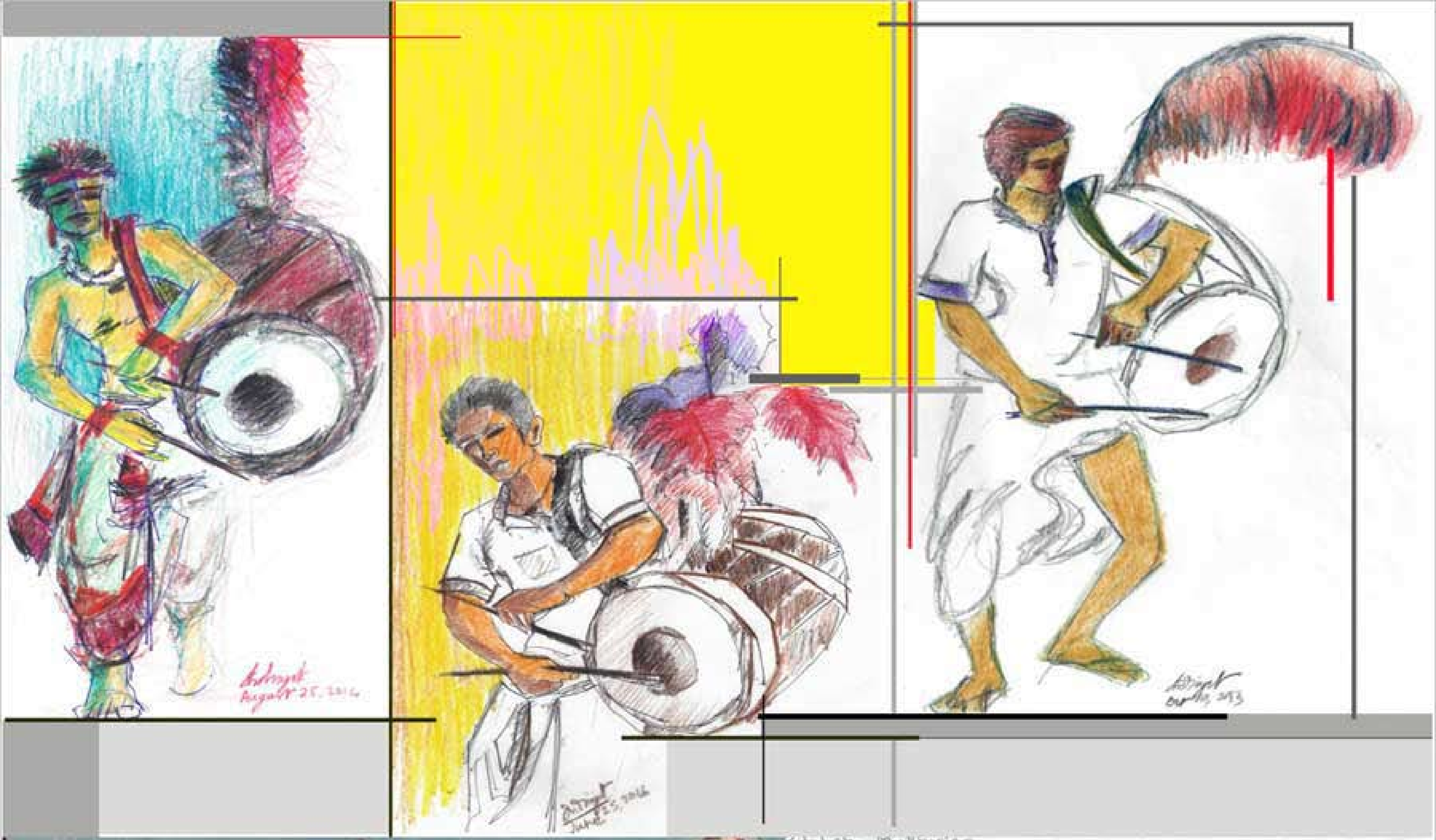

TRAVEL
Canada

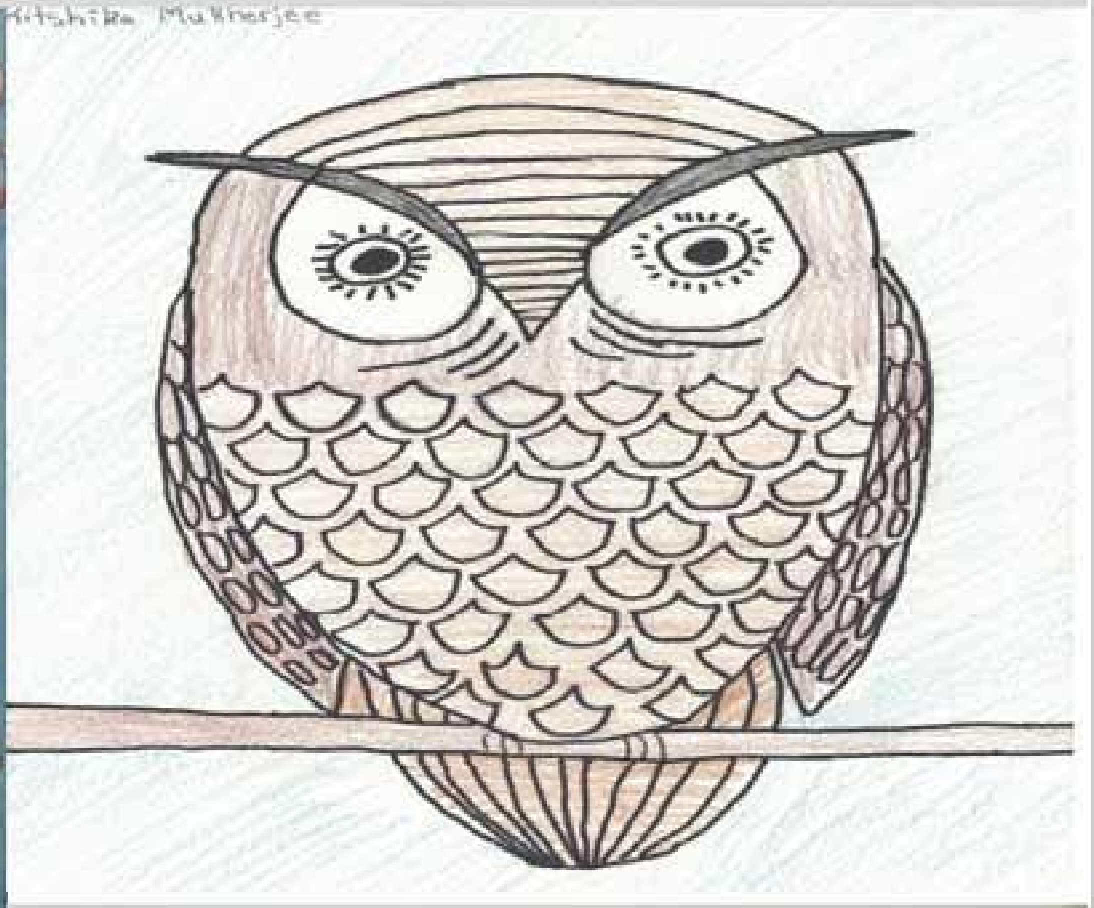

Mukherjee

Mahika
Mahika (Shree) Banerjee, Grade: 4

GRAND OPENING

11585 Jones Bridge Road
(in Abbotts Village by Publix)
Johns Creek, GA 30022

770.569.4777

www.touchofindiaatl.com

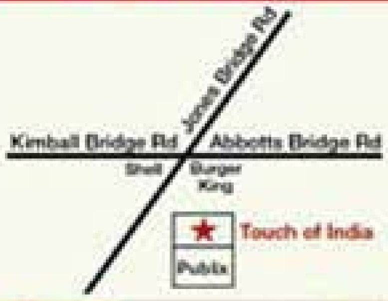

15% OFF	$8.95	$10.95
Entire Dinner Bill	**Lunch Buffet**	**Lunch Buffet**
Alcohol not included. Not valid with other offers or promotions. Must present coupon. Gratuity based on original amount. Expires 10/8/16	Monday - Friday Dine in only. Expires 10/8/16	Saturday - Sunday Dine in only. Expires 10/8/16

Touch of India
Desi Restaurant

Serving Authentic Indian Cuisine

Appetizers • Soups • Tandoori Sizzlers
Vegetarian Dishes • Curries
Rice Dishes • Home Made Breads
Sundries • Indian Fruits & Sweets

Lunch Hours:
Monday-Saturday 11:30am - 3:00pm
Sunday 12:00 noon - 3:00pm

Dinner Hours:
Monday-Sunday 5:30pm - 10:00pm

To advertise in your local Money Mailer call 770-754-0588.
255-50-086/0608 JM

We Do Catering for all Occasions

Chopaati
VEGETARIAN CUISINE
Where Every Bite is Special
South Indian, North Indian, Gujarati & Chaat

EVERYDAY LUNCH BUFFET
11:30 - 3:00 PM
WEEKEND LUNCH & DINNER BUFFET
12:00 - 9:30 PM

Dinner Thali Special $6.95
Mon-Fri
5:00 - 9:30 PM

DONORS & SPONSORS

As of September 27, 2016 (alphabetic by last name):

Banerjee, Gauri & Sailendra
Banerjee, Kasturi & Ayan
Basar, Nayeem
Basu, Mala & Pradip
Bhattacharya, Mausumi & Joy
Bhaumik, Dharmajyoti
Bose, Nita & Sujit
Chakrabarty, Anil
Chakrabarty, Rabi & Soma
Chakraborty, Gargi & Kishore
Chakravorty, Hari
Chakravorty, Rita
Chatterjee, Debi & Manas
Chattopadhay, Durba & Soumitra
Chaudhuri Ray, Shrimita & Aniya
Das, Sankha
Das, Shyamali & PK
Datta, Swarna
De, Shambhu
De, Soma & Dibyendu
Deb, Jaita & Avro
Debnath, Pranati & Sudhir
Dhar, Sheuli & Arup
Dutta, Papiya & Chandan
Ganguli, Sanjoy
Gautam Kar, Kalyani & Raja
Goswami, Anuva & Manas
Guhathakurta, Anupa & Abir
Gupta, Shanta & Kirit
Gupta, Subhadra
Majumder, Dimple & Parimal
Modi, Girish
Mandal, Shukla & Umashankar
Mukherjee, Saswati & Partha
Nath, Chaitali & Subhankar
Pandit Giri
Paul, Debarati & Shantanu
Paul, Mamata & Mridul
Rakhit, Ria & Ananda
Reshma Gupta Williams & Poul Williams
Roy, Anjali & Subrata
Roy, Poly & Badal
Roy, Samit
Roy, Sid K
Sarker, Moitri & Ashoke
Sen, Munmun & Raktim
Senupta, Ruma & Shankar
Talukder, Kasturi & Niranjan
Tapaswi, Nabanita & Arindam
Thakurta, Anupa & Abir
&
Donors who wish to remain anonymous.

Thank you donors for your supports!
- EC-2016

BAGA VOLUNTEERS

Thank you, BAGA Volunteer! We would be nowhere without you.

Abir Thakurta
Ahona Chatterjee
Amit
Amartha
Anirban Majumder
Angshuman Guin
Anuradha Chakraborty
Anuva Goswami
Arijit Choudhury
Arindam Choudhury
Arindam Tapasw
Arpita Deb Guptai
Arup Dhar
Ashoke Sarker
Avishek Ghosh
Avro Deb
Bharat Barua
Bhaska Mitra
Biplab Chandra
Bishan Chandra
Chaitali Nath
Chandrima Roy
Debarati Paul
Debatirtha
Debu Basu
Devjani Purkayastha
Dibyendu De
Dimple Majumder
Dipankar Roy
Dharmajuoti Bhaumik
Durba Chatterjee
Ganesh Deka
Gargi Chakraborty
Indranil Chowdhury
Jayashree Guin
Jayita Deb
Joy Bhattacharya
Kajari Mondal
Kaushik Basu
Kumkum Dalapati
Mamata Paul
Manas Chatterjee
Mausumi Bhattacharya
Mousumi Carenjee
Moitri Sarker
Monamee Adhikari
Mridul Paul
Munmun Sen
Nabanita Tapaswi
Nita Bose
Papiya Datta
Parul Deka
Pragya Basu
Raktim Sen
Ranjita Betarbet
Reshmi Mukherjee
Ria Rakhit
Ruma Sengupta
Rudrasankar
Rupa Mukherjee
Sandeep Betarbet
Sanjib Banerjee
Sanjib Gupta
Santanu Paul
Saswati Mukherjee
Sharmistha Dutt
Sheuly Dhar
Shubhra Nag
Sidartha Bhomick
Soma De
Soumen Ghosh
Somesh Karenjee
Sreerupa Banerjee
Subarna Chandra
Subhadra Gupta
Subhankar Nath
Subroto Majumdar
Sudeep Kundu
Sujit Bose
Sumana Goswami
Surajit Roy
Swarna Dutt

করালীর পুনরাবির্ভাব

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়, ওয়েইন, নিউ জার্সি

আবার করালী দখলদার। প্রায় দু যুগ আগে সে ছিল নিউ জার্সির স্বেচ্ছা নির্বাচিত সমাজপতি। কিন্তু "সাগরিকা" ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হয়ে ভরাডুবি হবার পর দীর্ঘদিন ঘাপটি মেরেছিল। স্টেজে কোরাস গাওয়া বন্ধ। নাটকে সাইড রোলে রাজি হয় না। দুর্গা পুজোয় বিসর্জনের বাজনার সঙ্গে দুলকি চালে নাচেনা। ম্যাগাজিনে প্রেমের কবিতা লেখা ও ছেড়েই দিয়েছে। করালীর এইসব অনীহার কারণ জানতে চাইলে বিরাগ বদনে উত্তর দেয় - কালচারে আলসার।

হঠাৎ কী যে হল, করালী যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। অনেক বছর পর, "বঙ্গ উৎসবের" কমিটির মিটিঙে হাজির হল। হালচাল বুঝে নেবার চেষ্টায় ছোট ছোট মিটিঙে ও চা, সামোসা খেতে খেতে উৎসবের নানা সাব কমিটির ভবিষ্যৎ কর্মসূচির খবরাখবর নিতে থাকল। তার মনে হল উচ্চ পদ নিয়ে ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর চেয়ে সাব কমিটিতে থাকাই বুদ্ধির কাজ। বিনে পয়সায় সাব স্যান্ডুইচ দিয়ে উইকএন্ডের লাঞ্চ খেতে খেতে দুটো ছোট কমিটিতে ঢুকে পড়ল। ওভারসিজ পারফর্মিং আর্টস এবং ভেন্ডার এন্ড স্টলস।

ওভারসিজ পারফর্মিং আর্টস ব্যাপারটা বেশ ব্যাপক। কমিটিতে থেকে তুমি সাংস্কৃতিক সদস্য হতে পার, আবার শ্রমিকও হতে পার। মানে সিলেকশন কমিটিতে থেকে লকেট চ্যাটার্জী আসবে না পাওলি দাম আসবে এসব সিদ্ধান্ত নিতে পার অথবা, শ্রমিক হয়ে কমিটিতে ঢুকলে আর্টিস্টদের ভারি ভারি বাজনাবদ্যি নিয়ে প্রচুর মাল ঠেলাঠেলির গুরু ভারে নিয়োজিত থাকতে পার।

কিন্তু করালী বুঝতে পারছিল কালচারে তার যথেষ্ট আগ্রহ আর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও বঙ্গ উৎসবের সাংস্কৃতিক কমিটি তাকে দলে নিচ্ছে না। অগত্যা সে শ্রমিক দলেই নাম লেখাল। শ্রমের মর্যাদা কি ভাবে পেতে হয় তার একটা ফর্মুলা ভেবে রাখল। তার মগজে এখন নানান পরিকল্পনা। উৎসবের আগে কলকাতায় গিয়ে পকেটের পয়সা খরচ করেই একবার পেন্ডেন্ট মুখার্জির সাক্ষাৎকার নেবে। তখনই নিউ ইয়র্কের এয়ারপোর্টে কটা সুটকেস টানতে হবে জেনে নেবে। সে সন্তোষী মায়ের ব্রত পালন করে জানলে বঙ্গ উৎসবের শুক্রবারে তাকে টক ছাড়া রান্না করে খাওয়াবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী করালীর বৌ মুখঝামটা দিলেও এ কাজে সে সাহায্য করবে। কলকাতার টেলিভিশনের কোন লোকজনকে করালী বিশেষ চেনে না। "নক্ষত্র বাংলা" চ্যানেলে নিউ ইয়র্ক আর হিউস্টনের কত কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার দেখা গেল। করালীকে আর কে ডাকবে? তার চেয়ে "বর্তমান" কাগজের নীহারিকাদিকে ধরে শেষে হয়ত পেন্ডেন্ট মুখার্জির সঙ্গে প্রাক বঙ্গ উৎসবের সাক্ষাৎকারটা বেরিয়ে আসতে পারে। নীহারিকাদির দৌলতে এই পত্রিকায় কত বাঙালির ছবি ছাপা হয়েছে। করালীর "ব্যাপিকা বিদায়" নাটকের ছবিটা একবার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়েছিল। দলের ঠেলাঠেলিতে একবারে উইংসের পাশে দাড়াঁনোর ফল। যাক, এবারের ছবিতে শুধু থাকবে ও আর পেন্ডেন্ট!

একদিকে ওভারসীজ আর্টিস্ট, অন্যদিকে ভেন্ডারদের লিস্ট বগলে করালী শীতকালে প্লেনে চড়ে বসল। ননস্টপ ফ্লাইটে ননস্টপ পরিকল্পনা। কলকাতায় পৌঁছে করালী বাহারি চুড়িদার কুর্তা কিনল। বঙ্গ উৎসবের জন্যে বেঙ্গল ক্লাবের "কিক অফ নাইট"। কালচারের ফুটবলে প্রথম লাথি মারা উপলক্ষ্যে উৎসবের কর্তাব্যক্তিদের নেমন্তন্ন পেয়ে সেলিব্রিটি, উপমন্ত্রী, অপমন্ত্রী, থেকে শুরু করে লেখক, সাংবাদিক, বিজনেস ম্যাগনেট, কে না আসবে? যথারীতি করালীও যাবে। কারণ, এ ব্যাপারে উৎসব কমিটি খুবই উদার। একবার তো আহুত, অনাহুত, রবাহুত মিলিয়ে এমন লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল যে গঙ্গার ওপর ভাসমান রেস্তোঁরা থেকে এক প্রেস ফটোগ্রাফার জলেই পড়ে গিয়েছিল।

করালী রবাহুত নয়। দু দুটো কমিটির শ্রমিক। চুড়িদার কুর্তার সঙ্গে কাঁধে শাল চাপিয়ে কিক অফ নাইটে এল। সঙ্গে তসর সিল্কের এপ্লিকের শাড়ি পড়া বৌ। লোক গিজগিজ ব্যাঙ্কোয়েট হলে আমেরিকার বেশ কয়েকজন চেনামুখ। কিন্তু করালী যাকে খুঁজছে "তার দেখা নাইরে, তার দেখা নাই"। একটু খোঁজ নিতেই জানা গেল যে পেন্ডেন্ট ব্যাংকক চলে গেছে ছবির শুটিংয়ে। কিন্তু মেঘ না চাইতেই জল। "তিসরি কসম" ছবিতে রাজ কপূর যেমন প্রথমবার ওয়াহিদা রেহমানকে দেখে ফিসফিসিয়ে বলেছিল, "আরে, ইয়ে তো পরী হ্যায়!", করালীর চোখের সামনে ঋতুঝর্নাকে দেখে সেই রকমই রিএকশন হল। অথচ নায়িকার ধারে কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। বঙ্গ উৎসবের দুই চেয়ারম্যান দুই পাশে বৌ নিয়ে মাঝে ঋতুঝর্নাকে বসিয়ে "পার্মানেন্ট প্রেস"। টিভি আর প্রেস লাগাতার ছবি তুলে যাচ্ছে, করালী কয়েকবার "এক্সকিউজ মী" বলতে বলতে যদি বা ঋতুঝর্নার কাছে পৌঁছল, কিন্তু কথা বলার চান্স নিল না। নিজের পরিচয় দেওয়ার আগে হঠাৎ নিজের বদখৎ নামটা ভেবে সরে পড়ল। এ একধরনের "আইডেন্টিটি

www.baga.net

ক্রাইসিস" - এই বিকট নামের বোঝা বহন করার জন্যে দায়ী হলেন ওর ঠাকুর্দা। তুমি কালীভক্ত ছিলে দ্যাটস ফাইন, কিন্তু কালীপুজোর দিনে নাতি জন্মাল বলে তার নাম "করালী প্রসাদ" রাখার কি রাইট ছিল তোমার? মা, বাবাও তেমনি। এ হুকুম মেনে নিল? এখন কেউ শুনবে? করালীর মেয়ে পিঙ্কির নাম কেউ যদি "বগলা" রাখতে চাইত, ওরা কি রাজি হত? শেক্সপিয়ার যাই লিখে থাকুন, বদখৎ নাম হলে খুবই ক্ষতি হয়। করালীর নাম শুনে এক সময় দুটো মেয়ে ফোনেও প্রেমালাপ চায়নি। নেহাৎ সম্বন্ধ করে বিয়ে আর ওর চেহারাটা কালীঠাকুরের স্বামীর মত হ্যান্ডসাম বলেই বৌ মুগ্ধ হয়েছিল। এখন তো চেহারার সেই জৌলুসই আর নেই। ঋতুঋর্না ফিরেও তাকাল না। সাক্ষাৎকারের ভাবনা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে করালী ভেন্ডারদের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করল। দু-তিনজন নাট্যকারের কাছে আত্ম পরিচয় দিয়ে তাদের নাটকের খবর নিল।

তারপর গিয়ে খাবারের লাইনে দাঁড়াল। কোথায় বিরিয়ানি, কোথায় রেজালা? স্যান্ডুইচ ও নিরামিষ। সঙ্গে পালংয়ের বড়া আর পেঁয়াজি। এটা নাকি ডিনার পার্টি নয়, ছাতামাথা দিয়ে ককটেল পার্টি। তা ঠিক আছে। বিনে পয়সার ভোজ তো বটে। করালীর ইচ্ছে হল, স্পনসরদের বলে, একবার আমেরিকা এসে দেখে যান মশাই, ওখানে ককটেল আওয়ারে কত রকম স্ন্যাক্স সার্ভ করে। করালী লোভী নয়, কিন্তু বঙ্গ উৎসবের প্রথম লাখিমারা পার্টিতে ঘুরে ঘুরে শাকের বড়া ও ক্ষুদিরামের সাইজের তেকোনা স্যান্ডউইচ? বলরামের সন্দেশও তো রাখতে পারত। বাড়ি ফেরার পথে করালী চাইনীজ টেক আউট নিয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু বৌ রাজি হল না। পার্টিতে টুকরো টুকরো কেক, পেস্ট্রি খেয়ে নাকি ওর পেট ভরে গেছে। রাগে গজগজ করতে করতে করালী একবাক্স হাক্কা চাউমিন কিনে বাড়ি এসে খেতে বসে গেল। মাথায় তখন অন্য ফন্দিগুলো খুব পাক খাচ্ছে।

শ্রমিকের প্রথম কর্তব্য কিছু নাটক দেখা। শোনা যাচ্ছে, বিখ্যাত যে দুটো দল নাটক নিয়ে বঙ্গ উৎসবে আসবে, তাদের নাকি বিরাট কাস্টিং। এত লোকের প্লেন ভাড়া দেওয়া যাবে না, তাই আমেরিকার কিছু লোকাল ট্যালেন্টদের নিতে হবে। সেই রকমই চেষ্টা চলছে। নিজের অভিনয় ক্ষমতার ওপর করালীর বিরাট কনফিডেন্স। সেই প্রস্তাব নিয়ে আর ফোকটে দু'তিনটে নাটক দেখার জন্যে ও নাটকের পরিচালকদের ফোন করল। আমেরিকার বঙ্গ উৎসবের অন্যতম কর্মকর্তা বলে পরিচয় দিয়ে হলের সামনের সারিতে বসে তিন তিনদিন নাটক দেখল। তারপর কর্মকর্তাদের নিজের সেল ফোন নাম্বার, ই-মেল্ এড্রেস দিয়ে এল। পরিচালকদের বুঝিয়ে এল - ওখানে স্টেজ ম্যানেজমেন্টে তো আমাকে থাকতেই হবে। দরকার হলে কন্টাক্ট করবেন, আর আগে স্ক্রিপ্টটা দিয়ে দেবেন। ছোটখাট রোল ম্যানেজ করে দেওয়াটা উড বি নো প্রব্লেম।

করালীর পরবর্তী অভিযান ছিল ভেন্ডার এন্ড স্টল ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে দোকানে দোকানে ঘোরা। শাড়ি, গয়নার দোকানে, নানা ধরনের বুটিক স্টোরে বেশ খাতির পাওয়া গেল। গয়নাগাঁটি কেনার ব্যাপারে করালী বরাবরই আপত্তি জানায়। বঙ্গ উৎসবের প্রতিনিধিকেও এই সব নামি-দামি হিরে-জহরতের দোকানগুলো খুব ডিসকাউন্ট দেবে? তারা তো আমেরিকায় যাওয়ার কন্ট্রাক্ট আগেই পেয়ে গেছে। তাই বিমুগ্ধ নয়নে শো-কেসের দিকে চেয়ে থাকা বৌকে তাড়া দিয়ে, দামি কাপে দামি চা খেয়ে করালী দোকানের মালিককে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এল। পাশের একটা পানের দোকানে তখন "না মাঙ্গু সোনা চান্দি, না মাঙ্গু হীরা মোতি," এই গানটা হচ্ছে।

একটা বুটিক স্টোরে বরং দুটো শাড়িতে একটু ডিসকাউন্ট দিল। তসর সিল্ক আর কপালে মস্ত টিপ পরা মিষ্টি মুখের মহিলা অনুরোধ করলেন, - "দাদা, অনেক টাকা স্টল ভাড়ার জন্যে দিচ্ছি। তার ওপর প্লেন ভাড়া। ওখানে ভাল বিক্রি হবে তো?"

করালী খুব বেশি ভরসা দিল না। এক একবার বঙ্গ উৎসবের শেষে ভেন্ডারদের হা-হুতাশ, রাগারাগি ও স্বচক্ষে দেখেছে। একগাদা ডলার খরচ করে এসে যদি বিক্রিবাটা ভাল না হয় রাগ তো হবেই। তবুও এই মহিলাকে উৎসাহ দিয়ে করালীর বৌ বলল, - "আপনার ডিজাইন গুলো তো ইউনিক, দেখবেন প্রচুর বিক্রি হবে।" আমাদের চেনাজানা সকলকে এখন থেকেই বলে রাখব আপনার স্টল-এ যেতে। বুটিকের মহিলা "অনেক ধন্যবাদ" বলে আরও কিছু বিজনেস কার্ড ধরিয়ে দিলেন। কিন্তু চা, কফি, কিছু দেয়নি বলে করালী সামান্য হতাশ হল।

নেক্সট ট্রিপ "ক্ষুদিরাম মোদক মিষ্টান্ন ভান্ডার"। কিক অফ মিটিঙে করালী শুনেছিল এই প্রথম বঙ্গ উৎসবে বাঙালির মিষ্টির দোকান থাকবে। ক্ষীরকদম্বের পাশাপাশি উৎকৃষ্ট রাবড়িও বিক্রি হবে কিনা জানার জন্যে করালী ক্ষুদিরামের দোকানে ঢুকল। আমেরিকান উৎসবের প্রতিনিধি শুনে একজন লোক খুব খাতির করে টিনের চেয়ারে বসাল। "কি মিষ্টি খাবেন বলুন", জিজ্ঞেস করাতে করালী হাত নেড়ে বলল, - "না, না, এখন এই অবেলায় আর মিষ্টি, টিষ্টি নয়। তবে ভাল রাবড়ি থাকলে দিতে পারেন। সেটা টেস্ট করে দেখি। নববেঙ্গলির মিষ্টির দোকানের রাবড়ি তো মুখে দেওয়া যায় না। আপনাদের রাবড়িতে নিশ্চয় ব্লটিং পেপারের মতো মোটা মোটা দুধের সর থাকবে। বঙ্গ উৎসবের মিষ্টি-টিষ্টি রেফ্রিজারেশনের ব্যাপারটাও তো আমাকেই দেখতে হবে।"

লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, - "বেলা বারোটার পর তো দোকানে রাবড়ি আর থাকে না স্যার। তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। লাল দই দেব? সঙ্গে নতুন গুড়ের রাজহাঁস সন্দেশ? হাঁসের পেটে নলেন পয়রা গুড়?"

করালী পরীক্ষকের মতো মনোযোগ দিয়ে দুটোই সাবাড় করল। তারপর চক্ষুলজ্জায় (ক্ষুদিরামের দোকানি আর নিজের বৌয়ের কাছে) এক ভাঁড় লাল দই কিনে বাড়ি ফিরল।

বৌয়ের কাছে পরীক্ষকের ভূমিকাটা ভাঙল না। সে ইদানিং করালীকে এ সব সুযোগ নিতে বারণ করে। একদিন "দুটি পাতা একটি কুঁড়ি" নামে এক চা ব্যবসায়ীর শো রুমে গিয়ে ওরা কয়েক কাপ সুগন্ধী চা খেয়েছিল। ঐ কোম্পানি বঙ্গ উৎসবে স্টল দেবে। মালিক করালীকে এক বাক্স "দুটি পাতা

www.baga.net

একটি কুঁড়ি" উপহার দেওয়ার সময় বলেছিল, - "দেখবেন মশাই, ওখানে যেন ইলেকট্রিক টি পট থাকে। করালীর মনে হল, এ নিশ্চয় চা বাগানের মালিকের আত্মীয়। করালীকে মিষ্টির দোকানের লোকটার মত "স্যার" না বলে "মশাই" বলল। কথার ভঙ্গিতে যেন তাচ্ছিল্যের ভাব। ঠিক আছে। ইলেকট্রিক টি পট জ্বলবে কিনা, ও সব ফালতু তদারকির ভার করালী দখলদারের জন্যে নয়। "দুটি পাতা একটি কুঁড়ি"-র বাক্স বুকে নিয়ে রাস্তায় নামতেই করালীর বৌ ধমকেছিল, - "আর এরকম দোকানে দোকানে ঘুরবে না।"

করালী-ও আর ঝুঁকি নেবে না। ক্ষুদিরামের মিষ্টান্ন ভান্ডারের ওরা ওর দই সন্দেশ খাওয়ার একটা ছবি তুলতে চাইছিল। আমেরিকার মিষ্টির স্টলে বিজ্ঞাপনের মতো রাখবে বলে। করালী গাল ভর্তি সন্দেশ নিয়ে সে ছবি তোলা আটকেছে। পাগল! আসল কর্মকর্তারা যদি প্রমাণ পায় করালী তাদের ছদ্ম পরিচয় দিয়ে ক্ষুদিরামের পয়োধি আর রাজঁহাস খেয়েছে, লজ্জার শেষ থাকবে না। ক্ষমতার অপব্যবহারের অপরাধে ওর বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন-ও নিতে পারে। কাঁকড়ার জাত বাঙালিকে বিশ্বাস নেই। "সাগরিকা" ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। তখন কত কুচুটে বাঙালির সঙ্গে যে লড়তে হয়েছিল! যাক, সে সব অপ্রিয় স্মৃতি করালী মনে রাখতে চায় না। সামনেই বঙ্গ উৎসব। তিনটে দিন আনন্দে কাটবে।

আনন্দ পাওয়ার মতো খবর-ও এল। কলকাতার "দর্পণ" নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক বঙ্গ উৎসবে "বন্দীবীর" নাটকে একটা ছোট রোলে করালীকে একটা ভূমিকায় অভিনয় করতে বলেছেন। ও প্রথমে ভেবেছিল, রবি ঠাকুরের "বন্দীবীর", ওকে নিশ্চয় 'বেণী পাকাইয়া শিরে' সর্দারজী সাজতে হবে। পারে জানল যে তা নয়। জেলের কয়েদিদের নিয়ে একটা নাটক। করালী কয়েদি সাজবে। এক টুকরো ডায়ালগ ও একটা গ্রুপ ড্যান্স আছে। কয়েদিদের নাচ করালী "মুক্তধারা" সিনেমায় দেখেছে। ওই নাটকের নাচের গানটাও রবীন্দ্র সংগীত। গরাদের আড়ালে সমবেত নৃত্য "হারে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দেরে দে রে।" পরিচালক দৃশ্যটার ভিডিও পাঠিয়েছেন। করালী রাজি হল। সারা বছর উইকএন্ডের পার্টিতে ভাংড়া নেচেছে। বঙ্গ উৎসবে অভিনয়ের জন্যে একটা নাচ আর এমন কি ব্যাপার! করালী ভিডিও দেখে দিব্যি রিহার্সাল দিচ্ছে।

বঙ্গ উৎসব শুরু হওয়ার আগের দিন ওভারসীজ পারফর্মিং আর্টস এর শ্রমিক হিসেবে করালীরা কয়েকজন মিলে কেনেডি এয়ারপোর্টে আর্টিস্টদের আনতে গেল। সিনেমা থিয়েটারের দল, নাচ গানের আর্টিস্ট, তাদের মিউজিক হ্যান্ডস, লেখক, ভেন্ডারদের নিয়ে বিশাল বাহিনী পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে। তিনটে বাস ভর্তি লোক হোটেলে যাবে। করালী অবশ্য নিজের গাড়ি নিয়ে গেছে। হয়ত ঋতুঝর্না বাসে উঠতে রাজি হবে না। তখন করালী ওকে নিজের গাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে।

কিন্তু হঠাৎ কি যে ঘটল! একটি কমবয়সী ছেলে লাউঞ্জে বসে পড়ে বমি করতে শুরু করল। পেটের যন্ত্রণায় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আবার বমি। ওর সঙ্গীরা অসহায় মুখে ওকে ঘিরে ধরেছে। একজন করালীদের বলল - "প্লেন থেকেই পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, আপনারা প্লীজ একটু হেল্প করুন। এখানে ডাক্তার ডাকা যাবে না?"

জানা গেল ছেলেটির নাম গোরা। মিউজিক হ্যান্ড হিসেবে ড্রাম বাজাতে এসেছে। করালীর হঠাৎ মনে হল এয়ারপোর্ট অথরিটিকে খবর দেবার আগে ৯১১ কল করা দরকার। ছেলেটি যন্ত্রণায় প্রায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এয়ারপোর্ট অথরিটির লোকজন এসে পড়েছে। তারাই ৯১১ কল করছে। এম্বুলেন্স আর পুলিশ আসতে দেরি আছে। স্ট্রেচারে প্যারামেডিকরা যখন গোরাকে তুলেছে, তখন কলকাতা থেকে আসা পুরো দল প্রায় রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। কয়েকজন ভয়ার্ত মুখে জানতে চাইছিল ওরা গোরার সঙ্গে যেতে পারে কিনা। করালী ঐ দলের সমীর নামের একজনকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে এম্বুলেন্সের পেছন পেছন রওনা দিল। বাকি সবাইকে বাসে তুলে দিয়ে অন্য কয়েকজনকে হোটেলের দিকে রওনা করাল। দ্যা শো মাস্ট গো অন।

কুইন্স এর "জ্যামাইকা হসপিটালের" এমার্জেন্সি রুমে পৌঁছে করালী দেখল গোরাকে নার্সরা দেখাশোনা করছে। একটু পরে ডাক্তার এসে করালীর সঙ্গে কথা বলার পর যন্ত্রণা আর বমি বন্ধের ওষুধ দিয়ে পেটের আল্ট্রাসাউন্ড করতে পাঠালেন। করালীর পক্ষে এখন হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বঙ্গ উৎসবের চেয়ার পার্সনদের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর সে একটু নিশ্চিন্ত হল। তার কারণ কমিটি থেকে আর্টিস্টদের জন্যে এক মাসের হেল্থ ইনস্যুরেন্স করানো হয়েছে। হাসপাতালে থাকার খরচ পাওয়া যাবে। করালী বৌকে ফোন করে সব পরিস্থিতি জানিয়ে বলল - "আজ কখন ফিরতে পারব জানিনা, কাল থেকে ম্যারিয়ট রিজার্ভ করা আছে, তুমি সময় মত পৌঁছে গিয়ে চেক ইন কোর। ওপেনিং সেরেমনিতে আমি থাকতে পারব কিনা জানি না।"

বৌ বলল, - "সে কি? তুমি কাল আবার হাসপাতালে যাবে?"

করালী বলল, "এখনই কিছু বলতে পারছি না। ছেলেটার কী হয়েছে আগে জানা যাক, ওকে এই অবস্থায় একা ফেলে যাব কি করে?"

আল্ট্রাসাউন্ডে গোরার গল ব্লাডারে স্টোন ধরা পড়েছে আর রক্তে ইনফেকশন। পারের দিন সকালে সার্জারি হবে। করালী অনেক রাতে বাড়ি ফিরে ভোরবেলা সার্জারির সময় মতো হাসপাতালে চলে গেল। বঙ্গ উৎসবের চেয়ার পার্সনরা জানালেন গোরার জন্যে আর্টিস্টরা খুব উৎকন্ঠায় রয়েছেন। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় ওপেনিং সেরেমনি। তাদের কাউকে হাসপাতালে পাঠাবার সময় থাকবে না। করালী যেন গোরাকে একটু বুঝিয়ে বলে।

www.baga.net

করালী অপারেশন রুমের কাছে ওয়েটিং রুমে বসে ভাবছিল গোরার যেন কোন কমপ্লিকেশন না হয়। বিদেশ বিভূঁইয়ে একটা ছেলে অসহায়ের মতো হাসপাতালে পড়ে আছে। সার্জারিটা ভালয় ভালয় হয়ে গেলে গোরাকে রিকভারি রুমে দেওয়ার পর ওর বন্ধুদের জানাতে হবে। ওর বন্ধু সমীরকে কালই নিউ ইয়র্কে পোর্ট অথরিটির বাসে তুলে দিয়েছে। সে গীটার বাজায়। তাকে তো মিউজিসিয়ানদের সঙ্গে বাজাতেই হবে।

গোরার অপারেশন হয়ে যাওয়ার পর সার্জনের সঙ্গে করালী কথা বলল। তিনি বললেন, রুটিন সার্জারি। যদি কোন কমপ্লিকেশন না হয়, গোরাকে তিনদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হবে।

জ্ঞান ফেরার পর গোরাকে একটা সেমি প্রাইভেট রুমে শুইয়ে রেখেছে। তখনও ঘুম ঘুম ভাব রয়েছে। চোখ খুলে কাউকে খোঁজার চেষ্টা করছে। করালী ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে হাত ছুঁইয়ে সামান্য হাসল - "তুমি ভাল হয়ে গেছ। পেট থেকে থলি সুদ্ধ সব কত স্টোন বার করে দিয়েছে। বোধহয় পরশু ছেড়ে দেবে।"

গোরা যেন ঘোরের মধ্যেই বলতে চেষ্টা করল, - "কোথায় যাব?"

করালী আশ্বাস দিল, - "আমাদের বাড়িতে। ফাংশানে তো আর ড্রাম বাজানো হবে না। এখন তোমার কয়েকদিন রেস্ট দরকার। তারপর কলকাতা ফিরে যাবে।"

গোরা চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবছে। করালী বলল, "ব্যাথা শুরু হলে নার্সদের বলবে। ওরা ইনজেকশন দেবে। আমি বিকেল পর্যন্ত আছি। তুমি কেমন থাক জেনে বাড়ি যাব।"

বঙ্গ উৎসবের ওপেনিং সেরেমনিতে করালীর যাওয়া হল না। পরের দিনও নয়। কারণ গোরার জ্বর এসেছিল। এ অবস্থায় ওকে ফেলে চলে যেতে ভরসা হল না। এদিকে "বন্দীবীর" নাটকে কয়েদি সেজে "হা রে রে রে রেরে" নাচের জন্যে পরিচালক নাকি ওকে খুঁজছেন। করালী ফোনে বৌকে জানিয়ে দিল, - আমি আপাতত হাসপাতাল ছেড়ে যেতে পারছি না।"

www.baga.net

Saraswati Puja
2016

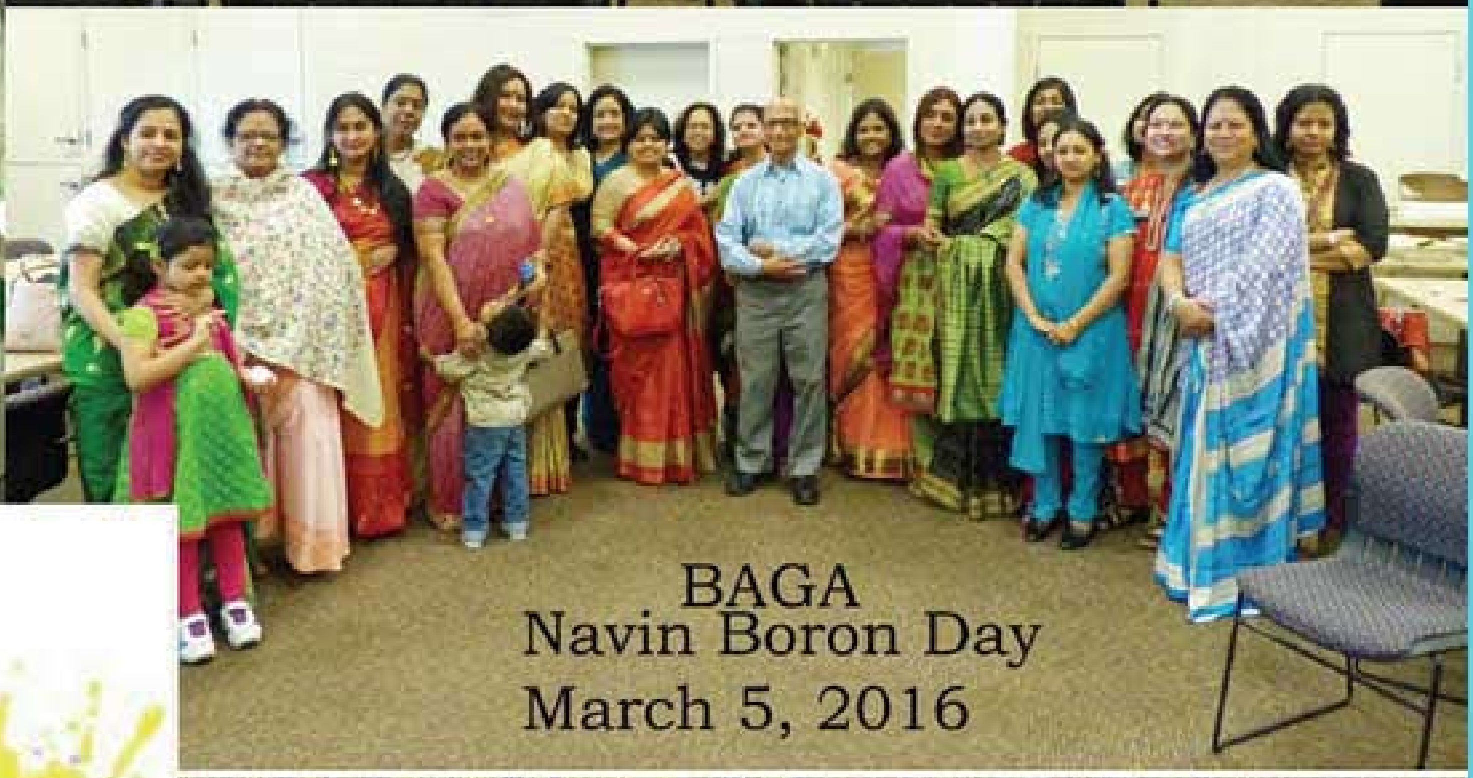
BAGA
Navin Boron Day
March 5, 2016

Milan Mela - 2016
Photo: Girish Modi

Photo: Girish Modi

Photo
Girish Modi

Photo: Girish Modi

Milan Mela - 2016

Photo: Girish Modi

Photo: Girish Modi

Photo: Girish Modi

Milan Mela - 2016
Photo: Girish Modi

PICNIC 2016 at Buford Dam

Index

List of Advertisements

NES Rental Holdings : Front Inside
SCI-COM Infrastructure services : 2
Advanced Accounting : 3
Bilal Halal Meat and Grocery : 3
Patel Brothers : 4
Chat Patti : 18
Poornima : 18
Star Bucks : 18
Poona Resturant : 23
Badal Roy and Family : 24
North Fulton ENT : 25
Cherian : 28
Global Mela : 34
Atlanta Dental Arts : 38
Bengal Store & Halal Meat : 38
Arakan Wireless : 38
Al Amin : 39
Deb Grocery : 39
Georgia Halal Meat : 42
Tava Grill : 42
Arefin Babaul : 45
Madras Chettinad : 45
Bangladeshi Grocery Plus : 46
Maya Creations : 46
Quazi Anwar (Real Estate) : 46
Richard Schmidt (State Farm) : 46
Deshi Travels (Russel) : 47
Wright Orthodontics : 47
Dan Sturges CFP : 48
Maaco : 48
Story books by Rabindra Chakraborty : 53
Accurian Agency : 54
India Plaza : 54
UPS Store : 54
American Family (Rahman Agency) : 55
Creekview Pediatrician : 55
Health Market : 56
C2 Education : 64
Land and Cruise Vacations : 64
Kumon : 65
Montessori Unlimited : 65
Alpha Medical Clinic : 66
Gokul Sweets : 67
A to Z Electronics : 73
Print & Sign : 73
Mirch Masala : 74
SKA Academy : 75
State Farm (Glen Monroe) : 75
Yajna Parivar (Pandit Giri) : 75
Rahul Creations : 76
Vijaya Collections : 76
High Glow : 77
My ePal : 83
Blue Ocean Wealth Solution : 84
MetLife : 91
Touch of India 93
Chopaati : 93
Aliance Group - TAG : 104
Sagepath : Back Cover 104

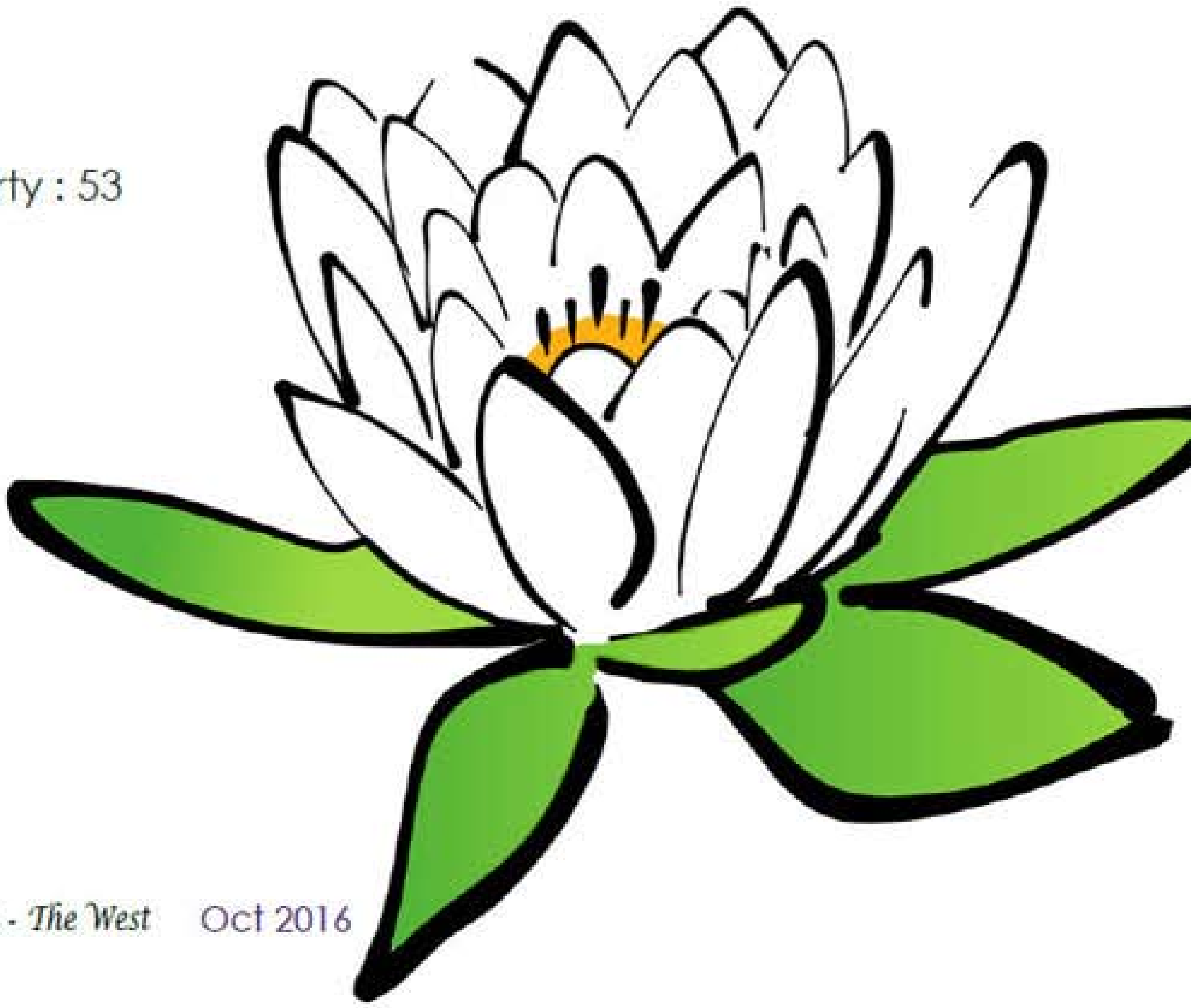

TAG

The Alliance Group

Insurance Services Since 1990

Your Future. Our Insurance: A Lifelong Relationship.
Backed by the Best Brands.

Encompass
KEMPER
The Hartford Financial Services Group
BHHC
PROGRESSIVE
FOREMOST INSURANCE GROUP
TRAVELERS
Johnson & Johnson
Utica National Insurance Group
Allied Insurance
US Assure
Burns & Wilcox
DHIA
AIG
CHUBB
CHARTIS
Fireman's Fund Insurance Company
A company of Allianz
HAGERTY CLASSIC CAR INSURANCE
Safeco Insurance. A Liberty Mutual Company
tapco

Contact: Tyson Jones
Commercial & Personal Lines Agent, The Alliance Group, Inc.

399 Washington Ave NE,
Marietta, GA 30060

Cell: 678-855-2229
Direct: 770-752-7335
Email: tjones@taginsurance.com

Web: http://www.taginsurance.com

Back Cover Inside

A Digital Experience Agency

SAGEPATH

sagepath.com

Back Cover